ওঁ

নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায়

দন্তালিকা

—বা—

পথের সন্ধান

(শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ অবলম্বনে ও অনুসরণে লিখিত।)

——ঃ০ঃ——

দ্বিতীয় খণ্ড

(প্রথম সংস্করণ)

শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

Published by the **Author,**
from Bajepratappur, Burdwan.

মূল্য—১৲

Printed by **N. Absar** at
Burdwan Press, Burdwan,
excepting pages 1 to 32,
which was done by Kumari Press, Burdwan.

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রথমতঃ, এই পুস্তকের নামকরণ সম্বন্ধে ঃ—আমার এই পুস্তকের নাম আমি "দন্তালিকা বা পথের সন্ধান" লিখিয়াছি। গ্রন্থকারকে আপন রচিত পুস্তকের নামকরণ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, ইহা কোন একটা সাধারণ নিয়ম নয়; না হইলেও, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি বোধ করিতেছি; তাহার কারণ, আমার এই পুস্তকের নাম আমি যাহাই লিখি, ইহার পাতা উল্টাইলেই দেখা যাইবে এবং জানা যাইবে যে, ইহা অবিমিশ্র রামায়ণ আখ্যান, এবং সে কথা আমি ঐ নামের নীচে বন্ধনী মধ্যে লিখিয়া প্রকাশও করিয়াছি। ইহাতে, আমার কোন কোনও সাহিত্যিক বন্ধু আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি ইহা রামায়ণ, তাহা হইলে, ইহার নাম সোজাসুজি রামায়ণ না রাখিয়া 'দন্তালিকা' রাখা হইল কেন? কাযেই, ঐ প্রশ্নটি সাধারণভাবে ধরিয়া লইয়া তাহার উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়। প্রশ্নটি কিন্তু মিশ্র প্রশ্ন; এটি ভাগ করিলে দুইটি হয়, যথা—

(১) ইহার নাম রামায়ণ রাখা হইল না কেন? এবং (২) দন্তালিকা রাখা হইল কেন?

বলিয়া রাখি, আমার এই পুস্তিকা আমার রচিত দন্তালিকা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড; ইহাতে রামায়ণের অযোধ্যা

কাণ্ডের অন্তর্গত ভরতের গৃহাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া আরণ্যকাণ্ডের সীতাহরণ পর্য্যন্ত আছে। ইহার প্রথম খণ্ডে ঐ উভয় প্রশ্নেরই উত্তর আমি দিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ প্রথম খণ্ডটির কিয়দংশ মুদ্রিত হওয়ার পর, ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে মূল হইতে উদ্ধৃত শ্লোক-সন্নিবেশ-পরিকল্পনা মনে উঠিল; অপিচ, মুদ্রিতাংশে কিছু অধিক ছাপা ভুলও দেখা গেল, সেকারণ, সেই ছাপা অংশ কি করা হইবে, তাহা আজিও স্থির করিতে পারি নাই, তজ্জন্য বাধ্য হইয়া এই দ্বিতীয় খণ্ডটি অগ্রেই প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম; সুতরাং, ইহাতেই সংক্ষেপে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

একথা বোধকরি কাহারও অজ্ঞাত নহে যে, শ্রীরামচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া মনুষ্য চরিত্রের এবং ব্যবহারের নানা দিক্ ও তাহার পরিণাম, পরিণতি এবং প্রসঙ্গক্রমে আগত ও সন্নিবেশিত নানা আখ্যান সম্বলিত, সপ্তকাণ্ডে সমাপ্ত যে বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি রচনা করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের নাম তিনি রামায়ণ রাখিয়া ছিলেন; যথা'—এতাবদেতদাখ্যানং সোত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্, রামায়ণমিতিখ্যাতং মুখ্যং বাল্মীকিনা কৃতং।' মহর্ষি বাল্মীকি রচিত সেই গ্রন্থটিই রামায়ণ। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীনতা হেতু বাল্মীকির ঐ রামায়ণের আদ্যন্ত যথাযথভাবে নকল করিয়া রামায়ণ নামে তাহাকে যে কেহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারেন; তাহাতে কোনও বাধা নাই। কোনও গ্রন্থের রামায়ণ নাম দিবার সম্বন্ধে অধিকারের সীমা,

আমার বিবেচনায়, ঐ পর্য্যন্ত অর্থাৎ, ঐ বাল্মীকি রচিত গ্রন্থের আদ্যন্ত 'সঠিক' নকল করিয়া এবং কোনওরূপে তাহাকে খণ্ডিত, খর্ব্বিত কিম্বা প্রকারান্তরিত না করিয়া মুদ্রিত করিলেই সে গ্রন্থের নাম রামায়ণ দেওয়া যুক্তি যুক্ত হইতে পারে; অন্যথা নহে। ইহাই আমার বদ্ধমূল ধারণা। সুতরাং, বাল্মীকির রামায়ণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমার গ্রন্থ আমি গঠন করিয়াছি বলিয়াই বাল্মীকির মূলগ্রন্থের নাম জাল করিয়া আপনার পুস্তককে সমৃদ্ধ করিতে আমি অধিকারী, এরূপ বোধ করি না। ইহাতে আদিম গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের মহিমা খর্ব্ব হওয়া ব্যতীত, গ্রন্থের পরিচয়-প্রমাদ ঘটিয়া নানা অসুবিধা ঘটাও সম্ভব। সেই কারণ বশতঃই, উপাদান-সাম্য সত্ত্বেও আমরা একই পদার্থের মেঘ, জল, বরফ, কঙ্কণ, কুণ্ডল, মেখলা, এবং লৌহ, ইস্পাত আদি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা দিয়া থাকি। সর্ব্ব পরিচয়ে সমতা সম্পন্ন হইলেও, এই হেতু, এক পিতা মাতার পুত্রগণেরও বিভিন্ন নামকরণের বিধি প্রচলিত আছে। এই নীতির বশে, যদিও আমার গ্রন্থে আমি মহর্ষি বাল্মীকির গ্রন্থনীতি, যাহা আমি বুঝিয়াছি, তাহার চতুঃসীমার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছি, তথাপি আমার এ ভিন্ন ভাষা, ছন্দাদিতে এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থের স্বতন্ত্র নামকরণই কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছি। বিশেষতঃ, যে কারণেই হউক, রামায়ণ-কথা অসংখ্য ভাষা, ছন্দঃ, ভঙ্গিমায় আকুমারী হিমাচল পরিব্যাপ্ত; আমি সে সকলের কথা ছাড়িয়া দিতেছি; আমাদের দেশেও দেশীয় ভাষায় একাধিক রামকথা প্রচলিত

আছে। পদ্যগ্রন্থাকারে লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গলায় সর্ব্বজন বিদিত। এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ সর্ব্বরূপে বাল্মীকির রামায়ণ নীতির অনুবর্ত্তী কি না, সে সমালোচনার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহার রামায়ণ নাম দেওয়ার এই ফল হইয়াছে যে, যেমন, গিনিসোনা, মরাসোনা আদি বিবিধ প্রকরণের প্রচলন হেতু সোনাকে আপন নামের অগ্রভাগে 'পাকা' এই বিশেষণটিকে লইয়া, তাহারই সাহায্যে আত্মপরিচয় দিতে হয়, তদ্রূপ, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস আদি সকলেই আপন আপন গ্রন্থের রামায়ণ নাম দেওয়ায়, বাল্মীকির আদিম গ্রন্থকেও "বাল্মীকি রামায়ণ" নামে আত্মপরিচয় দিতে হইতেছে। পক্ষান্তরে, 'রামায়ণ', এই মাত্র বলিলে, বিশিষ্ট ও নিশ্চিত ভাবে কোনটিকেই বুঝায় না, ফলে, কৃত্তিবাস রচিত গ্রন্থ 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' এই আখ্যা ধারণ করিয়াছে। কাযেই, দেখিতেছি, আমার গ্রন্থেরও রামায়ণ নাম দিয়া গাদায় মিশাইয়া দিলে আমার নিস্তার ছিলনা ; সেক্ষেত্রে, আপনার নামটা ইন্-ভাগান্ত হইয়া ঐ পবিত্র বামায়ণ শব্দের অগ্রভাগে বসিয়া তাহার মহিমা খর্ব্ব করিবে, ইহাই ভাবিতে হইত। কথা ইহাও যে, সে দুঃসাহস আমার নাই।

যাহা হউক, যে কারণেই হউক, আমার পুস্তকের রামায়ণ নাম দেওয়া আমার অনভিপ্রেত হইলেও, এই দন্তালিকা নামটি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথায় পাইলাম এবং কেন দিলাম তাহা বলিব। জিজ্ঞাসু পাঠক যাহাই মনে করুন, ঐ দন্তা-লিকা নামটি সংগ্রহ করিতে আমাকে অধিক খোঁজাখুঁজি করিতে হয় নাই, পক্ষান্তরে, সাগরের জলধি নামের ন্যায়ই

ইহা আমার সহজ-লভ্য হইয়াছে—দন্তালিকার অভিব্যক্তি রামায়ণ গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এমন কি, ঐ রামায়ণ নামের মধ্যেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছি; যাহা দেখিয়াছি, আমার পুস্তকের নাম করণ তাহারই ইঙ্গিত। আপন রচিত পুস্তকের নামকরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের স্বাধীনতা থাকিলেও, যা' তা' রাখা নিয়ম নহে, শোভন ও নহে। পদ্যেই লিখিত হউক, আর গদ্যেই লিখিত হউক, আখ্যান পুস্তকের নাম, সাধারণতঃ, আখ্যানের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন স্থান, ঘটনা কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের নাম অনুসারে গঠিত হইয়া থাকে, যেমন, আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি। আবার, আখ্যানের মধ্য দিয়া কোন নীতির বা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কিম্বা নির্দ্দেশ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইলে, তদনুসারে সরল কিম্বা রূপক আকারে গ্রন্থের নাম গঠনের রীতি ও প্রচলিত আছে, যথা, বিষবৃক্ষ, বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ, মন্ত্রশক্তি, ইত্যাদি। বাল্মীকির রামায়ণ নামকরণ ও শেষোক্ত প্রকার। রামায়ণম্ অর্থে, রামের আখ্যান বুঝায় না! রাম এবং অয়ন্ এই দুই শব্দের সামাসিক যোগে ঐ রামায়ণম্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যথা—রামেণ নির্দ্দেশিতম্ অয়নম্—মার্গম্ যৎ, তৎ, রামায়ণম্ (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস) অর্থাৎ, রামের দ্বারা বা রামকে উপলক্ষ করিয়া মানবের যে গতি পথ অর্থাৎ ইহ-কর্ত্তব্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে, সেই পন্থাই রামায়ণম্ এবং ঐ রামায়ণম্ যাহাতে বিবৃত আছে ও লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই রামায়ণ গ্রন্থ। এইবার যেন একটা নূতন কথা বলিয়া

ফেলিলাম বলিয়া মনে হইতেছে; কেন না, কবি বাল্মীকি আপন রস-সৃষ্টির প্রেরণায়, অত্যন্ত গোঁয়াড়, বিষয়বুদ্ধি-হীন, স্ত্রীহত্যাকারী, গুপ্তঘাতক, নিষ্ঠুর, অসমদর্শী, অকৃতজ্ঞ, অপ্রেমিক ইত্যাদি ইত্যাদি—এইরূপ চরিত্র বিশিষ্ট এক ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তকে অবলম্বন করিয়া এক (বীভৎস?) রসসৃষ্টি করিয়াছিলেন, রামায়ণ সেই রসবাহী বৃহৎকাব্য—এপিক্ পোয়েম্; কিম্বা পদ্যে লিখিত উপন্যাস, উর্দ্ধ্ব-কল্পে, রাজা রাজড়ার লড়াই ঝগ্ড়ার একটা ইতিহাস! আজিকার শিক্ষা দীক্ষার মধ্য দিয়া রামায়ণ সম্বন্ধে এই ধারণা যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকা সত্য হয়, তাহা হইলে, ঐ মহা-কাব্যের কবিত্ব এবং ঐতিহাসিকতাকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার মধ্যে কোন নীতি বা তত্ত্ব আছে এবং তাহাই তাহার সর্ব্বস্ব! একথা বলিলে, অবশ্যই নূতন কথা বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমার যে কিছু বলিবার, তাহা অন্যত্র বলিয়াছি; এ ক্ষেত্রে কেবল ইহাই বলিব যে, আর্য্যভারত রামচন্দ্রকে শ্রীভগ-বানের অবতার বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। অবতারের আবশ্যকতা হইতেছে, পথভ্রষ্ট মানবসঙ্ঘকে সত্য ও শ্রেয়ঃ পথ নির্দ্দেশ। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্ব কালীন দেশের ইতিবৃত্ত হইতেছে যে, কালপ্রভাবে আর্য্যভারত পথভ্রষ্ট হইয়াছিল—সমাজে, সংসারে, রাষ্ট্রে, সর্ব্বতোভাবে ইহা বিপ্লবাবিষ্ট হইয়াছিল, ও তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পরশুরাম কর্ত্তৃক ব্যাভিচারিণী মাতার শিরশ্ছেদ, এবং একবিংশবার আর্য্যভারতের ক্ষাত্রশক্তি বিধ্বস্ত হইলে, সেই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে

প্রলয়তমসাচ্ছন্নবৎ মানবসঙ্ঘকে পথের সন্ধান দিবার জন্যই শ্রীভগবানের রামরূপ পরিগ্রহ, ইহাই আর্য্যভারতের অবধারণা। রামায়ণ শাস্ত্র-গ্রন্থ সেই ভাগবত অনুষ্ঠানের স্মারক লিপি!

এইবার বলিব, আমার ঐ দন্তালিকা শব্দটি গ্রীক জর্ম্মাণ হিব্রু পারসিক্ শব্দ নহে, উহা বাঙ্গালা শব্দ, উহার অর্থ হইতেছে,—বল্গা, রশ্মি, প্রগ্রহ—ঘোড়ার লাগাম বলিলে যাহা বুঝায়,—যাহার মধ্যস্থতায় সারথি রথ-যোজিত উন্মার্গগামী অশ্বকে সংযত করিয়া গন্তব্য অভিমুখে গমনের সঙ্কেত করে—তাহা!

বোধকরি, ইহার পর আমার কোনও বুদ্ধিমান্ পাঠককে আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না যে, রামায়ণগ্রন্থ এবং দন্তালিকা এই শব্দ দ্বয়ের সঙ্গতি কি এবং কোথায়? আদ্যন্ত রামায়ণ গ্রন্থকে একটি দন্তালিকা রূপেই আমি দেখিয়াছি; দেখিয়াছি, কেবল উপদেশচ্ছলেই নহে, কার্য্য এবং আচরণের মধ্য দিয়া অর্থাৎ, বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা কার্য্যাকার্য্যে প্রবর্ত্তনা, নিবারণ!—মানবতা রূপ রথে যোজিত জীবত্বকে তাহার সম্পূর্ণতার এবং কল্যাণের ধ্রুব পথের সঙ্কেত! আমার এই দেখাটি অর্থাৎ, রামায়ণের ঐ রূপটিই আমি আমার পুস্তকের—এতৎ সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমগ্রের—মধ্যস্থতায় দেখাইতে চাহিয়াছি: সেই জন্যই আমার পুস্তকের নাম আমি 'দন্তালিকা বা পথের সন্ধান' দিয়াছি। কিন্তু দেখা ক্রিয়ার ন্যায় দেখানো ক্রিয়াটির সাফল্য আমার আয়ত্বাধীন নয়; তথাপি, যদি আমার চেষ্টা কোনও দিদৃক্ষুর দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়, তাহা

হইলে, নিতান্ত অব্যবসায়ী—নূতন হাটে পচামালের ব্যাপারী আমি, আমার শ্রম সার্থক হইবে।

দ্বিতীয়তঃ,—বলিয়াছি, কেন প্রথম খণ্ডটি অগ্রে প্রকাশ করা হইল না। ঐ প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত উপক্রমণিকার একাংশে 'ছন্দঃপ্রকরণ ও পাঠবিধি' শীর্ষক প্রবন্ধে আমি আমার পুস্তকে ব্যবহৃত ছন্দের আবৃত্তির বিষয়ে সঙ্কেত করিয়াছিলাম। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত না হওয়ায় এবং এই দ্বিতীয় খণ্ডটি অগ্রেই প্রকাশ করিতে বাধ্য হওয়ায়, ঐ 'ছন্দঃপ্রকরণ ও পাঠবিধি' শীর্ষক প্রবন্ধটি উপক্রমণিকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, কর্ত্তব্য বোধে, আমি ইহাতেই সন্নিবেশিত করিতেছি, তাহা এইরূপ,—

ছন্দঃ প্রকরণ ও পাঠ বিধি

আমার এই পুস্তকের ছন্দঃ সম্বন্ধে আমি মহাত্মা মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণে চেষ্টিত হইয়াছি—আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা বলিতেছি; কতটা সফলকাম হইয়াছি, সে বিচার করিবেন পাঠক; আমি সে কথা বলিবার কেহ নহি।

বাঙ্গালা ভাষায়, দেব ভাষার সে শব্দশক্তি, সে পদলালিত্য এবং ভগবান্ বাল্মীকির সে বিন্যাস মাধুর্য্যের আভাস মাত্র দেওয়াও, অন্ততঃ আমার দ্বারা, আমি অসম্ভব বোধ করি; তথাপি আমার গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে এবং ইহার দীর্ঘতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া, এতৎ পক্ষে মহাত্মা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দঃই সম্যক্ উপযোগী বলিয়া আমি বোধ করিলাম; তাহার কারণ, অন্যান্য ছন্দে, বিশেষতঃ একই

সুর ক্রমাগত আবৃত্ত ও ধ্বনিত হওয়ায়, অধিকক্ষণ আবৃত্তি হেতু বাক্‌যন্ত্র ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়ই ক্লান্ত হইয়া উঠে; কিন্তু এই মধুচ্ছন্দের অপূর্ব্ব গঠন বৈশিষ্ট্যে (এ বিশিষ্টতা কোথায়, তাহা বলিতে চেষ্টা করিব) কর্ণবিবরে কর্ণক্লান্তিকর একজাই কোন সুরঘাত হয় না; সেইহেতু, অধিক ক্ষণেও কর্ণক্লেশ জন্মে না।

কবি মধুসূদন, তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য মেঘনাদবধে রামায়ণের অংশ বিশেষ বর্ণনা করিতে গিয়া রামায়ণগ্রন্থের অজ্ঞাত, ভ্রান্তিপূর্ণ ও বিসদৃশ বিবরণ বিবৃত করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষতি করিলেও, মাতৃভাষায় তাঁহার দান এত উচ্চ যে, তাহার তুলনায় তৎকৃত ক্ষতি অকিঞ্চিৎকর। গ্রন্থারম্ভে সেই হেতু আমি ভগবান্ বাল্মীকির পাদপদ্মে কোটী নমস্কার করণান্তর, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্বর্গগত মধুসূদনের মুক্ত আত্মার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যকে শক্তি সম্পন্ন করিতে মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দঃই অগ্রণী, ইহাই আমার বিশ্বাস। রসবোদ্ধা ঋষিগণ রাগ রাগিণী সকলের বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করিয়াছেন,—কেহ স্ত্রী, কেহ বা পুরুষ, কেহ ধ্যানমগ্না পূজার্থিনী, কেহ নৃত্য-চটুল নট, কেহ প্রেমিক, কেহ বিরহিণী অভিসারিকা; এরূপ হইলে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর,—যোদ্ধৃবীর! কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই মধু দত্ত মধু—এ অমৃতময়ী অমিত্রাক্ষর, এতদ্দেশীয় শিক্ষিত সাধারণও উত্তমরূপে আবৃত্তি করিয়া উঠিতে পারেন না। যদিও, গীত বাদ্য চিত্রাঙ্কন আদির ন্যায় ছন্দ-আবৃত্তির প্রকৃষ্টতাও সংস্কার-

জাত বিশিষ্ট শক্তির উপর নির্ভর করে, তথাপি ইহা শিক্ষা এবং অনুশীলন নিরপেক্ষ নহে। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য দেশে মাতৃভাষাই অবহেলিতা। ভাষার অভ্যন্তরেই যে জাতীয় প্রাণ-বীজ নিহিত থাকে, সে কথা বলিবার স্থল ইহা নহে। এই অধঃপাত- সম্ভব সর্ব্বতোমুখী যথেচ্ছাচার এবং উচ্ছৃঙ্খলার যুগে, এই অরক্ষিতা, অসম্যক্‌পুষ্টা মাতৃভাষার শব্দ সংগঠনই কি, আর গদ্য পদ্যই কি, সর্ব্বত্রই যথেচ্ছাচারের গতিবিধি অবাধ হইতেছে; বিশেষতঃ, মেঘনাদবধ কাব্যের একটি বিদ্যালয়-পাঠ্য সংস্করণের লজ্জাজনক ছন্দঃপাতপূর্ণ মুদ্রণ (কাঁথা কলম) দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছি; তদ্ধেতু আমার এই গ্রন্থ আবৃত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি।

এককালে, যখন সংস্কৃত ভাষা সারা ভারতের সাধারণ ভাষা এবং সাহিত্যের বাহন ছিল, তখন পদ্যের রাজ্য ছিল; ধর্ম্মশাস্ত্র—ইস্তক বেদ, নাগাইদ সাঁঝপূজনী ও ঘুমপাড়ানী মাসীর আমন্ত্রণ—নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, পুরাণ, ইতিহাস, উপন্যাস, এমন কি, রসমাত্র বর্জ্জিত ব্যাকরণ পর্য্যন্ত পদ্যেই লিখিত হইয়াছিল।

শব্দ সকলের পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিশিষ্ট সমাবেশ গদ্যকে পদ্যে পরিণত করে; অথবা, বাক্যের মাত্রা ও লয়যুক্ত বিশিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গিমাই পদ্য, এবং এই প্রকাশ ভঙ্গিমার বিভিন্ন প্রকারকে এক এক ছন্দঃ কহে। ছন্দঃ বিবিধ প্রকার। পদ্যে, শব্দ তথা বাক্য ঐরূপ বিশিষ্ট সংস্থিতি হেতু সমধিক শক্তিশালী হয়—প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়-গ্রাহ্য হয়; কারণ, পদ্য

ছন্দোময়, ছন্দঃ মাত্রা ও লয় যুক্ত রসমূর্ত্তি, রস হৃদয় গ্রাহ্য। মনুষ্য জীবন রসবাহ্য ছন্দোময়, একটি ক্রমান্বয়িক্ সঙ্গীতের ধারা! বিবিধ সুরতন্ত্রী বাঁধা এ মনুষ্য হৃদয় যন্ত্র। কাব্য আরম্ভের পূর্ব্বেই আমি কাব্য করিতেছি না; রসোদ্ভবা এ সৃষ্টি, প্রতি বন্ধে ছন্দোময়ী; অনাহত সে সুর ঝঙ্কার! শুধু, পরিমলভার-মন্থর-মলয়ানিল-চুম্বনেই সুর জাগেনা; শুধু, তরলিত জোছনা সাগরে শারদ শেফালীর নীরব আত্ম বিসর্জ্জনেই সুর ঝরে না কিম্বা কেবল, গতিবিলুলিতা গৃহিণীর চরণালক্তকচুম্বী লুণ্ঠিত চেলপ্রান্তেই সুর লুটে না; অমানিশীথার ভীমাম্বুদকবরীবন্ধে-লীলায়িতা বিজলীর বজ্রমন্দ্রে ও সুর ধ্বনিয়া উঠে; দীপিয়া উঠে সুর শ্মশানবহ্নির অট্ট হাসে; গুপ্ত ঘাতকের সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা মুখে শিহরে! গৃহিণীর সূতিকাগার হইতে অভ্যাগত নব জাতকের ওঙ্কার সহ শঙ্খরোল সুর উথলে; পাথালে সুর, চিতা-শায়িনী গৃহলক্ষ্মীর মৃত্যু-শান্ত স্তিমিত আঁখি! বাজে সুর, পরস্ব রজতখণ্ডের স্বাঞ্চল শুভাগমে, আর তেমনি বাজে ঋণদায়ে সর্ব্বস্ব বিক্রয়ের ঘোষণা জ্ঞাপক ঢক্কার ড়ুগ্ড়ুগে!

তাই বলিতেছি, সৃষ্টি ছন্দোময়ী, মনুষ্য জীবন ছন্দোময়, হৃদয় ছন্দঃগ্রাহী; সেইহেতুই ছন্দে বাক্য শক্তিশালী বোধ হয়; তাই গদ্য অপেক্ষা পদ্য মধুর এবং প্রকৃষ্টতররূপে হৃদয় গ্রাহ্য।

বাঙ্গালা ভাষায় ছন্দঃ আছে বিবিধ প্রকার। পদ্য ছন্দোময় এবং ইহা শব্দের বিশিষ্ট সমাবেশ বলিয়াছি; এই সমাবেশ অবশ্যই একটা না একটা বিশিষ্ট নিয়মানুগত—বিধিবাধ্য হইবে, ইহাই নিয়ম।

মহাত্মা মধুসূদনের প্রবর্ত্তিত ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলা হইয়া থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উত্তাপ-সমতা যেমন জীবের স্বাস্থ্য লক্ষণ, অক্ষর মৈত্রীই তদ্রূপ ছন্দের স্বাস্থ্যলক্ষণ। এই তথা কথিত অমিত্রাক্ষর ছন্দেও অনুপ্রাসাদিরূপে অক্ষর-মৈত্রী যথেষ্ট আছে, যথা,—বন্দি' চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি—ইত্যাদি; তবে, কোন চরণের শেষ অক্ষর পরবর্ত্তী চরণের শেষ অক্ষরের সহিত নিয়মানুগরূপে এক নহে। এই জন্যই বোধ করি, উহার ঐরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এরূপ হইলে, সংস্কৃত ভাষার প্রায় সকল ছন্দঃই অমিত্রাক্ষর!

সংজ্ঞা যাহাই হউক, মধুসূদনের ঐ তথাকথিত অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ, ইংরেজী ভাষার ছন্দঃ বিশেষের অনুসরণে লিখিত হইলেও, উহা বাঙ্গালা ভাষার পয়ার ছন্দঃকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় প্রচলিত অন্য কোনও ছন্দের আনুগত্যে এইরূপ ছন্দঃ গঠন সম্ভব কি না, তাহা অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, মধুসূদনের যে ছন্দে মেঘনাদবধ লিখিত, তাহা ভিন্ন প্রকৃতির পয়ারছন্দঃ, ইহা এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে দুইটি অগ্রপশ্চাৎ চরণের শেষাক্ষরিক মৈত্রী না থাকিলেও, প্রতিচরণের যতি, মাত্রা, পদ ও শব্দাক্ষর সমাবেশ বিষয়ে ইহা পয়ার ছন্দানুগত সর্ব্বরূপ বিধি বাধ্য দেখা যায়।

সাধারণ পয়ার ছন্দের নিয়ম এই যে, ইহা শ্লোকে বিভক্ত অর্থাৎ, পর পর দুই দুইটি চরণ পরস্পর শেষাক্ষরিক সমতায় মৈত্রী বদ্ধ; ঐ প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটি করিয়া অক্ষর (যুক্ত কিম্বা অযুক্ত) প্রতি অক্ষরে এক মাত্রা করিয়া চৌদ্দ মাত্রা—

(মাত্রা হইতেছে, অক্ষর উচ্চারণের সমবিভক্ত সময়ের পরিমাণ)—এবং প্রথম, পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ মাত্রার উপর লয় অর্থাৎ, তাল (accent) বিদ্যমান থাকে; আর থাকে, অষ্টম মাত্রার ও চতুর্দ্দশ মাত্রার উপর যতি বিরাম। এই অষ্টম ও চতুর্দ্দশ মাত্রার উপর যতি বিরামের অর্থ এই যে, পয়ারের চতুর্দ্দশ মাত্রা গঠিত প্রতি চরণ, দুইটি পাদ বা পদে বিভক্ত—একটি আট, ও অন্যটি ছয় মাত্রা লইয়া; এই জন্য পয়ারের প্রত্যেক চরণে শব্দাক্ষর সমাবেশও একটা বিশিষ্ট নিয়মানুগত, এবং সে নিয়ম এই রূপ, যেমন, চরণের প্রথম শব্দ দুই অক্ষর গঠিত হইলে, দ্বিতীয়টি দুই বা চারি অক্ষর সমন্বিত হইবে, তিন অক্ষরের হইলে চলিবে না; দ্বিতীয়টি ও প্রথমটি মিলিয়া ছয় অক্ষর হইলে, তৃতীয়টি দুই অক্ষর গঠিত হওয়া চাই, তিন বা যথেচ্ছ হইবে না, ইত্যাদি। এই নিয়মের দীর্ঘ তালিকা অপেক্ষা মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দের এক এক চরণের সহিত সাধারণ পয়ার ছন্দের অন্তর্গত চরণের শব্দাক্ষর সংস্থিতি মিলাইয়া দেখিলে ইহা অধিকতর সহজেই বুঝা যাইবে যে, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বাঙ্গালা ভাষার পয়ারছন্দকে অবলম্বন করিয়াই গঠিত। এই বিষয়টি আরও সহজে ও স্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্য দেখান যাইতে পারে যে, মাইকেলের মেঘনাদবধের যে কোন স্থানকে সহজেই এবং অক্ষর অর্থাৎ, মাত্রার সংখ্যা হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি না করিয়া পয়ার ছন্দে পরিবর্ত্তিত করা যায়। যথা,—

প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ মন্দিরে,
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী প্রবেশিলা ধীরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইলা ধাইয়া (মেঘনাদ বধ)

অথবা,—

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি' যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃত ভাষিণি,
রণে পুনঃ রক্ষোনিধি পাঠাইলা কা'রে?
কোন্ বীরবরে বরি' সেনাপতি পদে (মেঘনাদ বধ)

উপরি উক্ত দুইটি দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রথমটিকে সাধারণ পয়ার এবং দ্বিতীয়টিকে পর্য্যায়সম পয়ার বলা হয়। পর্য্যায়সম পয়ারের চারি চরণে শ্লোক হয় এবং ইহার শেষাক্ষরিক শব্দ মিলন প্রথমে তৃতীয়ে ও দ্বিতীয়ে চতুর্থে অথবা প্রথমে চতুর্থে এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে ঘটিয়া থাকে। এই উভয় প্রকারকেই পয়ার ছন্দঃ বলা হইয়া থাকে তাহার কারণ ঐ উভয় ছন্দেরই প্রতি চরণান্তর্গত মাত্রা, লয়, যতি ও শব্দাক্ষর সমাবেশ সমভাবাপন্ন। এইবার কৃত্তিবাসের—

গোলোক বৈ। কুণ্ঠ পুরী। সবার উ। পর
এবং মাইকেলের,— সম্মুখ স। মরে পড়ি'। বীরচূড়া। মণি
মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, উভয়ের একই জাতি।

অবগত আছি, অনেকে এই ধারণা পোষণ করেন যে, মাইকেলী ছন্দের যতি মাত্রা কিছুই নাই, কেবল মাত্র তদন্তর্গত বিরাম চিহ্নাবলীর আনুগত্যে পাঠ করিলেই পদ্য পাঠ করা হইল; এবং তদনুসারে,—সম্মুখসমরে পড়ি,! বীর চূড়ামণি বীরবাহু.! চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে! এইরূপ

এক ছেদচিহ্ন হইতে অন্য ছেদচিহ্ন পর্য্যন্ত অগদ্য অপদ্য—খিঁচুড়ি (অর্থবোধক যতই হউক) পাতা খানেক পাঠ করিয়াই পিপাসার্ত্ত হইয়া পড়েন, তখন, গতানুগতিকতায় যত 'বাহাবা'ই মধুসূদনকে দিউন, মনে বেশ অনুকূল ভাব রাখিতে পারেন না।

মধুসূদনের অন্য অপরাধ নাই—যদিও ভগবান্ তাঁহাকে আরও কিছুদিন ধরাধামে রহিতে দিলে, হয়তো তাঁহার মেঘনাদবধের কোন কোন স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখিলেও দেখিতে পাইতাম—তাঁহার অপরাধ, তিনি তাঁহার নব প্রবর্ত্তিত ছন্দের আবৃত্তি সম্বন্ধে কোনও রূপ ইঙ্গিত করিয়া যান নাই।

মধুসূদনের ত্রুটি সংশোধনের স্পর্দ্ধা লইয়া আমি বসি নাই; আমার গ্রন্থে আমি ছন্দঃ সম্বন্ধে মধুসূদনের অনুবর্ত্তী হইয়াছি, এই কথা বলিয়াছি; আমি নূতন কিছু করিলাম, বা করিতেছি তাহা বলি নাই, সেই জন্যই আমার গ্রন্থ-নিবিষ্ট ছন্দের প্রকৃষ্ট আবৃত্তি হেতু তাহার পরিচয় দিতে গিয়া মধুসূদনের ছন্দের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি।

বলা বাহুল্য যে, এক পদে ছন্দ হয় না; ছন্দ মাত্রেই দুই বা ততোধিক পদ থাকিবে, ইহাই নিয়ম। 'বাড়ী যাইলাম!' 'ভাত খাইলাম!' ইহারা কেহ ছন্দ নহে; 'বাড়ী গিয়া ভাত | খাইনু আমি!' ইহা ছন্দঃ; কারণ, এই বাক্যটিতে লয়যুক্ত দুইটী পদ রহিয়াছে, যথা—'বাড়ী গিয়া ভাত' এবং 'খাইনু আমি'। এই উভয় পদকে ভিন্ন করিতেছে একটি

স্বল্প বিরাম; ঐ বিরামের নাম যতি। এই যতি হইতেছে ছন্দের প্রাণস্বরূপ—ইহা চরণের অন্তর্গত দুই পদের সীমাচিহ্ন বা মধ্যরেখা; ইহার সহিত চরণের বা শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত বাক্য সমাপ্তি বা অসমাপ্তির কোন সম্বন্ধই নাই; যেমন,—

বদন তাহার | দেখিয়া আমার
হৃদি—কুমুদিনী যেন
হেরি' শশধরে ধরে না অধরে
হাসি—বিকসিল কেন ? | সেইরূপ,
কিন্তু কি কারণে, কহ, | তেজস্বি ! আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর | লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ? | এই বাক্য সমাপ্তি অসমাপ্তির সহিত নিঃসম্পর্ক যতি-বিরাম গুলিই ছন্দঃ কর্ত্তা স্বরূপ; অন্যথা, 'আইলা রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে প্রসদিতে এ অধীনে,' ইহা কোন ছন্দ নয়।

এই কথা এত করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দেখিতেছি, এক পুস্তকেও এই কথা লিখিত রহিয়াছে যে, 'পয়ারের চতুর্দ্দশ বর্ণের পর মিলনের অনুরোধে যতি পড়ে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুরোধ নাই, সুতরাং আবশ্যক না হইলে কোন বর্ণের পর যতি পড়ে না।' কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আবশ্যকটা কি, তাহা বলা নাই ! যাহা হউক, ইহা অতি উত্তম পরামর্শ ! এরূপ হইলে, এত কর্ম্মভোগ করিয়া চতুর্দ্দশ অক্ষর গণিয়া গণিয়া পদ্যের ভঙ্গিমায় লিখনের পরিবর্ত্তে ঐ অমিত্রাক্ষরকে একজাই—'এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-কুল-পতি রাবণ', ইত্যাদি ঠিক গদ্যের আকারে

লিখিয়া যাইলেই চলিত এবং 'মেলা মাঠে' ছাড়া গোধনের মত, পাঠকের দল, ঘাটে, মাঠে, পুকুরপা'ড়ে, আমবাগানে, যাঁ'র যেখানে খুশী, সেইস্থানে যতি বসাইয়া চড়িয়া ফিরিতেন! বস্তুতঃ, যতি-বিরাম অক্ষর মিলের খাতিরে ও পড়ে না, বাক্য সমাপ্তির খাতিরেও পড়ে না, ইহা ছন্দোমূর্ত্তি গঠনের বাধ্যতায় পড়ে—অথবা ইহা ছন্দোমূর্ত্তির বিশিষ্ট ভঙ্গিমা স্বরূপ ও তাহার একাংশ; যেমন,—

আশার ছলনে ভুলি | কি ফল লভিনু হায়,

এ স্থলে, 'ভুলি'র পর যে বিরাম, তাহা শব্দ মিলনের অনুরোধে কিম্বা বাক্য সমাপ্তির অনুরোধে অবশ্যই নহে।

সংস্কৃত পদ্যের প্রথম চরণের শেষে একটি এবং দ্বিতীয় চরণের শেষে যে দুইটী দাঁড়ি দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাও বাক্য সমাপ্তির কিম্বা মিলনের অনুরোধে নহে। কাযেই, অক্ষর মিলের অনুরোধে যতি পড়ার কথাটা একটা অত্যন্ত ভুল কথা, ইহা অবশ্য বলিব। যাহাহউক, ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা চলে যে, অন্যান্য কারণের মধ্যে, এইরূপ অপূর্ব্ব ধারণাও এই মধুচ্ছন্দকে এযাবৎ স্বস্থানে স্থিতি-নিশ্চল করিয়া ইহার অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে; এবং সেই কারণ বশতঃই মহাত্মা মধুসূদনের স্বর্গলাভের পর হইতে এই দীর্ঘ দিনেও, তাঁহার নব প্রবর্ত্তিত ছন্দঃ, একটি ইঞ্চ্ পরিমাণও অগ্রসর হইতে পায় নাই; প্রত্যুত, মেঘনাদ-বধ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' হইয়াই রহিয়া গিয়াছে।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে যে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। আদি

প্রবর্ত্তকের স্থান অনধিকরণীয় হইলেও, তৎপার্শ্বভাগে স্থান লাভের চেষ্টা যে হয় নাই, তাহা নহে। অত্যন্ত নিপুণ হস্তের তুলিকাও মধুভাণ্ড অঙ্কন-প্রয়াসী হইয়াছিল—আমি নবীন, হেমচন্দ্র আদির কথা বলিতেছি। এ চেষ্টা ইচ্ছানুরূপ সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই, একথা সত্যের অপলাপ নহে। মধুচ্ছন্দকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে হইলে, ঐ পূর্ব্ব কথিত নিস্ফলতার হেতু নির্ণয়ও একটি পন্থা বটে, কিন্তু সে অতি দীর্ঘ সমালোচনার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কোনও আবশ্যকতা দেখা যায় না, কারণ, সাধারণ পাঠককে উদ্দেশ করিয়া আমার এ বিজ্ঞপ্তি; মোদকের কলা-জ্ঞানে খাদকের সম্বন্ধ অল্পই! কেহ কেহ গিরীশচন্দ্রের থিয়েটারী ছন্দকে মাইকেলী অমিত্রাক্ষরের প্রেরণা সম্ভূত বলিয়া থাকেন। কথাটা নিতান্ত মিছা মনে হয় না। গিরিশীছন্দঃ (প্রকৃতপক্ষে ইহা বিধিবদ্ধ কোন ছন্দঃই নয়) মাইকেলীর অনুরূপ করিয়া গঠিত না হইলেও, ইহাতে মাইকেলের ছায়াপাত স্পষ্টই দেখা যায়। পর্য্যুষিত (ছানা কাটা) দুগ্ধের মত ইহা যেন মাইকেলী ছন্দেরই একটা বিচ্ছিন্নবৎ (ছেঁড়া ছেঁড়া) অবস্থা; সেইহেতু, গিরিশী ছন্দকে সহজেই মাইকেলী ছন্দে পরিবর্ত্তন করা যায়; যেমন,—

গিরীশ,—

'করি' পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা উপাসনা,
কেন তবে কর বধ কোটী কোটী প্রাণী?
জগন্মাতা,
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি!

দেখ, নীরব ভাষায়

ছাগ পাল মুখ তুলে চায়!

যদি নৃপ, কৃপা নাহি কর,

দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?'

এইটি মাইকেলী বিধিবদ্ধ ছন্দে পুনর্গঠিত হইলে এইরূপ হয়, যথা,—

'কায় মনে যদি, করি' পুত্রের কামনা,
হে রাজেন্দ্র, কর জগন্মাতা উপাসনা,
কেন তবে কর বধ কোটী কোটী প্রাণী?
জগন্মাতা—পুত্র তাঁর বিশ্বে সর্ব্বজীব
মনুষ্যের(ই) তুল্য! দেখ, নীরব ভাষায়
বাক্‌শক্তি হীন ছাগ করে অনুনয়!
যদি নৃপ, কৃপা নাহি কর এ সবায়,
কেমনে করিবে লাভ দেবের প্রসাদ?'

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যদি গিরিশী বক্তৃতাগুলি 'ছেঁড়া কাটা' না করিয়া বিধিবদ্ধ মাইকেলী ধাঁচায় গঠন করা হইত, তাহা হইলে শ্রোতার দল ছি-ছিকার করিয়া রঙ্গালয় ছাড়িয়া পলাইত, আর, সেই জন্যই মাইকেলকে লণ্ড ভণ্ড করিয়া গিরিশী বক্তৃতা গঠিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই। এরূপ ঘটিবার মূলে, আপন নব প্রবর্ত্তিত ছন্দের প্রকৃষ্ট আবৃত্তি কিম্বা তাহার যথা সম্ভব পরিচয় সম্বন্ধে মধুসূদনের নীরবতাই রহিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

শুনিয়াছি, 'চা' ব্যবসায়ীর দল, এ দেশে, লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া, 'চা' প্রস্তুতের এবং তাহা ব্যবহারের রীতি পদ্ধতি সকলই লোক সকলকে অবগত করাইয়াছিলেন,

অন্যথা, হালিসহরের তিলিবধূ তাহা আপন ধুচুনিযাত করিয়া তদ্বারা শুক্তানি প্রস্তুত করিলে, তাহাকে দোষ দেওয়া চলিত না।

এইবার, মাইকেলী অমিত্রাক্ষরের যে বিশিষ্টতা ইহাকে দীর্ঘ পদ্যগ্রন্থের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী করিয়াছে, তৎ-প্রতি লক্ষ্য করিব।

একথা বাহুল্যে বলার প্রয়োজন দেখিনা যে, মাইকেলী অমিত্রাক্ষর প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে (পরে যাহা হইয়াছে সে সকল বলিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করার আবশ্যকতা নাই) বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ছন্দঃ প্রচলিত ছিল (অবশ্য এখনও আছে) সে সকলই দুই, তিন বা চারি চরণ সমন্বিত শ্লোকে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্লোক (Stanza) আপনার মধ্যে শেষাক্ষরিক মৈত্রে আবদ্ধ, এবং প্রত্যেক শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত চরণ মধ্যস্থ যতি মাত্রা লয়াদি সম্পূর্ণ সমভাবাপন্ন; তৎফলে, সকল শ্লোকের সুর-ঝঙ্কার ঠিক্ একই-বিধ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পয়ার ব্যতীত অন্যান্য ছন্দের প্রতি লক্ষ্য করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, কারণ, মাইকেলী অমি-ত্রাক্ষর ছন্দঃ, পয়ার ছন্দকে অবলম্বন করিয়াই গঠিত, ইহা বলিয়াছি। এক্ষণে, সাধারণ পয়ার ছন্দের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তাহাতে অমিত্রাক্ষর-রূপ বর্ত্তাইতে হইয়াছে এবং তাহার ফল কি হইয়াছে, তাহাই দেখিব।

প্রাচীন পয়ার ছন্দ যথা,—

শ্যেন কহে, মহারাজ, একি আচরণ,
মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কারণ?

রাজা বলে, পক্ষিরাজ, কি করিব আমি,
অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দমোরে তুমি! (মহাভারত)

এইটি, কিম্বা যে কোন একটি প্রাচীন পয়ার ছন্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ইহা এরূপ ভাবে গঠিত যে, ইহার এক চরণের মধ্যে একাধিক বাক্য (sentence) বিন্যস্ত নাই এবং ইহার অন্তর্গত বাক্য, চরণকে না হউক, শ্লোককে অতিক্রম করিয়া বিস্তৃতও নয়; অর্থাৎ, প্রতি চরণে না হউক, শ্লোকের মধ্যে একটি বাক্যকে শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে, ইহাই ইহার নিয়ম। ইহার ফল, সীমাবদ্ধতা হেতু বাক্য এবং ভাবের আড়ষ্ট ভাব। ইহার ঐ আড়ষ্ট ভাব আরও বৃদ্ধি করে ঐ চরণের শেষাক্ষরিক মিলনের অনুরোধ। চরণের প্রান্তস্থিত শেষাক্ষরিক মিলন, ছন্দঃ সাধারণের এবং পয়ার ছন্দের ও রূপের একটা বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতা বাজায় রাখার জন্য ইহা আবৃত্তিরও একটি ভঙ্গিমা আছে, যে ভঙ্গিমা, আবৃত্তিকারী প্রথম চরণের শেষ অক্ষরে আসিয়া পৌঁছিলেই তাহার মনকে সমব্যবধানে আর একটি সমশব্দ পাইয়া তাহাতে নিবৃত্ত হইবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলে। এই ব্যাকুলতা সম্যক্ উপলব্ধি হয় একটা অস্বস্তিরূপে, যদি যথাস্থানে প্রত্যাশিত সমস্বরের অভাব হয় অর্থাৎ, 'শ্যেন কহে মহারাজ, এ কি আচরণ, এই চরণের শেষ শব্দ 'অন্' যদি দ্বিতীয় চরণের শেষে অন্য একটি 'অন্' না পাইয়া, 'মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের লাগিয়া?' এইরূপ একটি 'ইয়া' পায়, তাহা হইলে! এই শেষাক্ষরিক মিলনের অনুরোধ সেই হেতু, সময়ে সময়ে পয়ারাদি ছন্দঃ সাধারণের ভাব ও

ভাষার অবাধ প্রসার পক্ষে বাধা জনক হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই ইহা পদ্য রচয়িতার লেখনী কিয়দংশেও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। যেমন,—

শরৎ কালের প্রভাতে—
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
বাঙ্গালার বন-সভাতে !

এই বন বাদারের সভা সমিতি এবং ভরা-ভাদরে কোকিলের গান, এ সকল দেখানর শুনানর মূলে ঐ শব্দ মিলনের দায় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় ; অন্যথা, হাস্যকর অবাস্তবের অবতারণায় কাব্য কি, তাহা আমি বুঝিনা। পক্ষান্তরে, যদি লেখা যায়,—'শরৎ কালের সকালে'—তখন জঙ্গলের মজলিসে কোকিলের তানকারির পরিবর্ত্তে লিখিতেই হয়,—

ডাকে বুলবুল, ফুটে ঘেঁটু ফুল,
বন ভরে' ওঠে মাকালে ! কিম্বা,
'শারদ প্রভাত সময়ে'—লিখিলে, লিখিতে হয়,—
'যত কুলনারী ল'য়ে ছড়াহাঁড়ি
উঠান লেপিছে গোময়ে !'

এ গুলি যে শব্দ মিলনের দায় সম্ভূত, তাহা বলাই বাহুল্য।

যাহা হউক, সাধারণ পয়ারের সহিত মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্য এই যে, ইহা প্রতি চরণের অন্তর্গত যতি মাত্রা লয়াদির সম্পূর্ণ আনুগত্যে অগ্রগামী হইলেও, চরণের শেষে পৌঁছিয়া সম ব্যবধানে একটি সমশব্দে মিলনের জন্য প্রতীক্ষা-পরায়ণ না হইয়া, ও ঐ শেষাক্ষরিক উচ্চারণকে উপেক্ষা

করিয়া, এমন কি, তাহার পরবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী চরণের প্রান্ত-স্থিত শব্দ সমভাবাপন্ন হইলেও, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করে বাক্য সমাপ্তির দিকে। এ দিকে, সাধারণ পয়ারের যেমন সর্ব্বক্ষেত্রেই শ্লোক বা চরণ শেষেই বাক্য সমাপ্ত হওয়া নিয়ম, অমিত্রাক্ষরে, তদ্বিপরীতে, সর্ব্বক্ষেত্রে ঐরূপ না হওয়াই নিয়ম। অমিত্রাক্ষরে কখনও এক চরণে একাধিক বাক্য বিন্যস্ত থাকে, আবার কখনও বা এক বাক্য দুই, চারি, বা ততোধিক চরণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। অপিচ, ইহার বাক্য সমাপ্তি কখনও চরণের শেষে, কখনও বা তন্মধ্যে যে কোনও স্থানে হইয়া থাকে। এইরূপ গঠন বৈশিষ্ট্য বশতঃ, প্রথমতঃ, ইহার কোনও এক চরণ, পরবর্ত্তী কোনও চরণের সহিত শ্লোক-মৈত্রী দ্বারা আবদ্ধ হয় না অর্থাৎ, ইহাকে অমি-ত্রাক্ষর বা অমিত্রছন্দঃ, যাহাই বলা হউক, ইহা বস্তুতঃ, অমিত্র চরণ! তজ্জন্য ইহা শ্লোক বিভক্ত ও তদ্দ্বারা অবরুদ্ধ নয়; তৎফলে, ইহার ভাষা নিঃসঙ্কোচ ও অবাধগতি শীল হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার যথা তথা বাক্য সমাপ্ত হওয়া হেতু, চরণ মধ্যে যত্র তত্র ছেদচিহ্নের সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। এই ছেদচিহ্ন গুলিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল যতি মাত্রা লয়ের উপর জোর দিয়া পাঠ করিলে, পাঠ অর্থবোধক হয় না, পক্ষান্তরে, যতি মাত্রাদিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল বিরাম চিহ্ন গুলির আনুগত্যে এক ছেদ হইতে অন্য ছেদ পর্য্যন্ত, ও ছেদে ছেদে থামিয়া পাঠ করিলে, সে পাঠ অর্থ-বোধক যতই হউক, তাহাতে ছন্দঃ মূর্ত্ত হয় না ও সেই পাঠ

পদ্য পাঠ হয় না; তন্নিবন্ধন, অমিত্রাক্ষর পাঠ কালে ছন্দোযতি এবং ছেদচিহ্ন গুলির সমান আনুগত্যে ইহা পাঠ করিতে হয়; তাহার ফল এই হয় যে, ইহার অন্তর্গত দুইটি চরণের একইরূপ সুর-ঝঙ্কার হয় না, কারণ, ছন্দোযতিতে যেমন বিরাম প্রয়োজন, ছেদচিহ্নেও তেমনই বিরাম প্রয়োজন, কিন্তু, ছন্দোযতিগুলি যেমন সকল চরণে ও সর্ব্বত্র সমশৃঙ্খলাবদ্ধ, ছেদচিহ্ন গুলি সেরূপ সমশৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিবার কারণ নাই ও থাকে না, পরন্তু, সেগুলি যেখানে সেখানে থাকায়, কোনও দুই চরণের উচ্চারণ এক ভাবাপন্ন হয় না। এই আগাগোড়া-একইরূপ-সুর-ঝঙ্কারের-অভাব-রূপ-বিশিষ্টতাই এ অমিত্রাক্ষর মধুচ্ছন্দকে দীর্ঘ কাব্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী করিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। অতঃপর, দুই একটি বাস্তব দৃষ্টান্তের দ্বারা কোনও এক বিষয় প্রচলিত অন্য ছন্দঃ এবং অমিত্রছন্দঃ, এই উভয় ছন্দের দ্বারা প্রকাশের বৈচিত্র্য দেখাইয়া বর্ত্তমান বক্তব্যের উপসংহার করিব। সাধারণ পয়ার—

অন্নপূর্ণা উত্তরিল গাঙ্গনীর তীরে।
'পার কর' বলিয়া ডাকিল পাটনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি? (ভারত চন্দ্র)

অমিত্র ছন্দে যথা,—

উত্তরি' গাঙ্গনী তীরে, রঙ্গে, মহেশ্বরী
অন্নপূর্ণা—সঙ্গহীনা কুলবধূ বেশে,

ডাকিলেন পাটনীরে—'পার কর !' বলি'
সুস্বরে। সে বামাস্বর শুনিয়া ঈশ্বরী—
পাটনী সে, সে ঘাটের—আনিলা ত্বরায়
অন্নদার সন্নিধানে তরী আপনার ;
কিন্তু দেখি' একাকিনী বধূ-বেশিনী সে
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিলা পাটনী ঈশ্বরী
সবিস্ময়ে,—"কুলবধূ দেখি' অনুমানি,
কে আপনি, একাকিনী আইলা হেথায়—
কা'র গৃহলক্ষ্মী. সাথে না দেখি রক্ষক
অথবা পরিচারিকা ?" ইত্যাদি।

সেইরূপ, ত্রিপদী—

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে। ইত্যাদি (রবীন্দ্র)

অমিত্র ছন্দে যথা,—

কি মধুর মূর্ত্তি আজি হেরিনু তোমার,
হে বঙ্গ জননি, শ্যামা, সাগর অঙ্গজে,
শরতের প্রভাতে !—এ তব নব রূপ,
অভিনব শ্যাম চিত্রে ধরিত্রীর বুকে
ঝলিতেছে উচ্ছলিয়া স্বচ্ছ সুষমায় !

যাহা হউক, আমার ধারণায় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পাঠের নিয়ম এই যে, কোনও প্রকার সুরভঙ্গী না করিয়া যতটা সম্ভব সহজ বাক্য কথনের ভাবে, চরণান্তর্গত বিরাম চিহ্নগুলির প্রতি এবং ছন্দোযতি, মাত্রা ও লয়ের প্রতি সমভাবে মনোযোগী

থাকিয়া ইহা পাঠ করিতে হয়। দেখিয়াছি, কাহারও কাহারও এমন মুদ্রাদোষ আছে যে, পদ্য হাতে পড়িলেই গলা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া একটা সুরভঙ্গী করিবার জন্য তাঁহাদের কণ্ঠ-কণ্ডূতি উপস্থিত হয়; তাঁহারা ঐ মুদ্রাদোষ ত্যাগ না করিলে, ইহা আবৃত্তি বিষয়ে আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকটা হতাশ্বাস! বলিয়া রাখি, অনুপ্রাসাদিরূপ অক্ষরমৈত্রী অর্থাৎ মিত্রাক্ষর-তাই এই তথা কথিত অমিত্রাক্ষরের প্রাণ স্পন্দন স্বরূপ; এই মৈত্র-মাধুর্য্য স্বতঃই স্ফূর্ত্ত, ইহাকে স্ফূর্ত্তি দিবার জন্য গলা কাঁপাইয়া সুরভঙ্গী করিবার কোন আকশ্যকতা দেখা যায় না। সম্যক্ কৃতকার্য্য পাঠক, পাঠকালে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রতি চরণে লয় মাত্রাদি গুলি কেমন অস্পষ্ট হইয়াও স্পষ্ট ভাবে ছন্দোমূর্ত্তি গঠনের সহায় স্বরূপ রহিয়াছে।

অমিত্রাক্ষর পাঠেচ্ছুকে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইতে চাহি যে, যে কোনও পদ্যে, চরণের সমাপ্তি একটি বিরামের নির্দ্দেশ, বিরাম চিহ্ন সেখানে থাকুক বা না থাকুক এবং যত স্বল্পই সে বিরাম কাল হউক! অমিত্রাক্ষর ছন্দেও এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। এমতে, প্রতি চরণ শেষে, তথা অষ্টম মাত্রায়, ছেদ থাকুক, না থাকুক, বাক্য উচ্চারণের একটানা গতিতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ইহা পাঠ করিতে হইবে। যেমন, রামসুন্দর বনে গেল এবং রাম সুন্দরবনে গেল, এই দুইটি বাক্যের মধ্যে কোনটির কোনস্থানে কোন ছেদচিহ্ন না থাকিলেও বিভিন্ন অর্থ বর্ত্তাইতে যেমন আমরা বিভিন্ন ভঙ্গীতে উচ্চারণ

করিয়া থাকি, তদ্রূপ যতি বিরাম একটা উচ্চারণ ভঙ্গিমা, যে ভঙ্গিমা স্বল্প বিরাম সাহায্যে চরণের শব্দ শৃঙ্খলকে মুড়িয়া ছন্দকে মূর্ত্ত করে।

এইখানে বলিয়া রাখি, আমি আমার গ্রন্থে মহাত্মা মধুসূদনের ছন্দঃ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াছি; ইহা বলিয়াছি, সেই জন্যই আপন পুস্তকের অন্তর্গত ছন্দের পাঠবিধি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতে গিয়া সাধারণ ভাবে অমিত্রছন্দের উল্লেখ করিলাম। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, আমি মধুসূদনের ভ্রম সংশোধন করিতে বসিয়া মেঘনাদবধাদির আবৃত্তি সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেছি। তাহা আমি পারি না। এমন কি, 'দাঁড়ায়ে সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত' এই চরণটিকে, 'সম্মুখে'র পর না মুড়িয়া এবং 'ভগ্নদূত'এর পরে দীর্ঘ বিরাম দ্বারা ইহাকে দ্বিখণ্ড না করিয়া, এককালে এক চরণ হিসাবে উচ্চারণও করিতে পারি না। এই 'পারিনা'র মূলে অবশ্যই একটি 'কেন' আছে এবং তাহার উত্তরও আছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কথা বাড়াইয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করার প্রয়োজনের অভাব ও বিদ্যমান আছে, কারণ, মেঘনাদবধ কিরূপ ভাবে আবৃত্তি করিতে হইবে, সে নির্দ্দেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; আমার নিজের গ্রন্থের আবৃত্তি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করাই আমার উদ্দেশ্য। এমতে, অন্যের অমিত্র-ছন্দঃ পাঠ বিষয়ে আমার উপদেশ মনঃপূত না হয়, না হউক, আমার গ্রন্থ আমার ইঙ্গিত মত পাঠাভ্যাস করিলে আমি কৃতার্থ হইব, এক্ষেত্রে পাঠক সমীপে ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

আমার গ্রন্থের আবৃত্তি বিষয়ে আরও একটু বলিবার

রহিয়াছে, তাহা ঐ মধ্যে মধ্যে সন্নিবিষ্ট, মূল হইতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক গুলির সম্বন্ধে। সাধারণতঃ, বাক্য সমর্থন আদি হিসাবেই বাঙ্গালা পুস্তকে সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে; এগুলি কেবল তাহাই নহে। যদিও আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা দীক্ষাদি হেতু মানসিকতার কাল-প্রভাবিত পরিবর্ত্তনের ফলে বাজারে বাল্মীকির মূল রামায়ণ পুস্তক আর কিনিতে মিলে না (কারণ, ক্রেতা নাই!) তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে মূলের প্রয়োজনীয় অংশের সহিত পাঠকের পরিচয় সংঘটনও আমার একতর উদ্দেশ্য বটে, পরন্তু, এগুলি যথাক্রমে রীতিমত সুর সংযোগে আবৃত্তির জন্যই পাদটীকার স্থানে না লিখিয়া রচনার মধ্যে মধ্যে যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যথাসম্ভব কৃতকার্য্যতার সহিত এগুলি সুরসংযোগে আবৃত্ত হয়, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

আমার সর্ব্বশেষ নিবেদন,—প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে আমার গ্রন্থ রচনা শেষ হইয়াছে কিন্তু নানা কারণে এতদিন ছাপানো হয় নাই; ঐ নানা কারণের অগ্রগণ্য যেটি, সেটি হই-তেছে, আমার এই একটি ধারণা যে, এ কর্ম্মটি গীতায় শ্রীভগ-বানের উদ্দিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্মের একেবারে স্ব-রূপ! লাভালাভ, জয়াজয়—আত্ম-সম্বর্দ্ধনা বা অবমাননার ছায়া-স্পর্শের অতীত হইয়া ইহা করিতে হইবে; বিশেষতঃ, ইহা আনাড়ি মাঝির ভাটার তোড়ে উজান পাড়ির মতই দুঃসাহসিকতা! হাতোহাত কোটালে' বান ডাকিয়া ভাটার গাঙ্গে জুয়ার আসিবে, আর আমার পুঁথিটি 'চরিত্রহীন,' 'গৃহদাহের' মত সমাদরের তরঙ্গে

তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া জুয়ারে ভাসিয়া যাইবে, এ তুর্ভরসা আঁকড়াইয়া এত দিন প্রতীক্ষা-পরায়ণ ছিলাম না; আমার বিলম্বের কারণ, আমি এযাবৎ কতকগুলি কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় কর্ম্মে মনকে লওয়াইতে ছিলাম, এই মাত্র। কিন্তু আর বিলম্ব করা চলিল না। বজ্র নির্ঘোষে কালের বিষাণ ধ্বনিয়া উঠিল—"জল্‌দি! now or never—আবহী, নেই তো কবহী নেহি!" অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত দ্বিতীয় খণ্ডটি ছাপাইলাম। ঘরের কোণে যন্ত্রণাদায়ক রোগশয্যায় পড়িয়া পড়িয়া রোগ ও বার্দ্ধক্য-ক্ষীণ চক্ষে প্রুফ সংশোধন নিজেকেই করিতে হইয়াছে--এমন একজন মানুষও পাই নাই, কিছু মাত্র সাহায্যের জন্য যাহাকে একটা ধন্যবাদ দিই। ফলে, পুঁথির মধ্যে কিছু বালকোচিত বানান ভুল রহিয়া গিয়াছে। ছাপা হওয়ার পর যে গুলি ধরা পড়িয়াছিল, সে গুলির তালিকা দিয়াছি; কিন্তু, সুন্দরীর গণ্ডস্থলে মেচেতার মত অশোভাকর হইবে ভাবিয়া, সম্মুখ ভাগে না দিয়া সেটি পুস্তকের পশ্চাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। পাঠক অনুগ্রহ করিয়া আগেই সেটিতে একবার চক্ষু বুলাইয়া লইবেন। ঐ তালিকাভুক্তগুলি ছাড়া রচনার মধ্যে 'র'কার 'ব'কার 'আ'কার 'উ'কারের এদিক ওদিক যদি কিছু থাকে, থাকাই সম্ভব, সেগুলি সংশোধন করিয়া লইয়া পাঠ করাও আমার পাঠকের পক্ষে অধিক ক্লেশকর হইবে বলিয়া আমি বোধ করি না। ইতি—সন ১৩৪৫ সাল, ৩০শে চৈত্র।

সূচীপত্র।

দন্তালিকা

ভরত সংবাদ

আছিলা মাতুলালয়ে কুমার ভরত
নির্ব্বিঘ্নে শক্রুঘ্নসঙ্গে—অতি সমাদরে—
আমোদ কৌতুক রত; শত সহচর
বিনোদিত চিত্ত তা'র নিত্য নানাবিধ
প্রমোদে। সহসা শুভ্র চন্দ্র-করোজ্জ্বল
অম্বরে ঘনকদম্ব-আড়ম্বরে যথা
হয় ছায়াছন্নামহী, হইল তেমতি
বিষাদ-তমসাবৃত সহসা ভরত
দেখিয়া দুঃস্বপ্ন। দেখি' অপ্রসন্নমনা
ভরতে, বয়স্য এক কহিলা,—"কুমার!
বলহ, চির-প্রশান্ত অন্তর তোমার
কি হেতু অশান্ত আজি অকস্মাৎ? কেন,
শারদিন্দু-করোজ্জ্বল-নভস্তল সম
প্রফুল্ল ও মুখ তব বিষাদ-মলিন—
অবহেলি' রসরঙ্গ-প্রসঙ্গ যতেক?"

অ, ৬৯। তমব্রবীৎ প্রিয়সখো ভরতং সখিভির্বৃতম্।
সুহৃদ্ভিঃ পর্য্যুপাসীনঃ কিংসখে নানুমোদসে ? ৬

কহিলা সে বয়স্যেরে উত্তরে ভরত
নিঃশ্বাসি',—"শুন বয়স্য, অবিশ্বাস্য অতি
সে আখ্যান, যে কারণ ম্রিয়মাণ আজি
অন্তর একান্ত মম —অতীত নিশায়
দেখিনু দুঃস্বপ্ন বড় ! সে স্বপন স্মরি'
শিহরিছে রহি' রহি' অন্তর আমার
শঙ্কায় ! সে স্বপ্নে আমি দেখিলাম, সখে,
অপূর্ব্বকল্পিত কত দৃশ্য নিদারুণ,—
যেন, দিবা দ্বিপ্রহরে ভাস্বর দিনেশ
পড়িলা ভূতলে খসি', শশি তারকায়
গ্রাসিলা দুর্গ্রহ ; সদ্য হাহাকার রবে
প্লাবিলা মেদিনী, ঘোর বিপ্লবে যেমন—
হইলা আচ্ছন্না ধরা অন্ধতমসায় !
দেখিনু, সে সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদি'
উল্কাসম দ্রুতে এক আইলা রাক্ষসী
ধাইয়া—বিকট আস্যে খল-হাস্যময়ী—
গ্রাসিতে অযোধ্যানাথে ; খরযুক্ত রথে
ধাইলেন পিতা মম রঘুকুলেশ্বর
প্রাণভয়ে—উচ্চরবে ডাকি' বারংবার
মমাগ্রজ রামচন্দ্রে, লক্ষ্মণে বা কভু
কাতরে ! তৈল-কটাহে দেখিনু পিতায়

শায়িত. অচেষ্টদেহ, ক্ষুৎ-পিপাসায়
মুহ্যমান মাগিছেন ঘৃত মধু জল
ব্যাদিতাস্যে বারংবার ! দেখিনু অবাক্-
বিস্ময়ে সে উল্কারূপা ধূমপুচ্ছময়ী
নিশাচরী, অট্টহাস্যে বিদারি' সে ঘোর-
ঘনান্ধ, ইঙ্গুদীপিষ্ট করিছে নির্দ্দেশ !
দেখিনু সভয়ে চাহি'—রাক্ষসী সে নয়,—
রাক্ষসী নারীরূপিনী—জননী আমার
কৈকেয়ী !! দেখি' এ স্বপ্ন অতি নিদারুণ,
অসংলগ্ন, চিন্তামগ্ন হইয়াছি আমি
শঙ্কায়, বয়স্য, পিতা রঘুনাথ লাগি' !"

অঃ, ৬৯। ইমাঞ্চ দুঃস্বপ্ন গতিং নিশম্য হি
ত্বমেকরূপা অবিতর্কিতং পুরা,
ভয়ং মহৎ তদ্ধ্রদয়ান্ন যাতি মে
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্য দর্শনম্ ! ২২

হইলা উদ্বিগ্নমনা শত্রুঘ্নধীমান্
শুনিয়া সে স্বপ্ন কথা ; এ হেন সময়
আইলা সিদ্ধার্থ আদি অযোধ্যার দূত—
শুষ্কহাস্য আস্যে বহি'—বশিষ্ঠের কৃত
ইঙ্গিতে নিষ্ঠুর বার্ত্তা করি' সঙ্গোপন।
জিজ্ঞাসিলা সমাগ্রহে শত্রুঘ্ন ভরত
বার্ত্তাবহ সকলে—"কি বার্ত্তা বহি' আজি
অকস্মাৎ আইলা এ, কহ বার্ত্তাবহ,
দূর গিরিব্রজপুরে ত্যজি রাজধানী ?"

"ভালতো আছেন ? কহ !" কহিলা ভরত,
"পিতা রঘুনাথ, মম অগ্রজ রাঘব,
লক্ষ্মণ অগ্রজ-প্রিয় ? কহ দূতগণ
কুশল, কৌশল্যা মাতা, মাতা সুমিত্রার,
নিয়ত অভিমানিনী মম জননীর !
বলহ সন্দেশবহ বার্ত্তা যত আর—
শুভ কিম্বা অশুভ বা মম অযোধ্যার !"
নিবেদিলা প্রত্যুত্তরে, করি' প্রণিপাত
সিদ্ধার্থ আখ্যাত দূত, দ্ব্যর্থভাষে, ধরি'
আস্যোপরি হাস্যরেখা কষ্ট-কল্পনার,
আয়াসে,—"সুদীর্ঘদিন মাতামহবাসে
আছহ কুমার দোঁহে। পুত্রের বিরহ
সহিবারে অসমর্থ. স্নেহ-সর্ব্বময়
রাঘবেন্দ্র, ম্রিয়মাণ ! রামচন্দ্র সহ
লক্ষ্মণ, অপূর্ব্ব বাস করি' পরিধান
স্বচ্ছন্দে মৃগয়ারত ত্যজি' লোকালয় !
দূরযাত্রী রঘুনাথ ; অজ্ঞাত সে দেশ,
সেহেতু, অ'চেষ্ট-দেহ তব প্রতীক্ষায়—
অযোধ্যাসুখমগনাকুশল(ই) সকল !
তনয়শুভাকাঙ্ক্ষিণী জননী তোমার
অর্চ্চিয়া কমলা, পতি-দেবতার বরে
অর্জ্জিলেন সর্ব্বৈশ্বর্য্য ; অযোধ্যার রাজ-
লক্ষ্মী আজি, অপেক্ষেণ তব সম্মিলন
সাগ্রহে ; অব্যাজে করি' যাত্রা আয়োজন,

হে কুমার, মনোরথ পূরাহ সবার!

অ, ৭০। এব মুক্তাস্ততে দূতা ভরতেন মহাত্মনা,
উচুঃ সংপ্রশ্রিতং বাক্যমিদং তং ভরতং তদা ॥ ১১
কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি,
শ্রীশ্চত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাঞ্চাপিতে রথঃ ॥ ১২

ভরতের গৃহাগমন

অশ্বপতি ভূপতির প্রাপ্ত অনুমতি
ভরত, অভিবাদিত করি' গুরুজনে
যতেক, অনুজ সঙ্গে আসি' উপস্থিলা
অযোধ্যার উপকণ্ঠে অষ্টম উষায়।

নিঃশব্দা মহানগরী। বিগতা সর্ব্বরী
এক্ষণে—প্রাক্‌বিভাগ উদ্ভাসিত করি'
বিভায়, উদিতপ্রায় দেব দিবাকর,
তথাপি নিঃশব্দা সদা কোলাহলময়ী
নগরী—অযোধ্যা ; অদ্য নাহি জনস্রোতঃ
রাজপথে, নাহি রথ, শকট, বাহন—
হয়, হস্তী, যানবাহ—গোষ্ঠে পশুপাল।
নাহি স্তোত্রপাঠরত স্নাতক ব্রাহ্মণ
নদীতীর্থে, সরস্তীর্থে নাহি বামাদল—
কঙ্কণ-নিক্কণে, হাস্যে করি' গুঞ্জরিত

বাপীতট ; বীথিকায় নাহি ব্যবসায়ী—
নিত্য সত্যপাঠরত—আপনে আপন।
রুদ্ধ গৃহদ্বার, চৈত্য, বিপণি, চত্বর !
নাহি বিদ্যাপীঠে ছাত্র ; নাহি অধ্যাপক
ললাটে চন্দনশোভা, শিখাগ্রে করবী,
নস্যে রুদ্ধ নাসারন্ধ্র ! নাহি ঘণ্টারব
দেবালয়ে, রঙ্গালয়ে নাহি নৃত্যগীত !
সিদ্ধার্থের দ্ব্যর্থভাষে, সরল বিশ্বাসী
ভরত, বিশ্বাস বশে ছিলা চিন্তাহীন,
কিন্তু হেন অচিন্তিত দৃশ্যে, পুনর্ব্বার
হইলেন চিন্তান্বিত ; অন্তরে আবার
হইলা সে স্বপ্নকথা জাগরিত, তেঁই,
জিজ্ঞাসিলা সারথীরে সন্দেহে ভরত,—
"কিহেতু, কহ সারথি, আগত প্রভাত,
জাগরিত সারাবিশ্ব, তথাপি নিদ্রায়
আচ্ছন্না মহানগরী—নিশীথে যেমতি —
অযোধ্যা ? কি হেতু, কহ, সরযূত
বিরতা দ্রুত গমনে ? কাকলী, কূজন
বিমুখ কি হেতু পাখী – খাদ্য আহরণে
অথবা—মৃদু পবনে এ রম্য উষায় ?
দেখি' চেষ্টা বিরহিতা সদা চেষ্টাময়ী
নগরী, এ চিত্ত মম হইলা চঞ্চল
সন্দেহে ; উঠিল জাগি' মনে পুনর্ব্বার
বিস্মৃত সে স্বপ্নকথা !" উত্তরিলা সূত

সঙ্কোচে,—"চাঞ্চল্যময়ী ধরণী, কুমার,
নিত্য আবর্ত্তন রতা, পলকে প্রলয়,
সৃজন সম্ভবে ভবে! দেখা যায় এবে
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ সম প্রাসাদ শিখর—
প্রচ্ছন্ন হৃদয়ে গুপ্ত সর্ব্ব তথ্য যা'র
খণ্ডিতে সর্ব্ব সন্দেহ!" কহিয়া এতেক,
কষাস্ফোটে শ্রান্ত অশ্ব করিলা তাড়না
সবলে সারথীবর। অনম্বর-ভেদী
নিকেতন চূড়া-অগ্রে ব্যাকুল আগ্রহে
স্থাপিলা অশান্ত নেত্র শান্ত রঘুবীর।

ক্রমে উপস্থিলে রথ পুর-দ্বারে, সেই
ইন্দ্রালয় তুল্য পুরী—প্রাণস্পন্দহীন
সুসজ্জিত শব তুল্য—করি' নিরীক্ষণ
জনশূন্য, ধূলিপূর্ণ কক্ষা, বাতায়ন
পশিলেন নতমুখে দুঃখিত ভরত
অনুজ শত্রুঘ্ন সঙ্গে, সমুদ্বিগ্ন মনঃ।

অ, ৭১। ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতঃ সূতং তং দীনমানসঃ।
তান্যনিষ্টান্যযোধ্যায়াং প্রেক্ষ্য রাজগৃহং যযৌ। ৪৪
তাং শূন্য শৃঙ্গাটক বেশ্ম রথ্যাং
রজোহরুণদ্বারকপাটযন্ত্রাম্।
দৃষ্ট্বা পুরীমিন্দ্রপুরীপ্রকাশাং
দুঃখেন সম্পূর্ণ তরো বভূব॥ ৪৫
বহূনিপশ্যন মনসোহপ্রিয়াণি

যান্তস্তদানান্তপুরে বভূবুঃ।
অবাক্‌শিরা দীনমনা ন হৃষ্টঃ
পিতুর্মহাত্মা প্রবিবেশ বেশ্ম॥ ৪৬

অভ্যর্থনা আপ্যায়ন উপেক্ষি' সকল
ভরত শত্রুঘ্ন আসি' ব্যস্তে প্রবেশিলা
পিতার বিরাম গৃহে,—শূন্য সে মন্দির!
প্রাণ চাহে জিজ্ঞাসিতে রাজ ভৃত্যগণে
পিতৃবার্ত্তা, জিহ্বা নাহি পারে উচ্চারিতে
আশঙ্কায়; অজ্ঞাত সে ছদ্ম নিবারণ!
না আসে সান্নিধ্যে কেহ ভিন্ন মুখে হয়
অপসৃত— দাস, দাসী, পৌরজন আর—
সঙ্কোচ মলিন চক্ষু, বিশুষ্ক বদন—
সন্দেহের কৃষ্ণরেখা করি' স্পষ্টতর!

* *

ভরত কৈকেয়ি সংবাদ

নিশব্দে মাতৃমন্দিরে আসি' প্রবেশিলে
ভ্রাতৃদ্বয়, উল্লসিত-ব্যস্ততায় রাণী—
প্রতীক্ষিত পুত্রমুখ করি নিরীক্ষণ
স্বকক্ষায়, শয্যাত্যজি' চুম্বিলা দোঁহায়।
দণ্ডবৎ প্রণত সে কুমার যুগলে
উঠাইয়া যত্নে রাণী, করি' আশীর্ব্বাদ

সস্নেহে, কুশল বার্ত্তা করিলে জিজ্ঞাসা
বিবিধ, সংক্ষেপে মাত্র দিয়া প্রত্যুত্তর
ভরত, একাগ্রে চাহি' জননীর প্রতি
কহিলা,—"কিহেতু, মাতঃ, ত্বরান্বিত এত
আসিতে এ দাস প্রতি দিলেন আদেশ
অযোধ্যায় পিতা মম রঘুকুলেশ্বর ?
জিজ্ঞাসিতে সেই বার্ত্তা পিতার সমীপে
মাগি আমি, কহ, কোথা পিতা আমাদের ?
সর্ব্বাগ্রে বন্দিতে তাঁর পাদপদ্ম মোরা
আইলাম তব গৃহে, কিন্তু শূন্য হেরি'
এ রত্নময় পর্য্যঙ্ক, শশাঙ্ক বিহীন
নৈশ-নভস্তল সম এ তব মন্দির
শ্রীহীন, অন্তর মম হইলা ব্যাকুল !
কহ ত্বরা, জান যদি, জননি, কোথায়
পিতা মম রঘুনাথ—ত্বরান্বিত আমি
বন্দিবারে পিতৃপদ ! কৌশল্যা মাতার
মন্দিরে কি হন পিতা ? আছেন অথবা
সুমিত্রা মাতার গৃহে ? কহ গো জননি,
দিগ্বিজয়ে রাজেন্দ্র কি গত দূরান্তর
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ল'য়ে ? কিম্বা অভিষেক
আয়োজনে ব্যস্ত পিতা মম অগ্রজের ?
সত্য কি এ শুভ বার্ত্তা ? তবে কহ, মাতঃ,
কি কারণ জনশূন্য রাজনিকেতন,
সভাগৃহ ? কেন, কহ, রাজগৃহদ্বার

নানা আবৰ্জ্জনাপূর্ণ, কেন বিশৃঙ্খল ?
কিহেতু, মা, দেবগৃহে নাহি শঙ্খনাদ,
ঘণ্টার কিঙ্কণ ? কহ, কেন নাহি বাজে
দ্বারমঞ্চে নহবৎ ? মাগো, কহ, কেন
এ সৰ্ব্বময়ী-শূন্যতা অন্তরে আমার
তুলে রোদনের ধ্বনি ? কহগো জননি,
শীঘ্র, কোথা পূজ্য মম অগ্রজ রাঘব,
প্রাণ সম প্রিয় মম লক্ষ্মণ, কোথায়
পিতা মম রাজ্যেশ্বর !" শুনি' ভরতের
এ ব্যগ্রোক্তি, অনাগ্রহে কহিলেন রাণী
শুভ-সমাচার তুল্য বাক্য নিদারুণ
সন্তানে,—"কিহেতু বৃথা ব্যাকুল, বাছনি,
পিতা লাগি ? পিতা কা'র রহে চিরদিন ?
চিরদিন কে রহে এ নশ্বর ধরায়—
কে অজর, অমর কে ? পিতা তোমাদের
ধৰ্ম্মশীল, নিজকৰ্ম্ম নিৰ্ম্মিত আলয়ে
সৰ্ব্বলোক গতি পথে করিলেন গতি—
কালপ্রাপ্তি হেতু, পুত্র, কি কব অধিক ?"

অং, ৭২। তং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী প্রিয়বদ্ ঘোরমপ্রিয়ম্।
অজানন্তং প্রজানন্তী রাজ্যলোভেন মোহিতা ॥ ১৪
যাগতিঃ সৰ্ব্বভূতানাং তাং গতিংতে পিতাগতঃ।
রাজা মহাত্মা তেজস্বী যাযজুকঃ সতাংগতিঃ ॥ ১৫

ফেলি' দূরে শিরস্ত্রাণ, মুষ্টিবন্ধে ধরি'

গুচ্ছকেশ, ধীরে ধীরে নিঃসংজ্ঞ ভরত
লভিলেন ধরাশয্যা ! অনিবার্য্য গতি
প্রবাহিল অশ্রুরাশি। দাস দাসী মিলি'
সেবিলেন যত্নে রাণী পুত্রে আপনার,—
বীজনিল কেহ বায়ু, সর্ব্বাঙ্গে বা কেহ
সিঞ্চিল সুগন্ধিবারি। লভি' ক্ষণ পরে
চেতনা, সঘনে ফেলি' শোক দীর্ঘশ্বাস,
উচ্চারিলা অশ্রুশিক্ত উচ্ছ্বাসে ভরত,—
"হায়রে, চির প্রবাসি ! জন্মের মতন
হারাইলি পিতৃধন ! হরিল তস্করে
সর্ব্বস্ব, আমোদে মত্ত প্রবাসে যখন
অবোধ, রহিলি তুই ! হায়, কি কথায়
প্রবোধ দিব এ মনে—পিতার অন্তিমে
নাকরিনু পুত্র কার্য্য, এ মম আক্ষেপ
চির জীবনের সাথী ! কৃতার্থ লক্ষ্মণ,
কৃতার্থ সে মমাগ্রজ ধর্ম্ম পথ গামী
রামচন্দ্র—পিতৃকার্য্য করি' সম্পাদন !"
এত বলি', মুছি' অশ্রু, সন্তপ্ত ভরত
কহিলা মাতারে,—মাতঃ, কোন্ রোগকীট
প্রবেশি' সহসা, কহ, কাটিল অকালে
পিতার দেহ-কাননে জীবন-কুসুম ?
কোথায় বা রামচন্দ্র—পিতা ব্যতিরেকে
পিতৃ সমতুল্য মম বন্দনীয়—এবে
পিতৃশোকে মুহ্যমান অনুজের সাথ ?"

উত্তরে, প্রশান্ত মুখে কহিলেন রাণী
পুনর্ব্বার,—"রাজাজ্ঞায় দেশান্তরে রাম
যাইলে বিদেহ সুতা, লক্ষ্মণের সাথ,
ত্যজিলেন পুত্রশোকে জীবন রাঘব—
'হা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা!' ডাকি' বারংবার;
রোগান্তরে প্রাণান্ত না ঘটিল রাজার;
দেহতাঁর তৈলপাত্রে সুরক্ষিত এবে
বশিষ্ঠের নির্দ্দেশে এ তব প্রতীক্ষায়!
কর প্রেত কার্য্য যত; গত-জীব হেতু
বিফল অনুশোচনা বাছনি আমার!"

মাতার বাক্যে, ব্যাভারে বিস্মিত ভরত
জিজ্ঞাসিল মহাশ্চর্য্যে,—"কোন্ কার্য্যে, মাতঃ,
আর্য্যমম রাজাজ্ঞায় গত দেশান্তর,
কেন বা অনুগামিনী বৈদেহী তাঁহার?
কি হেতু বা রামচন্দ্র—পিণ্ড অধিকারী
বিদ্যমানে, দিলা ঋষি মম প্রতীক্ষায়
প্রাণশূন্য রাজবপু রাখিতে বিধান
তৈলপাত্রে দীর্ঘদিন, কহি' এ সম্বাদ
না করি' কাল বিলম্ব কিম্বা আড়ম্বর,
কর মম সর্ব্ববিধ সন্দেহ নিরাস!"
কপটে কহিলা রাজ্ঞী—ওষ্ঠপুটে করি'
অন্তরের হর্ষোচ্ছ্বাস কষ্টে সংযমিত—
উত্তরে,—"আশ্বস্ত, তাত, হইলাম আমি

দেখি' গতশোক তোমা ; বসি' সুখাসনে
শুন সর্ব্ববিবরণ—এবে কহি আমি—
শুনি, বুঝ ইষ্টানিষ্ট সুবুদ্ধি সন্তান !"
এত কহি', কহিলেন রাণী পুনর্ব্বার,—
"শুন, তাত, কহি আমি প্রাচীনা কাহিনী,—
একদা দৈত্যের যুদ্ধে অবরুদ্ধ প্রায়
হইলে অযোধ্যা নাথ, প্রাণপাত-কৃত-
উদ্যমে, উদ্ধার আমি করিলাম তাঁরে
দুইবার, সে কারণ, কৃতজ্ঞ রাঘব
হইলেন প্রতিজ্ঞাত এ মম সাক্ষাৎ—
এ সত্যে যে, নিজ কার্য্যে কৃত প্রার্থনায়
করিবেন পূর্ণ মম প্রার্থনা রাঘব
দুইবার ! বিশেষতঃ, বিবাহ বাসরে,
গিরিব্রজে, মহারাজ করিলেন পণ
মম পিতৃ সন্নিধানে—অযোধ্যার রাজ-
সিংহাসন মম পুত্রে করিবেন দান !
কিন্তু হায়, কি বলিব ? ভুলিয়া সকল—
বারংবার কৃত সত্য-প্রতিজ্ঞা আপন—
কৌশল্যার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ নরনাথ
করিলেন আয়োজন অতি সঙ্গোপনে
রামচন্দ্রে সিংহাসন করিবারে দান—
বঞ্চিয়া তোমারে, পুত্র, কি বলিব আর ?
ভুলিয়াছিনু সকল(ই)—অচতুরা অতি
আমিও, রামের মোহে ; ভাগ্যগুণে, তাত,

নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী মন্থরা আমায়—
কি কব, যে চিরঋণে বদ্ধ তা'র ঠাঁই
মোরা মাতা পুত্র দোঁহে—দিলা দৃষ্টিদান
এ মোহান্ধ চক্ষে মোর! দেখিলাম আমি
তখন(ই)—সে মন্থরার ইঙ্গিতে, কুমার,
দিব্যচক্ষে,—অযোধ্যার সিংহাসনে বসি';
রাজ-দণ্ডাঘাতে যেন রাম বংশধর
চূর্ণিছে ভরত বংশ! মহাতঙ্কে তা'ই
মন্থরার করে ধরি' সাধিলাম আমি
কহিবারে সদুপায়; কৃপায় মন্থরা
দিলা মোরে সুমন্ত্রণা; সে মন্ত্রণা বলে
উদ্ধারিনু মহাহবে তোমারে বাছনি—
একমাত্র ধন তুমি সংসারে আমার,
সকল(ই) তোমার(ই) লাগি! মাগিলাম তেঁই
ধর্ম্মে রাখি' সাক্ষী আমি রঘুনাথ ঠাঁই
সেই মম প্রাপ্যবর,—একবরে, এই
অযোধ্যার সিংহাসন তোমালাগি'; পরে,
মন্থরার মন্ত্রণায় করিনু বিচার—
সর্ব্বলোক-প্রিয় রাম—না জানি কি গুণে—
রহিলে এ অযোধ্যায়, বাধ্যজন তা'র
করিবে আপদময় সম্পদ তোমার;
সেই লাগি' মাগিলাম আর বরে আমি
শ্রীরামের নির্ব্বাসন দণ্ডকের বনে
দীর্ঘবর্ষচতুর্দ্দশ পরি' চীরবাস!

কহিলেন মুক্তকণ্ঠে যুক্ত করি' কর,
কত যে কাতরে মোরে হতাশ রাঘব,
কি কায কহিয়া ? শেষে পদদ্বয়ে মম
শিরঃস্পর্শি' কহিলেন উচ্ছ্বাসে আবার
করিবারে প্রত্যাহৃত প্রার্থনা সে মোর—
রামের অরণ্যবাস—নির্ব্বন্ধে আমায়—
অশ্রুবারিশিক্ত মুখে, শোকে মুহ্যমান !
তথাপি কৃতসঙ্কল্পে নাকরিনু আমি
কর্ণপাত রঘুনাথ কৃত প্রার্থনায়
তোমার(ই) হিতার্থে পুত্র ! পিতৃ সত্য তা'ই
পালিতে কৌশল্যাপুত্র গত বনবাস
ল'য়ে সে অনুগামিনী বৈদেহীরে, ল'য়ে
ছায়াসম অনুবর্ত্তী লক্ষ্মণে আপন !
সেই পুত্র শোকে, পুত্র, আর্ত্ত রঘুনাথ
হইলেন গতপ্রাণ ! তা'ই দেহ তাঁ'র
সুরক্ষিত তৈলপাত্রে তব প্রতীক্ষায় !
হও ত্যক্ত-খেদ, পুত্র ; গতানুশোচন
নহে সুসঙ্গত তব—দ্বন্দ্বহীন তুমি
অধীশ এ অযোধ্যার—দেখ ভাবি' মনে,
মূল্য বিনা কাম্যলাভ না ভবে সম্ভব !
উঠ তাত, কহি আমি—শাস্ত্র নিরূপিত
বিধানে, বশিষ্ঠ আদি বিপ্রগণে ল'য়ে
কর অগ্রে প্রেত কার্য্য পিতার আপন,
পশ্চাৎ, এ পিতৃদত্ত রাজ-তক্তে বসি'

অকণ্টকে কর রাজ্য সুখে চিরদিন !"

অং, ৭২। ময়াতু পুত্র শ্রুত্বৈব রামস্যেহাভিষেচনম্
যাচিতস্তেপিতা রাজ্যং রামস্য চ বিবাসনম্ ! ৪৯
স স্ববৃত্তিং সমাস্থায়পিতা তে তৎ তথাকরোৎ ;
রামস্তুসহসৌমিত্রিঃ প্রোষিতঃ সহসীতয়া। ৫০
তমপশ্যন্ প্রিয়ংপুত্রং মহীপালো মহাযশাঃ
পুত্রশোকপরিদ্যূনঃ পঞ্চত্বমুপপেদিবান্। ৫১
ত্বযাত্বিদানীং ধর্ম্মজ্ঞ রাজত্বমবলম্ব্যতাম্,
তৎকৃতে হি ময়া সর্ব্বমিদমেবং বিধংকৃতম্ ! ৫২
মাশোকং মাচসন্তাপং ধৈর্য্যমাশ্রয় পুত্রক,
ত্বদাধীনাহিনগরী রাজ্যঞ্চৈতদনাময়ম্ ! ৫৩
তৎ পুত্র শীঘ্রং বিধিনা বিধিজ্ঞৈ-
র্বশিষ্ঠ মুখ্যৈঃ সহিতো দ্বিজেন্দ্রৈঃ
সঙ্কাল্য রাজনমদীন সত্ত্ব-
মাত্মানমূর্ব্ব্যামভিষেচয়স্ব ॥ ৫৪

ভরত ভৎর্সনা

শান্ত, গুরুভক্ত, ধীর, ধার্ম্মিক ভরত
দুঃস্বপ্ন দর্শন সম শুনিলা সকল।
শুনি' জননীর মুখে স্বপ্নকল্পনার
অতীত কুকীর্ত্তি-ভরা বার্ত্তা নিদারুণ,
রহিলা স্থাণুর সম প্রাণস্পন্দহীন—

মন্ত্রমুগ্ধ-জন যথা স্তম্ভিত—ক্ষণেক
শোকমগ্ন রামানুজ ; ক্ষণ পরে লভি'—
সদ্য সুপ্তোত্থিত যথা—সংজ্ঞা আপনার,
হইলা উন্মত্ত সম সংক্ষোভে, লজ্জায়,
রোষ উদ্দীপনা দুঃখে ! কহিলা ভরত—
বিস্ফারিত নেত্রে চাহি' জননীর প্রতি—
উন্মাদ সম উৎক্ষেপে,—"কি(ই) কহিলা মাতা ?
বনবাসে রামচন্দ্র—অগ্রজ আমার—
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর—পরি' চীরবাস !!
তোমার(ই) প্রার্থিত বরে বনবাসী রাম ?
এ বর মাগিলে—তুমি ? পিতার সকাশ ??
কি(ই) কহিলে ?—সত্যে বদ্ধ রঘুবংশনাথ
তব পিতৃ সন্নিধানে ? তোমার(ও) নিকট—
এ তোমার সেবামুগ্ধ, কৃত-উপকারে
কৃতজ্ঞ ? সে সত্য হেতু দণ্ডকে রাঘব ?
পুত্রশোকে ত্যক্ত-প্রাণ তেঁই পিতা মম—
সূর্য্যকুল-দিনমণি ?? অভাগা জননি !
কিঙ্করীর মন্ত্রণায়, যন্ত্র সম তুমি.
করিলে হেন কুকার্য্য ?? এ তব প্রয়াস,
বসাইতে নিজ সুতে রাজ-সিংহাসনে—
এ মোরে করিতে রাজা বঞ্চি' রঘুনাথে ?
আচ্ছাদিতে কাকপৃষ্ঠ, হায় অভাগিনি !
কলাপীর পুচ্ছ-গুচ্ছ করি' উৎপাটিত ??"
প্রবাহে বহিলা অশ্রু, কহিলা ভরত

নিঃশ্বাসি' আক্ষেপে,—"হায়, এ বিপুল ভবে
আছে কেবা হতভাগ্য এ মম সমান,
বিধাতা, নির্ম্মিলি তুই ? সুবিশ্বস্ত মনে,
নিশ্চিন্তে, দূর-প্রবাসে যদিও রহিনু
আমি, তবু হইলাম ভাগ্য বঞ্চনায়
জনকের মৃত্যুহেতু ! হইলাম, হায়,
সর্ব্বনরোত্তম রাম—অগ্রজ আমার
পিতৃতুল্য,—আমি তাঁর বন-নির্ব্বাসন
উপলক্ষ্য ! হা, পিতঃ ! হা, তনয়-বৎসল !
হা, বীরেন্দ্র, রাজ্যেশ্বর, সত্যসন্ধ, ধীর,
ধার্ম্মিক, অনাথ-গতি ! এ-ই পরিণতি
তবপূত জীবনের—অভাগা সন্তান
আমি—এ আমার লাগি' ? এ-ই প্রতিদান
দিলা কি এ হতভাগ্য নন্দন তোমার,
সর্ব্বদেবময় পিতঃ, সে স্নেহ-ঋণের—
দুর্লভ যে ভবমাঝে ? কহ একবার—
কোথা অন্তরীক্ষ-বাসী জনক আমার !
বল দৈববাণীচ্ছলে এ দুর্ভাগ্য-সুতে—
এ কলুষে প্রায়শ্চিত্ত কি(ই) আছেগো তা'র !!"
"হায়রে, হতভাগিনি !" কহিলা মাতারে
ভরত,—"রে মন্দবুদ্ধি ! কি ঋদ্ধি আশায়
জ্বালিলে এ গৃহচূড়ে স্বকরে অনল ?
কোন্ ফল ফলাইবে শাখা প্রশাখায়,
পত্রে, কিশলয়ে করি' বৃক্ষ মূলচ্ছেদ

স্বকরে, স্বকুলহন্ত্রি ? হায়, অভাগিনী
জননি ! রাজঋষিয়ারী তুমি, তবু, নিজ
ভাগ্যদোষে নাহি জান রাজকুল বিধি,
অবিধি—দাসীচালিতে ! সর্ব্ববিধি মতে
রাম, রাজ্য অধিকারী, আমি ভৃত্য তাঁর
আজন্ম ; এ জন্মগত স্বত্ব অধিকার !
হায়, মা, লঙ্ঘি' সে বিধি, আত্মকুলাচার,
দাসে দিতে প্রভু-ভোগ্য প্রবঞ্চিত করি'
প্রভুরে, বৈধব্য নিজ করি' আমন্ত্রণ,
অনপনেয়-কলঙ্ক করিলে অঙ্কিত
নিষ্কলঙ্ক রঘুকুলে—কুলকলঙ্কিনি !
কলঙ্কী-ভরত নাম বিশ্বপট গায় !!
হায় গো, নারি বুঝিতে—সন্তান জননী
যে নারী, সে নারীধর্ম্ম পাসরে কেমনে—
মাতৃহৃদি-কোমলতা ? বিধিদত্ত দান —
এ নারীহৃদিঅমৃত—স্নেহপ্রবণতা
গেল কি নিঃশেষে পুড়ি, জননী আমার,—
তীব্র অগ্নিজ্বালা মুখে জলকণা সম—
ঐশ্বর্য্য-লোভ-পাবকে ? নহে, কি কারণ,
বল, গঙ্গাজল তুল্য পবিত্র, নির্ম্মল
আনন্দময়-প্রতিমা সে রাজনন্দনে
প'রাতে ভিখারী সজ্জা, হৃদয় তোমার
হ'লোনা শতধা ভিন্ন ? পুত্রাধিক যে, মা,
অনুগত তব রাম !!" কান্দিল ভরত

উচ্ছ্বাসে—গিরিকন্দরে কেশরী যেমন
ব্যাধবাণে বিদ্ধহৃদি—করি' হাহাকার !

অ, ৭৩। ইত্যেব মুক্ত্বা ভরতো মহাত্মা-
প্রিয়েতরৈর্বাক্যগণৈস্তুদংস্তাম্ ।
শোকার্দ্দিতশ্চাপি ননাদভূয়ঃ
সিংহো যথা মন্দর কন্দরস্থঃ ॥ ২৮

পুনশ্চ কহিলা ক্রোধে সম্বোধি' মাতায়,
ব্যথিত রাঘবানুজ,—"নষ্ট বুদ্ধিবশে,
সম্পদ-লোভ-মোহিতে, রাজেন্দ্রের ঠাঁই
এ সর্ব্বনাশী প্রার্থনা— রাম-নির্ব্বাসন
দীর্ঘবর্ষচতুর্দ্দশ— করিতে তোমার
বিষবর্ষী রসনায়, দগ্ধ কি হ'লোনা
সে পাপ জিহ্বা তোমার ? হায় গো, যখন
পিতা মম মনুজেন্দ্র, তনয় বৎসল—
তোমার পতি-দেবতা—পদদ্বয়ে তব
শিরস্পর্শি', রামভিক্ষা করিলেন কাঁদি',
সেই দণ্ডে শতখণ্ডে চূর্ণ কি হ'লোনা
পাপপূর্ণ দেহ ওই ? হা, পিতা আমার
সুবুদ্ধি ! সুদীর্ঘ দিন অখণ্ড বিশ্বাসে
বিশ্বস্ত হৃদয়ে তব ধরিলে কেমনে
যত্নে, রত্নহার সম, এ কাল-সাপিনী ?
নারিলে বুঝিতে, হায়, হতভাগ্য আমি
পিতঃ, মম ভাগ্যদোষে, বসন শায়িত
এ প্রচ্ছন্ন অগ্নি তুমি ! হা, পতিঘাতিনী

রাক্ষসি ! পবিত্র বংশে লভিলে জনম,—
ধর্ম্মশীল অশ্বপতি—না জানি কেমনে
রাক্ষসি-প্রকৃতি ল'য়ে জন্মিলে সেথায়—
কলঙ্কিতে পিতৃকুল কর্ম্মে আপনার !
যদিও দুর্ভাগ্য বশে পাপগর্ভে তব
লভিলাম জন্ম আমি, বহিতেছে তবু
দেহে মোর ইক্ষ্বাকুর পবিত্র শোণিত-
প্রবাহ ! কি ছার রাজ্য তুচ্ছ অযোধ্যার—
ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন ! হেন দুরাচার
কে আছে রঘুর কুলে, ছলে লবে কাড়ি'
অগ্রজের প্রাপ্য—যদি ইন্দ্রত্ব সে হয় ?"
ধিক্কারি' ভরত পুনঃ কহিলা মাতায়—
সঙ্কোচে মলিনমুখী এতক্ষণে, শুনি'
পুত্র-বাক্য—নৃত্যশীলা কাল-ভুজঙ্গিনী
মহৌষধি স্পর্শে যেন,—"অকালে তোমার
বৃথা এ অনুশোচনা জননী আমার—
রাক্ষসী নারীরূপিণি ! ঋদ্ধি কল্পনায়
যে পাপ করিলা তুমি, প্রায়শ্চিত্ত তা'র,
অনন্ত নিরয় বাস, অনন্ত সন্তাপ—
উদ্বন্ধনে করি' লোপ, কিম্বা বিষপানে
এ পাপময়-গঠিত-অস্তিত্ব তোমার !!
এক্ষণে কল্যাণ যদি চাহ আপনার,
অকল্যাণময়ি, তুমি, ইহ পরলোকে,
যাও ভিখারিণী সাজে আপনি তথায়—

ইক্ষ্বাকুকুলচন্দ্রমা রামচন্দ্রে তুমি,
আঁধারি' অযোধ্যা, যথা করিলা প্রেরণ!
কিম্বা ধরি' রাজছত্র শিরে আপনার,
সাম্রাজ্য-ক্ষুধিতে, কর রাজ্য অযোধ্যায়
স্বগৌরবে—পূর্ণ করি' কর্ম্ম-সুষমায়
মেদিনী; ভিখারী সাজে, পরি' চীরবাস,
শ্রীরামের দাস আমি পশিব দণ্ডকে
সেবিতে ভিখারী মম প্রভু রঘুনাথে—
যদ্যপি ও গর্ভে তব জন্ম অপরাধ
ক্ষমি, ক্ষমাময় রাম দেন পদাশ্রয় -
চূর্ণ করি' দুরাকাঙ্ক্ষা, রাক্ষসি, তোমার!
নতুবা, কুকর্ম্ম ফলে পূর্ব্ব জনমের,
জন্মি' পাপ গর্ভে তব লভিনু যে দেহ—
কলুষ-কলঙ্ক-মাখা—ধ্বংস করি' তা'য়
বিষ পানে, উদ্বন্ধনে, সরযূর জলে,
কিম্বা দাহি' চিতানলে মুছিব নিঃশেষে
ইক্ষ্বাকুর বক্ষঃশায়ী এ কলঙ্ক লেপ!!"
এতবলি, উৎসবান্তে ইন্দ্রধ্বজ সম,
অনাবৃত ধরাতলে লুটিলা ভরত—
তোমর তাড়িত যথা যূথনাথ বনে—
ভগ্নমেরু অহি সম ফেলি' ঘনশ্বাস!

অ, ৭৪। ইতিনাগ ইবারণ্যস্তোমরাঙ্কুশতাড়িতঃ।
পপাত ভুবি সংক্রুদ্ধো নিশ্বসন্নিব পন্নগঃ॥ ৩৫
সংরক্তনেত্রঃ শিথিলাম্বরস্তথা

বিধূতসর্ব্বাভরণঃ পরন্তপঃ
বভূব ভূমৌ পতিতো নৃপাত্মজঃ
শচীপতেঃ কেতুরিবোৎসবক্ষয়ে ॥ ৩৬

মন্থরার পরিত্রাণ

একান্ত বিষাদমগ্ন শত্রুঘ্ন ধীমান্
পিতৃশোকে, ততোধিক্ ভ্রাতৃ নির্ব্বাসনে,
কহিলা নিঃশ্বাসি' দুঃখে,—"কাল প্রাপ্তে
লোকান্তরে সকলে, এ সত্যচিরন্তন!
কালপ্রাপ্ত সত্য যদি পিতা আমাদের,
বয়সে প্রবীণ, নাহি দুঃখ অত্যধিক;
কিন্তু, চিন্তা করি' আমি আপনার মনে
বারংবার এ তথ্য, না পাইনু সন্ধান—
বার্দ্ধক্য-স্থবির-বুদ্ধি পিতা রঘুনাথ
যদ্যপি নারীচক্রান্তে, বনিতার মোহে
ভুলিয়া, না করিলেন অগ্রজে বারণ,
যদ্যপি শ্রীরামচন্দ্র, সত্ত্ব-অবতার,
পিতৃসত্যে কিম্বা নিজ ঔদাসীন্য হেতু
সংসারে, অরণ্য বাসে করিলেন মনঃ,
কি (ই) করিলা মন্ত্রীদল, কুলপুরোহিত
মহর্ষি বশিষ্ঠ আদি সঙ্কট বিধান?

বিশেষতঃ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি দাসী মাত্র এক
মন্থরা, মোহিলা যদি আপন মায়ায়
সত্যই এ সর্ব্বজনে, না জানি কেমনে
তুচ্ছ সে নারীচক্রান্ত হইলা সক্ষম—
তৃণগুচ্ছে প্রজ্জ্বলন্ত হুতাশনে যথা—
আচ্ছন্নিতে মমাগ্রজে ; নারি বুঝিবারে
ইহাও যে, কি হেতু সে ভীমকর্ম্মীবীর
লক্ষ্মণ, ক্ষণবিলম্ব করি' পরিহার,
না বারিলা রাঘবের অরণ্য গমন—
শাস্তিয়া সে কিঙ্করীরে, নিরস্তি' মাতায়,
কিংবা নিগৃহীত করি' বৃদ্ধ মহারাজে—
মোহিত রমণীচক্রে ভাগ্য তাড়নায় ?"

আনিল এহেন কালে প্রতিহারিগণ,
নানাবিধ অসদৃশ বস্ত্র অলঙ্কার
সজ্জায় কুৎসিত-তরা দাসী মন্থরায়—
আছিলা যে লুক্কায়িত, বেপমানা ডরে
অবস্থার বৈপরীত্য করি' নিরীক্ষণ—
শত্রুঘ্নের সন্নিধানে। ধরি' সে নষ্টায়
বজ্র-দৃঢ় মুষ্টে, রুষ্ট কনিষ্ঠ রাঘব
করিলেন আকর্ষণ ; হইলা শিথিল
পাংশুবর্ণ হ্রস্বকেশ, ছিঁড়িল বসন
মহার্ঘ, টুটিল গলে মধ্যমণিহার
দোদুলিত, আর যত রত্ন-আভরণ—

কার্য্যসিদ্ধি-নিদর্শন রূপে যে সকল
লভিলা হতভাগিনী রাণীর নিকট।
হইলা ধূলিধূসরা মন্থরা, সে ভীম
আকর্ষণ বলে, ক্ষত সর্ব্ব অবয়ব ;
টুটিল সে আকর্ষণে—বিধাতার দান—
গত-অবশিষ্ট এক দন্ত সুবিশাল ;
হইলা শোণিতাপ্লুত সর্ব্বদেহ, মরি,
উদর, বদন, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ অপরূপ !
"হায়রে কালের পন্থা !" উচ্চারিল খেদে
মন্থরা, কর্ক্কশ কণ্ঠে,—"হায়রে বিচার !
যে লাগি' করিনু চুরি সে কহে তস্কর !!"

উদ্যত কৃপাণ হস্ত রুষ্ট নিজানুজে
দেখি', কহিলেন তাঁরে ধার্ম্মিক ভরত
মিষ্ট বাক্যে,—"হও শান্ত শত্রুঘ্ন ধীমান্ !
দাও ছাড়ি' মন্থরায় ! দয়াময় রাম
পুর-অধিকারী এবে ; দয়া সর্ব্বজীবে
রাঘবের ধর্ম্মনীতি ! বিশেষতঃ, বীর,
অবধ্যা এ নারী জাতি সর্ব্ববিধি মতে ;
যদ্যপি এ মন্থরায় হত্যা কর তুমি
অদ্যদিন, কদাপি না ধার্ম্মিক রাঘব
করিবেন বাক্যালাপ আমা-দোঁহা সাথ !
জ্ঞাত আমি, স্ত্রীহত্যা না ক্ষমিবেন রাম ;
অন্যথা, স্বহস্তে করি' মাতৃহত্যা আমি

শমিতাম দুঃসহ এ অন্তর্দ্দাহ, যদি
ক্ষমিতেন মাতৃহত্যা ধার্ম্মিক রাঘব !”
অগ্রজের অনুরোধে শত্রুঘ্ন তখন
হইলেন মন্থরার নিগ্রহে বিমুখ।

অ, ৭৮। তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ—
অবধ্যাঃ সর্ব্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি ! ২১
হন্যামহমিমং পাপং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্
যদি মাং ধর্ম্মিকো রামো নাসূয়েন্মাতৃঘাতকম্ ! ২২
ইমামপি হতাং কুব্জাং যদি জানাতি রাঘবঃ,
ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব ধর্ম্মাত্মা নাভিভাষিষ্যতে ধ্রুবম্। ২৩
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ
ন্যবর্ত্তত ততো দোষাৎ তাং মুমোচ চ মূর্চ্ছিতাম্। ২৪

গেলা চলি' ভ্রাতৃদ্বয়, উদ্বেলিত মনঃ,
কৌশল্যার অন্তঃপুর অভিমুখে, ছাড়ি'
দুশ্চিন্তা-হ্রদ-শায়িতা কৈকেয়ীরে, যথা—
পাশমুক্তা তরী তা'র প্রবাহে ধীবর !

* * *

কৌশল্যার আশ্বস্তি।

ভরত আসিল গৃহে; শুনি' এ সংবাদ,
আসিতেছিলেন—পতি পুত্রের বিরহে
অতীব শোক-বিহ্বলা কৌশল্যা তথায়

ধরি' সুমিত্রার কর, স্খলিতচরণা,
ভরতের উদ্দেশে ; সে সদ্যপতিহীনা
দোঁহারে, দেখি' আগত শত্রুঘ্ন ভরত—
শিশিরে-হৃত-সর্ব্বস্বা বনরাণী যথা
শ্রীহীনা,—হইলা শোকে মগ্ন পুনর্ব্বার।
হইয়া দ্রুতচরণে অগ্রসর দোঁহে
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলে দোঁহায়,
প্রবল হৃদয়াবেগে ঘন বেপমানা
সর্ব্বাঙ্গ, কৌশল্যাদেবী আলিঙ্গনে ধরি'
ভরতে, নয়নাসারে প্লাবি' বক্ষঃ তা'র,
কহিলেন ভগ্নকণ্ঠে,—"এলি কি ভরত ?
পূরাতে মায়ের সাধ আসিলা কি বাপ
এশুভ-সময়ে তুমি ? পূরিল রে, হায়,
জীবনের সর্ব্বসাধ মায়ের তোমার
এতদিনে বাছামোর ! কি(ই)বলিব-আর,
সৌভাগ্যশিখরে বসি', ভাগ্যবতী তব
জননী, ভরত, করি' রাজ্য উপার্জ্জন—
ধন. জন. গজ. অশ্ব, ঐশ্বর্য্যসম্পদ—
পূরাতে দুষ্পূর বাঞ্ছা, অঞ্চল ছিঁড়িয়া
হরিলা রে একমাত্র সম্পদ আমার—
কাঙ্গালী করি' আমায় !! রাখিল না, হায়,
ক্ষীণ সিন্দুরেরবিন্দু অভাগীর ভালে,
প্রকোষ্ঠের লৌহসূত্র ! কহ, পুত্র, তুমি—
অধীপ এ অযোধ্যার, করি' সুবিচার—

কি কাযে কৌশল্যা র'বে রাজপুরে আর ?
কি লাজে লোকসমাজে দেখাবে সে মুখ ?
সাজেকি রাজপ্রাসাদ, বল পুত্র, তা'র—
পুত্র, পুত্রবধূ যা'র ভিখারী সজ্জায়
ফিরে নিত্য বনে বনে ? কোন্ প্রাণে, বল্,
এবিশ্বে সর্ব্বস্বহারা করিবে রে বাস
ঐশ্বর্য্যের আবেষ্টনে—কি ইষ্ট আশায় ??"
কহিলেন দেবী পুনঃ,—"আসিয়াছ যদি,
বল তাত, রাজমাতা মাতারে তোমার
পাঠাতে এ কাঙ্গালীরে দণ্ডকের বনে—
আছে যে অরণ্য মাঝে সর্ব্বস্ব আমার !!"

নিরস্তিলে রাজমাতা, কহিলা উত্তরে
সংক্ষোভে বিদীর্ণ-মর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞ ভরত
ভ্রাতৃভক্ত, বিমাতায়,—"এ গঞ্জনা আর
না দেহ সন্তানে মা গো ! জননীর পাপ-
সন্তাপে উত্তপ্ত, দগ্ধ পিতৃ-অভিশাপে,
ভস্মীভূত ভ্রাতৃশোকে এ মর্ম্মে আমার
তব অনুযোগ, দেবি, দুষ্ট-ক্ষতমুখে
লবণ প্রক্ষেপ তুল্য যন্ত্রণা দায়ক
অসহ্য ! রাজ্যাধিকারী অগ্রজ আমার
রামচন্দ্র—মান্ধাতার বদ্ধবিধি মতে—
আমি চির ভৃত্য তাঁ'র ! জ্ঞাত আপনার—
প্রখ্যাত ইক্ষাকুবংশে জন্ম মম, দেবি !

কে কবে ইক্ষাকু কুলে, উপেক্ষি' হেলায়
মান্ধাতার ধর্ম্মবিধি কলঙ্কিলা কুল ?
'রাজা' কহি' রাজভৃত্যে সেহেতু, মা, কহি,
না দেহ মনোবেদনা—লবণ প্রক্ষেপ
এ বক্ষের দগ্ধক্ষতে ! ত্যজি' মনঃক্ষোভ
সম্প্রতি, এ পুত্রে তব কর আশীর্ব্বাদ,
যেন, চিত্তক্ষেত্রে মম সত্যের আসন
রহে নিত্য অবিচল ; অবিচলা যেন
রহে গুরুজনে ভক্তি, যে ভক্তির পাশে
বাঁধিয়া, আবাসে আমি আনিব আবার
রাঘবে—বিহনে যা'র পুরী অন্ধকার !"

এত বলি' আশ্বাসিতা করি' বিমাতায়
ভরত, শোকাতিশয্যে করিলা শয়ন
উন্মুক্ত ধরণীতল করিয়া আশ্রয়।
বিলাপে যাপিল নিশা—শোকার্দ্ধমূর্চ্ছায়
অবসন্ন রামানুজ ফেলি' দীর্ঘশ্বাস !

অ, ৭৫। এবমাশ্বাসয়ন্নেব দুঃখার্ত্তো নিপপাত্‌হ
বিহীনাং পতিপুত্রাভ্যাং কৌশল্যাং পার্থিবাত্মজঃ। ৫৯
লালপ্যমানস্য বিচেতনস্য
প্রণষ্টবুদ্ধেঃ পতিতস্য ভূমৌ।
মুহুর্মুহুর্নিশ্বসতশ্চ দীর্ঘং
সা তস্য শোকেন জগাম রাত্রিঃ॥ ৬৫

*　　*　　*

দগ্ধদাহন—দশরথের অন্ত্যেষ্টি

আশ্বাসি' সান্ত্বনা-বাক্যে কুল-পুরোহিত
কহিলেন ভরতে,—"ত্যজিয়া অবসাদ
সম্প্রতি, কুমার, কর শাস্ত্র-বিধানিত
জনকের প্রেতকৃত্য ; রাম ব্যতিরেকে
তব অধিকার তাহে ; এ নহে সম্ভব—
দূরগত রামচন্দ্রে সদ্য আনায়ন !"

*　　　　*　　　　*

অনার্দ্র-চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে-ভার
আনিল বাহকদল সরযূর তীর-
সৈকতে ! যথা বিধানে চন্দন চিতায়
শুয়াইল রাজ্যেশ্বরে, বশিষ্ঠের কৃত
নির্দ্দেশে, স্বজন সঙ্গে শত্রুঘ্ন ভরত—
মহার্হ পট্টকবস্ত্র-গন্ধ-ফুলহারে
সাজায়ে সে বরবপু যত্নে—অনর্থক—
সর্ব্বভুক্ ভক্ষ্যে আজি ! কহিলে ঋত্বিক
বেদমন্ত্র যথা বিধি, অগ্নিহোত্রানলে
ভরত জ্বালিল চিতা। দেখিল বিস্ময়ে
অসংখ্য শ্মশান যাত্রী ঘিরি' চতুর্দ্দিক—
ম্লান, শোকাচ্ছন্ন চক্ষে—মনুষ্য দেহের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি ! জ্বলি' চিতানল

সরবে, মুহুর্ত্তে করি' ভস্ম অবশেষ
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ,
প্রসারিল দূরশূন্যে—সূক্ষ্ম পরমাণু !
কে বলিবে সেই তথ্য—পুত্রশোকাগুনে
দগ্ধপ্রাণ, শান্ত কিম্বা তপ্ত চিতানলে ?

ঋত্বিকের সুনির্দ্দেশে মুক্ত নদীতটে
আবেগ কম্পিত কণ্ঠে কহিলা ভরত,—
"শ্মশানানল দগ্ধোঽসি !" করিয়া চিৎকার—
"পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ !!" অনাহত গতি
গেল সে কম্পিতস্বর বায়ুস্তর ভেদি'
দূর দূরান্তর শূন্যে—কে জানে কোথায়—
কালপ্রাপ্ত আপ্তজনে করিতে সন্ধান !
"কোথা পিতা !" উচ্চারিল উচ্ছ্বাসে ভরত,—
"কোথা রাজরাজ্যেশ্বর !! আজি একমনে
বসি' প্রবাহিনী কূলে, মুগ্ধ চক্ষে চাহি'
লক্ষিতেছি বুদ্ধুদের উত্থান পতন,
অফুরন্ত স্রোতোবক্ষে চির অন্তর্দ্ধান—
কোথায় ? বৃথা এ চিন্তা !! আদি অন্তহীন,
প্রবাহিত কাল বক্ষে, বিমুক্ত বন্ধন,
লুপ্ত বিম্বসম তুমি ; উন্মুক্ত বেলায়
বসি' তা'ই যুক্ত করে, শিক্ত বালুকায়
রাখি' ঘৃত, মধু, ক্ষীর, যাচি বারংবার—
এ মম শ্রদ্ধার দান—অর্ঘ্য, উপচার

করুক আবাস তব—যথায় সে হয়—
আকাশ, পাতাল, মর্ত্ত্য, নিত্য মধুময় !!!”

নির্ব্বাপিত করি' চিতা—সরযূর জলে
কৃতস্নান-প্রেতকার্য্য ভরতের সাথ
আইলেন রুদ্যমানা পুরাঙ্গনাগণ
সঙ্গে, রাজমন্ত্রী যত, আত্মীয় বান্ধব
সকলে রাজ-ভবনে বিষণ্ণ মানস—
শরদে, দেবী প্রতিমা বিসর্জ্জিয়া জলে,
আসে শক্তিভক্ত যথা ফিরি' নিজ ঘর—
ম্লানমুখ, দীনচক্ষু রোদন কাতর—
করিতে ধরাশয়নে দশাহ যাপন।

অ, ৭৬। কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্দ্ধং
নৃপাঙ্গনা মন্ত্রী পুরোহিতাশ্চ।
পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপরীত নেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্॥ ২৩

* * *

প্রত্যাখ্যান

পিতার ঔর্দ্ধদৈহিকী—শ্রাদ্ধাদি তর্পণ
সমাপি', উন্মুক্ত হস্ত সানুজ ভরত
করিলেন বিতরণ খাদ্য বস্ত্র ধন—

পিতার কল্যাণে—করি' শূন্য কোষাগার,—
অন্নহীনে, ব্রাহ্মণে বা প্রার্থকে যতেক।
চতুর্দ্দশ দিবসান্তে, কুল-পুরোহিত
বশিষ্ঠ সর্ব্বতোদ্রষ্টা, মন্ত্রীগণ, আর
মুখ্য প্রজাগণ সঙ্গে করি' মন্ত্রালাপ
কহিলেন ভরতেরে,—"কর অবধান
কুমার, এ সত্য তথ্য,—অনিত্য এ ভব
যদিও, অনিত্য দেহ, সহগামী তা'র—
সুখ, দুঃখ, শোক, মোহ, আপদ, সম্পদ
সকল (ই), তথাপি আছে কর্ত্তব্য কঠোর
সর্ব্বদা মনুষ্য জন্মে—অজন্ম মরণ—
স্বীয় অধিকার গত কর্ম্ম সাধনার ;
সেহেতু, ইক্ষ্বাকু বংশে জন্ম হেতু তব
কর্ত্তব্য, এ আর্য্যাবর্ত্ত অবশ্য পালন—
রাজছত্র তলে বসি,' শাস্ত্র অনুসার !"
"যেহেতু, বৈচিত্র্যময় সংসারে, কুমার !"
কহিলেন ঋষি পুনঃ,—"ভিন্নরুচি লোক
স্ব-ভাব চালিত নিত্য প্রাক্তনের ফলে ;
সে লাগি, কেহ বা সাধু, অসাধু, তস্কর !
তাই নরচিত্তে পাপ নানা মূর্ত্তি ধরি'
করে নিত্য অভিনয় ! বিবেকী মানব
হয় ক্ষান্ত উপদেশে ; কিন্তু যে মানব
পশুবৃত্ত, শাস্ত্রবাক্য ব্যর্থ তার ঠাঁই
করিতে পাপ নিবৃত্ত দণ্ড ব্যতিরেক !

সে কারণ ক্ষত্রনর কল্পনা ধাতার—
অনন্য-জীব-সম্ভব বিচিত্রতাময়
এ মানব জীব-রাজ্যে সমতা রক্ষায়—
শিষ্ট জনে পালি', দুষ্টে করি' দণ্ড দান !
ক্ষাত্রশক্তি কেন্দ্র সম রাজা ; সে কারণ
রাজা হন ঈশ্বরের নশ্বর প্রতীক
সদৃশ, এ শাস্ত্র উক্তি ! লুপ্ত যদি হয়
রাজশক্তি, অতি হিংস্র মনুষ্য সমাজ
অবশ্যই ধ্বংসার্ণবে হইবে বিলীন !
রাজা বিনা সেহেতু না রহে নর লোক
ক্ষণেক(৬) ; লোকান্তরিত রঘুনাথ, এবে
গত বনে সলক্ষ্মণ গরিষ্ঠ রাঘব
রাজাজ্ঞায়, সিংহাসনে তব অধিকার
সম্প্রতি রাজ নিদেশে ! কহি সে কারণ,
বসি' রাজ সিংহাসনে, কর্ত্তব্যানুরোধে
পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য করহ পালন।
অভিষেক আয়োজন প্রস্তুত সকল !"

অ, ৭৯। গতো দশরথঃ স্বর্গং যো নো গুরুতরোগুরুঃ।
রামং প্রব্রাজ্য বৈ জ্যেষ্ঠং লক্ষণঞ্চ মহাবলং ॥ ২
ত্বমদ্য ভব নো রাজা রাজপুত্র মহাযশঃ।
সঙ্গত্যা নাপরাধ্নোতি রাজ্যমেতদনায়কম্ ॥ ৩
অভিষেচনিকং সর্ব্বমিদমাদায় রাঘব।
প্রতীক্ষতেত্বাং স্বজনঃ শ্রেণয়শ্চ নৃপাত্মজ ॥ ৪
রাজ্যং গৃহাণ ভরত পিতৃপৈতামহং ধ্রুবম্।
অভিষেচয়চাত্মানং পাহিচাস্মান নরর্ষভ ॥ ৫

কহিলেন দৃঢ়স্বরে উত্তরে ভরত
বশিষ্ঠাদি সর্ব্বজনে করি' সম্বোধন,—
"এ ইক্ষ্বাকু মহাবংশে জানে সর্ব্বলোক,
জ্যেষ্ঠ রাজ্য অধিকারী, তবে কি কারণ
দিতেছ এ পাপ বুদ্ধি, অমাত্য মণ্ডল,
জানি', জ্যেষ্ঠ বিগুমানে রাজ্য অধিকার,
তাস্কর্য্যের(ই) নামান্তর—পরস্ব হরণ ?
স্বর্গগত পিতা মম রঘুবংশনাথ
এক্ষণে, রাজ্যাধিকারী অগ্রজ আমার—
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবের, বংশবিধি মতে—
এ-ই মাত্র জানি আমি ; না জানি-যে কেন
রামচন্দ্র আর্য্যমম রাজ্য অধীশ্বর
হইলেন বনবাসী ; অজ্ঞাত আমার—
কোন্ সত্যপাশে বদ্ধ আছিলেন পিতা
দুর্ব্বুদ্ধি রূপিণী মম জননীর ঠাঁই !
তথাপি যত্তপি হয় শ্রেয়ো বনবাস,
মাতৃ-পাপ-প্রায়শ্চিত্তে শ্রেয়ঃ সে আমার
দেখি' রাজ্যে অধিষ্ঠিত গরিষ্ঠ রাঘবে !"
অভিষেক দ্রব্যযত করি' প্রদক্ষিণ
কহিলেন দৃঢ়ব্রত,—"এ দ্রব্য যতেক—
অভিষেক আয়োজন—নহে মম হেতু
সংগৃহীত এ সম্ভার ; অধিকার কিবা,
রাঘবের ভৃত্য আমি এ সর্ব্বে আমার ?"
এত কহি', কহিলেন পুনশ্চ ভরত,—

"শুন সবে—প্রজাবর্গ, আমাত্য বান্ধব!
অযোধ্যার অধীশ্বর অগ্রজ আমার
রামচন্দ্র; ভৃত্য আমি পূজ্য রাঘবের.
আগত নিশাবসানে অনুজের সাথ
ওই অনুষ্ঠান সঙ্গে দণ্ডকের পথে
হইব ধাবিত—কৃত অভিষেক মম
অগ্রজের প্রত্যুদ্গমে শূন্যা অযোধ্যায়;
অপিচ এ মাতৃ-পাপ-প্রায়শ্চিত্তে আমি
রহিব দণ্ডকারণ্যে বর্ষ চতুর্দ্দশ—
চূর্ণ করি' দুরাকাঙ্ক্ষা মম জননীর!"
সভাগৃহ দিল সায় প্রতিধ্বনি রূপে
গম্ভীরে; সহস্র কণ্ঠে উঠিল ধ্বনিয়া—
"জয় রামচন্দ্র! জয় ধার্ম্মিক ভরত!!"
দুন্দুভি নাদিলা যেন শূন্যে—অমরায়।
ঝরিলা অসংখ্য চক্ষে, অশ্রুধারা রূপে
সঞ্জীবনী সুধা যেন—দীপ্ত মহিমায়
রাখিবারে সঞ্জীবিত ভরতের নাম—
যাবচ্চন্দ্র দিবাকর অমর—ধরায়।

অ, ৭৯ আভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বাসর্ব্বং প্রদক্ষিণং।
ভরতস্তং জনং সর্ব্বং প্রত্যুবাচ দৃঢ়ব্রতঃ॥ ৬
জ্যেষ্ঠস্য রাজতা নিত্য-মুচিতাহি কুলস্য নঃ।
নৈবং ভবন্তো মাং বক্তুং মর্হন্তি কুশলাজনাঃ॥
রামঃ পূর্ব্বোহিনো ভ্রাতা ভবিষ্যতি মহীপতিঃ।
অহন্ত্বরণ্যে বৎস্যামি নববর্ষাণি পঞ্চচ॥ ৮

অভিষেচনিকঞ্চৈব সর্ব্বমেতদুপস্কৃতম্ ।
পুরস্কৃত্য গমিষ্যামি রামহেতোর্বনং প্রতি ॥ ১০
তত্রৈব তং নরব্যাঘ্রমভিষিচ্য পুরস্কৃতম্ ।
আনয়িষ্যামি বৈ রামং হব্যাবাহমিবাধ্বরাৎ ॥ ১১
ন সকামাং করিষ্যামি স্বামিমাং পুত্র গৃদ্ধিনীম্ ।
বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজা ভবিষ্যতি ॥ ১২
অনুত্তমং তদ্বচনং নৃপাত্মজ—
প্রভাষিতং সংশ্রবণে নিশম্য চ ।
প্রহর্ষজাস্তং প্রতিবাষ্প বিন্দবে
নিপেতুরার্য্যানন নেত্রসম্ভবাঃ ॥ ১৬

* * * *

আজ্ঞা মত আয়োজিত হইলে সকল,
করিলেন বনযাত্রা প্রভাতে ভরত
সানুজ—নিজ সঙ্কল্পে একাগ্র মানস—
মহর্ষি বশিষ্ঠ সঙ্গে—চতুরঙ্গ সেনা,
দাস দাসী, মাতৃগণ, অমাত্য, বান্ধব-
রাজযোগ্য আড়ম্বরে স্মরি' ইষ্টনাম !

* * * *

ভরত-গুহ সংবাদ

চতুরঙ্গ সেনাসঙ্গে শত্রুঘ্ন ভরত
সহ সহযাত্রী যত ত্বরান্বিত গতি
আসিল গুহের রাজ্য শৃঙ্গবের পুরে
অকস্মাৎ, অতর্কিত সৈন্য সমাগমে

সন্দিগ্ধ নিষাদ পতি সতর্কিত করি'
আত্মজন বন্ধুগণে, সন্নিধানে আসি'
সম্বর্দ্ধিল ভ্রতৃদ্বয়ে সাধ্য অনুসারে—
রাজযোগ্য ভোগ্যে যত। জিজ্ঞাসি' কুশল-
সম্বাদ, স্বাগত, গুহ কহিলা সন্দেহে
চাহি' ভরতের প্রতি,—"ত্যজি' রাজধানী,
কহ, ভ্রাতঃ, কি কারণ আইলা আপনি
সহসা এ-দূরদেশে সহ সৈন্য ঠাট্‌?
দিগ্বিজয় মানসে কি বহির্গত আজি
বীর্য্য-দম্ভে অযোধ্যার নবরাজ্যেশ্বর?
অথবা ঐশ্বর্য্যমদ অন্ধ-তমসায়
আচ্ছন্ন হৃদয়ে সুপ্ত দুরাকাঙ্ক্ষা-বৃক
উঠিলা বিক্রমে জাগি' সহসা, হিংসিতে
একান্ত অহিংসা-বৃত্ত শান্ত রঘুবরে—
স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব-ত্যাগী, বৃক্ষতল বাসী
মিতারে আমার—মিতে? এ কল্পনা যদি,
কহ সত্য, চিত্তে তব, লহ বৈরি ভাবে
এ চণ্ডালে অযোধ্যার নব দণ্ডধর!
দেহ যুদ্ধ!! অবরুদ্ধ করি' অগ্রপথ
মাগি যুদ্ধ আমি, অগ্রে বধি এ লুব্ধকে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে, ধনুর্দ্ধর, হও অগ্রসর!
নতুবা জীবন স্পন্দ রহিতে এ দেহে,
হিংসিতে সে অহিংসকে নহিবে সক্ষম!
এ তব অগণ্য সৈন্য সহ আগমন,

করিল এ চিত্ত মম সন্দেহে বিকল !”

অ. ৮৫। কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
ইয়ংতে মহতী সেনা শঙ্কাংজনয়তীব মে॥ ৭

কহিলেন সন্দিগ্ধ সে লুব্ধকে ভরত
উত্তরে কাতর কণ্ঠে,—“নিষাদ যদিও,
গুরু মিত্র, গুরু সম পূজ্য তুমি মোর ;
তব বাক্যে ধরাবক্ষে ইচ্ছি পশিবারে !
কি কব, দুর্ভাগ্য আমি আছিনু যখন
নিশ্চিন্তে মাতুলালয়ে ; অজ্ঞাতে আমার,
হায়, তুচ্ছ নারীবাক্য তুলনায় ভুলি'
পিতৃ আজ্ঞা ভ্রমে আর্য্য—রাজ্য অধিকারী
হইলেন গৃহত্যাগী ! বিগ্রহ বিহীন
দশমী সন্ধ্যার শূন্য বেদিকার মত
শূন্য এবে অযোধ্যার রাজ সিংহাসন
রামচন্দ্র বিনা—শূন্যআর্য্যাবর্ত্ত দেশ !
ত্যজ মনো ভ্রান্তি তব অন্ত্যজ প্রধান,
অযোধ্যার ছত্রধর অগ্রজ আমার
পিতৃতুল্য ; এভরত দাস মাত্র তাঁ'র
আজ্ঞাবাহী ! ত্যজি' সন্ধ, আশঙ্কা, বান্ধব,
দেখাহ সে বর্ত্ম মোরে নাকরি' বেয়াজ—
যেই বর্ত্ম করি' ধন্য বরেণ্য রাঘব
গিয়াছেন মহারণ্যে ; সঙ্কল্প আমার—
করিবারে প্রত্যাবৃত্ত অর্য্যাবর্ত্ত নাথে

স্বগৃহে, সত্যএ, মিত্র, কহি তব ঠাঁই !"

অ, ৮৫। তমেবমভিভাষন্তমাকাশইব নির্ম্মলঃ।
ভরতঃ শ্লক্ষ্ণয়াবাচা গুহং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮
মাভূৎ স কালো যৎ কষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি।
রাঘবঃ স হি মে ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমোমতঃ ॥ ৯
তংনিবর্ত্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্।
বুদ্ধিরন্যা ন মে কার্য্যা গুহ সত্যংব্রবীমিতে ॥

"ধন্য তুমি ! চেষ্টাতব, সাধনা তোমার !!"
কহিলা পরমানন্দে উচ্ছ্বসিত গুহ
ভরতেরে,—"করায়ত্ব রাজ্যৈশ্বর্য্য-লোভ
পরিত্যজি', অবহেলে, ভ্রাতৃপ্রেম বশে
এ তব উদ্যম, মিতা, মর্ত্ত্য ধরাধামে
করিবে অমর তব কীর্ত্তি অনুত্তম !"

অ, ৮৫। ধন্যস্তং ন ত্বয়াতুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্তংত্যক্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১২
শাশ্বতী খলু তে কীর্ত্তির্লোকাননুচরিষ্যতি।
যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতংরামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি ॥ ১৩

জিজ্ঞাসিলা গুহরাজে সাগ্রহে ভরত,—
"কহ মিত্র, সুখে কিম্বা দুঃখে রঘুনাথ
যাপিলেন অহর্নিশা তব গৃহে, কহ,
রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসম—অবস্থা পর্য্যয়ে
হইলা কি রঘুকুল-শশাঙ্ক মলিন ?"
নিবেদিলা প্রত্যুত্তরে ছাড়ি' রুদ্ধশ্বাস

বিষাদে নিষাদরাজ,—"সুবর্ণ যেমন
না ত্যজে সু-বর্ণ নিজ অগ্নিরাশি মাঝ,
তেমন(ই) অম্লান, মিতা, অগ্রজ তোমার
অবস্থার বিপর্য্যয়ে; কিন্তু মিতা রাম
বিফলি' সে মমকৃত শত আয়োজন,
রহিলা ও বৃক্ষ-মূলে সসীতা-লক্ষ্মণ
দীর্ঘ দিবারাত্রি করি' জল মাত্র পান!
না করিলা পদার্পণ কুটীরে আমার
ব্রতভঙ্গ আশঙ্কায়, কি কব অধিক?
প্রাতঃকালে, বটক্ষীরে, মিতার ইঙ্গিতে
রচিলাম জটা আমি শিয়রে দোঁহার
চাঁচর চিকুরে মরি! ধরি' যোগীবেশ
গেলা চলি' মিতা মোর জাহ্নবীর পার
গজরাজনিন্দীগতি, নিরস্তি' আমায়—
আচরিতে বানপ্রস্থ সঙ্গী দোঁহা সাথ!"

অ, ৮৬। প্রভাতে বিমলেসূর্য্যে কারয়িত্বা জটাউভৌ।
অস্মিন ভাগীরথীতীরে সুখং সন্তারিতৌময়া॥ ২৪
জটাধরৌ তৌ দ্রুমচীরবাসসৌ
মহাবলৌ কুঞ্জরযূথপোপমৌ।
বরেষুধীচাপধরৌ পরন্তপৌ
ব্যপেক্ষমাণৌ সহ সীতয়া গতৌ॥ ২৫

দেখিলা ভরত—এক ইঙ্গুদীর মূলে
বিস্তারিত এখন(ও) সে তৃণ-আস্তরণ

বক্ষে যা'র কমলাক্ষ যাপিলেন রাতি—
ধরি' দেহে বৈদেহীর অঙ্গ সুরভিত
সূক্ষ্ম ক্ষৌমবাসসূত্র, স্বর্ণরেণু কণা,
শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দন-চিহ্ন প্রভু রাঘবের !

দেখি', শোকাচ্ছন্নমনা—কহিলা ভরত
উচ্ছ্বাসে,—"নিষাদপতি, ইন্দ্রালয় সম
অযোধ্যার রাজগৃহে শত দাস-দাসী-
সেবিত সুরম্য হর্ম্ম্যে. ফেন-সুকোমল
আস্তরণ(ও) অযোগ্য যে মম অগ্রজের,
সে রাঘব(ও) মম পাপে তরুতল বাসী-
অনাথশরণ্য আজি অনাথ সমান !!
সে কারণ, প্রায়শ্চিত্ত পরায়ণ আমি
আচরিব বানপ্রস্থ আচার যতেক—
ধরি' জটাভারশিরে, পরি' চীরবাস—
অদ্যাবধি ! যদ্যপি এ মম কৃত শত
অনুনয় বিনয়ে না করি' কর্ণপাত,
রঘুনাথ না ত্যজেন ব্রত আপনার
একান্ত কৃতসঙ্কল্পে,—সম্ভব তা' নয়—
রহিব দণ্ডকারণ্যে—সঙ্কল্প আমার—
অগ্রজের অনুবর্ত্তী লক্ষ্মণের সাথ,
যাবৎ না রঘুনাথ ফিরি', অযোধ্যার
শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করেন আবার !"

অ, ৮৮। অদ্য প্রভৃতি ভূমৌতু শয়িষ্যেঽহং তৃণেষু বা।
ফলমূলাশনো নিত্যং জটাচীরাণি ধারয়ন্ ॥ ২৬

প্রসাদ্যমানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং
বহুপ্রকারং যদি ন প্রপংস্যতে।
ততোঽনুবৎস্যামি চিরায় রাঘবম্
বনেচিরং নার্হতিমামুপেক্ষিতুম্॥ ৩০

দেখি' হেন শোকমগ্ন ভরতে আবার,
কহিলেন মিষ্টস্বরে রঘুকুলেশ্বরী
কৌশল্যা—বসনাঞ্চলে মুছাইয়া তাঁ'র
মুখ-পদ্ম,—"অধীর না হও, পুত্র, তুমি
আগত বিপদে ; গত স্বর্গে রঘুনাথ ;
অরণ্যে জগদ্বরেণ্য অগ্রজ তোমার,
ক্ষত্রকুল-বিভাবসু, ভ্রাতৃ অনুগামী
লক্ষ্মণ ; এক্ষণে হও লক্ষ্য, আলম্বন
একমাত্র তুমি, পুত্র, ইক্ষ্বাকু কুলের ;
ধরে প্রাণ ইক্ষ্বাকু-বিটপী-শাখাশ্রয়ী
লক্ষ লক্ষ নর নারী চাহি' তব মুখ !
কহ, কে রাখিবে, তাত, স্বভাবে সে সরে
বিকল হইলে তুমি ? বিকল যেমতি
হইলে জীবনী-শক্তি সর্ব্বাঙ্গ বিকল !"

* * * *

গুহরাজ আতিথ্যে বিগত পথক্লম,
তথাপি অব্যবস্থিত চিত্ত রঘুবীর
ভরত, প্রভাতে উঠি' অনুজের সাথ
কহিলা নিষাদ রাজে,—"অব্যাজে, বান্ধব,
কহ তরীবাহীগণে, তব আজ্ঞাধীন,

করিবারে দুস্তরা এ ভাগীরথী পার
আমা দোঁহে, সহ মম সাথী যত আর !"

ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত।

সাজিল অগণ্য তরী গুহের আজ্ঞায়
সত্বরে, সে তরীযোগে তরি' জাহ্নবীরে
সহ সঙ্গী রামানুজ গুহের নির্দ্দেশে
আইলেন ভরদ্বাজ তপোবনাশ্রম
সীমান্তে—অসংখ্য শিষ্য আবেষ্টিত যথা
আছিলেন বিশ্বহিতে রত তপস্যায়
নির্জ্জনে, বিশ্ব-বিশ্রুত ঋষি ভরদ্বাজ।
রাখি' দূরে সৈন্য, সঙ্গী—হয়, হস্তী, রথ-
ভরত কৃত-সঙ্কল্প বশিষ্ঠ পশ্চাৎ
আইলেন পদচারে ঋষির গোচর
সসম্ভ্রমে। সমাগত দেখি' সে দোঁহায়
সর্ব্বজ্ঞ তাপস, জানি' অভিজ্ঞতা বশে
সর্ব্বতথ্য, আতিথ্যের রীতি অনুসারে
তথাপি, কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসি' দোঁহায়,
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া নানা বন্যফল আর,
মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট বশিষ্টেরে করি'—
দণ্ডবৎ প্রণত ভরতে আশীর্ব্বাদ,
কহিলেন ভরতেরে করি' সম্বোধন,
"কহ তাত, কিনিমিত্ত প্রবাসীর বেশে

আইলে নিঃসঙ্গপ্রায় ছাড়ি' জনপদ
সুদূর এ তপোবন-আশ্রমে আমার ?"
প্রত্যুত্তরে, যুক্তকরে কহিলা ভরত
বিনয়ে,—"অনবগত, হে সর্ব্বজ্ঞ, কহ,
কোন্ তথ্য আপনার ? ভাগ্য তাড়নায়
প্রব্রাজিত বনে আজি আর্য্যাবর্ত্তনাথ;
শূন্য পড়ি' সিংহাসন; কর্ণধার হীন—
ঘোরার্ণব ঘূর্ণাবর্ত্তে—তরণীর মত
বিপর্য্যস্ত অযোধ্যার রাষ্ট্রতরী; তেঁই
করিতে প্রতিনিবৃত্ত আর্য্যাবর্ত্তনাথে
আইনু কৃতসঙ্কল্পে ছাড়ি' জনপদ—
রাজভৃত্য আমি—সঙ্গে সৈন্য, অনুচর!
পরন্তু, এ তপোবন শান্তিনাশ ভয়ে
রাখি' সবে দূরান্তরে আসিয়াছি আমি
নিঃসঙ্গ, হে সর্ব্বজ্ঞাত, তব সন্নিধানে
জানিবারে এ তথ্য যে, গত কোন পথে
রাজেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র অগ্রজ আমার!"
কহিলেন প্রত্যুত্তরে ঋষি ভরদ্বাজ,—
"অনতি-দূর-অন্তরে, চিত্রকূট গিরি
পাদদেশে নিবসেন তবাগ্রজ রাম
সহসীতা সলক্ষ্মণ; পরন্তু, কুমার,
রহি' অদ্য আশ্রমে এ সঙ্গীগণ সাথ,
আতিথ্য স্বীকারে কর কৃতার্থ আমায়;
প্রভাতে গন্তব্য তব করিব নির্দ্দেশ!"

উত্তারিলা ভরত,—"আতিথ্যে আপনার
সদ্য পরিতৃপ্ত মোরা, বৃথা সে কারণ
আধিক্যে—এ তপোবন শান্তি করি' নাশ !"

সস্মিত-কটাক্ষে চাহি' ভরতের প্রতি,
কহিলেন হাস্যে ঋষি,—"অহর্নিশা রহি'
পরমার্থ চিন্তারত, ভৌমঅর্থহীন
ব্রাহ্মণ, এ ধারণায় আইলা কি আজি
একাকী, হে দাশরথি, আশ্রমে আমার
অল্প ভোগে তুষ্ট তুমি, বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ?
পরন্তু এ ভ্রান্তি তব করি' পরিহার,
আন তব সৈন্য, সঙ্গী, হয়, হস্তী, রথ
সদ্যই এ মমাশ্রমে---করি আমন্ত্রণ
লভিতে পরমা তৃপ্তি আমি অদ্যদিন—
ভাগ্যলব্ধ অতিথির করিয়া সৎকার !"
"এভব, রাঘবানুজ !" কহিলেন ঋষি,—
"বাঞ্ছাকল্পতরুমূল সমাশ্রিত, তেঁই,
সাধক বঞ্চিত নহে যোগ্য সাধনায়
কল্পবৃক্ষ ফললাভে—কহিনু তোমায় ?"

* * * *

রাজযোগ্য ভোগ্যেযত করিলেন ঋষি
ভরতের পরিচর্য্যা, যথাযোগ্য আর
সর্ব্বজনে। যোগবলে কৃত অনুষ্ঠান
ঋষির অতিথিচর্য্যা—মহাশ্চর্য্যময়—
ইন্দ্রজাল মন্ত্রমুগ্ধ করিল সবায়।

অ, ৯১। ব্যস্ময়ন্ত মনুষ্যাস্তে স্বপ্নকল্পং তদদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বাতিথ্যং কৃতং তাবদ্ভরদ্বাজ মহর্ষিণা॥ ৮০

প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র করি' সমাপন
বিবস্মান্ সমদীপ্ত ঋষি ভরদ্বাজ
জনে জনে আপ্যায়নে তুষ্ট করি, শেষে
কহিলেন ভরতের জিজ্ঞাসে,—"কুমার,
সার্দ্ধ দুই ক্রোশ দূরে, যমুনার পার
আছে চিত্রকূট শৈল—দৃশ্যে মনোরম;
বহে যথা মন্দগতি মন্দাকিনী নদী
ধৌত করি গিরিপাদ—কুসুমিত বন-
ভূষণা—সে বন মাঝে গিরিপাদমূলে
নিবসেন সুখে তব অগ্রজ রাঘব
রচি' পর্ণশালা এক! কর্ত্তব্য তোমার
এক্ষণে সে চিত্রকূটে অবশ্য গমন
করিতে প্রতিনিবৃত্ত—সাধ্যায়ত্ব যদি—
তবাগ্রজ রামচন্দ্রে ভীমকল্পনায়!"

* * * *

যাত্রাকালে দণ্ডবৎ প্রণতা যতেক
রাজ্ঞীগণে লক্ষ্য করি' কহিলেন ঋষি
ভরতেরে,—"কহ তাত, সবিস্তারে তব
মাতৃগণ পরিচয়—অবস্থা-পর্য্যয়ে
ভাগ্যলব্ধ যদ্যপি এ আশ্রমে আমার!"
কহিলেন প্রত্যুত্তরে ঋষিরে ভরত
বিনয়ে,—"ঝড় তাড়িতা রম্ভাতরুসম

বিরূপা, অগ্রবর্ত্তিনী, পতি পুত্র শোক
বিকলা, কৌশল্যা ইনি, নারীকুলেশ্বরী
রামধাত্রী, জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা আর্য্য রাঘবের !
দ্বিতীয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী ম্রিয়মাণা, হন
শত্রুঘ্ন-লক্ষ্মণ-ফল-বৃক্ষস্বরূপিণী
সুমিত্রা—শারদাকাশ তুল্য মলহীন-
হৃদয়া ! অদূরান্তরে লজ্জানতমুখী,
নীরবে দণ্ডায়মানা, রাজ্যকামনায়
স্বকরে-পতিঘাতিনী জননী আমার
কৈকেয়ী—তৃতীয়া জায়া মম জনকের—
এমোর অদৃষ্টাকাশে দুর্গ্রহ সমান !!”

অ, ৯২। যস্যাঃকৃতে নরব্যাঘ্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ।
রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ॥ ২৫
মাগৈতাং মাতরংবিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্ ।
যতোমূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ॥ ২৭

জননীর বর্ণনায় দুঃখিত ভরত
হইলে সজল নেত্র, কহিলেন তাঁ’রে
আশ্বাসি’ তাপস,—“হও ত্যক্ত-রোষ তাত
ভরত, এ তব নিজ জননীর প্রতি;
যেহেতু, ইহ জগতে যন্ত্রারূঢ় সম
চলে জীবকুল নিত্য স্বেচ্ছা অনিচ্ছায়
সফলিতে বিধিবাঞ্ছা ! ভাগ্য তাড়নায়
সত্য যদি উপলক্ষ জননী তোমার
রাম নির্ব্বাসন পক্ষে, এক্ষণে কুমার

দেখিতেছি যোগলব্ধ জ্ঞানে আমি, এই
রাঘবের বনবাস বর্ষ চতুর্দ্দশ,
করিবে অশেষবিধ কল্যাণ সাধন—
দেব-দৈত্য-অধ্যুষিত বিশ্বজগতের !"

অ, ৯২। ন দোষেণৈবগন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতং সুখোদর্কং ভবিষ্যতি ॥ ৩০
দেবানাং দানবানাঞ্চ ঋষিণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিতমেব ভবিষ্যদ্ধি রাম প্রব্রাজনাদিহ ॥ ৩১

"সাধ্যাতীত সে কারণ, হয় অনুমান
অযোধ্যায় রামচন্দ্রে প্রতিনিবর্ত্তন !"
কহিলেন ভরদ্বাজ,—"পরন্তু, যাবৎ
হইবে অনুসারিত আদর্শ তোমার,
ভরত, অমর্ত্ত্য মর্ত্ত্যে করিবে রচনা—
স্বর্গসম মর্ত্ত্যধাম কহিনু তোমায়—
স্বর্ণক্ষরে এ বিশ্বের মনশ্চিত্রে রবে
অমর্ত্ত্য এ কীর্ত্তিতব অঙ্কিত ভরত !!"

* * * *

গেলা চিত্রকূট মুখে উৎসাহে ভরত
সহসঙ্গী, সৈন্য যত, হয়, হস্তী, রথ
দ্রুতগতি, শব্দে করি' কান্তার মুখর,
ত্রস্ত বনবাসী, করি' আচ্ছন্ন কানন।

অ, ৯২। সা সম্প্রহৃষ্টদ্বিপবাজিযূথা
বিত্রাসয়ন্তী মৃগপক্ষীসঙ্ঘান্

মহদ্বনং তং প্রবিগাহমানা
ররাজ সেনা ভরতস্য তত্র ॥ ৪০

চিত্রকূটে ভরত ; ও লক্ষ্মণের জল্পনা

পৌর্ণমাসী দিবসান্তে কান্ত সুধানিধি
শরদে, যেমতি নীল নভঃপ্রান্তে বসি'
কান্তা রোহিনীরে তাঁ'র দেখান কৌতুকে
ধরণীর সান্ধ্য শোভা, নিশান্তে তেমতি
উঠি' চিত্রকূট শৈলে শান্ত রঘুবীর
দেখাইতেছিলা নিজ কান্তা জানকীরে
বাসন্তিক বনকান্তি ! এহেন সময়
উপজিল কোলাহল—অস্ত্রঘর্ঘরব,
মনুষ্যের কলকণ্ঠ—ক্রম অগ্রসর—
তুরঙ্গম ক্ষুরশব্দ, মাতঙ্গ বৃংহিৎ।
কহিলেন অনুজে আহ্বানি' রঘুনাথ,—
"আজি এ প্রভাতক্ষণে, দেখহ লক্ষ্মণ,
সহসা এ তপোবন হইলা চঞ্চল !
দেখ উড়ি' ধূলি জাল, চক্রবাল ছাড়ি'
উদ্যতবালার্কত্যুতি করি' আবরিত
করিলা ছায়া-মলিন—নবভানুকরে
আরক্তিম জানকীর হেমকান্ত মুখ !
দেখ পলাইছে রড়ে বনচারী যত
তরাসে—তরক্ষু, শিবা, বরাহ, শার্দ্দূল !

আলোড়িতা অরণ্যানি মহাঝড়ে যেন
দিনান্তে ; শুন অদূরে অস্ত্র ঝনাৎকার,
কোলাহল—সিন্ধু-জল-উচ্ছল যেমন,—
সৈন্য সমাগম বলি' হয় অনুমান !
সত্বরে এ তথ্য, বীর, করহ নির্ণয়—
কোন্ রাজা, রাজপুত্র আসি' এ কান্তারে
সহসা, করিলা নষ্ট সৈন্য সমাগমে
শান্ত তপোবন শান্তি ! ক্ষত্রিয় সন্তান
যে জন, স্বধর্ম্ম তা'র আশ্রিত পালন
সর্ব্ব অবস্থায় ; যদি বানপ্রস্থাচারী
ক্ষত্রিয়, তথাপি রহে নিত্য সাথী তা'র
স্বধর্ম্ম—অশিষ্টে দণ্ডি' আশ্রিতে রক্ষণ ।
সে হেতু কর্ত্তব্য সদ্য এ তথ্য নির্ণয় !"

অ. ৯৬। হন্ত লক্ষ্মণ পশ্যেহ সুমিত্রা সুপ্রজাস্ত্বয়া।
ভীমস্তনিত গম্ভীরং তুমুলঃ শ্রূয়তে স্বনঃ ॥ ৭
গজযূথানি বাঽরণ্যে মহিষা বা মহাবনে।
বিত্রাসিতা মৃগাঃ সিংহৈঃ সহসা প্রদ্রুতা দিশঃ ॥ ৮
রাজা বা রাজপুত্রো বা মৃগয়ামটতে বনে।
অন্যদ্বা শ্বাপদং কিঞ্চিৎ সৌমিত্রে জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৯

কুসুমিত শালবৃক্ষে উঠিয়া লক্ষ্মণ
ত্বরান্বিতে, অন্বেষিয়া চাহি' চতুর্দ্দিক্
দেখিল,—অদূরে সৈন্য, হয়, হস্তী, রথ !
মরিরে, সুপরিচিত—পারিজাত মালা
অঙ্কিত ধ্বজ-পতাকা, হস্তী-আস্তরণ—

অযোধ্যার রাজকীয় নিদর্শন সব(ই) !
এ দৃশ্যে, অনল স্পর্শে বারুদের মত
লক্ষ্মণ, আক্রোশে জ্বলি', আস্ফালিয়া নিজ
বাহুদ্বয়, আলোড়িত করি' তরু শিরঃ,
কহিলা গর্জ্জিয়া,—“আর্য্য, ধর ধনুর্ব্বাণ !
পৃষ্ঠে বাঁধি' তূণ, হও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত
অব্যাজে—আর্য্যারে রাখি' গিরিগুহাশ্রয়ে,
না সহে কাল বিলম্ব ; অরি অগ্রসর !”
কহিলেন শাখাশ্রয়ী অনুজে রাঘব
মহাশ্চর্য্যে,—“আততায়ী আসে কোন জন
লাঞ্ছিতে এ তরুতল-আশ্রয়ীরে আজি
লক্ষ্মণ, যে লাগি' তুমি রোষে হতজ্ঞান ?”
আন্দোলিয়া বৃক্ষ-শাখা কহিলা লক্ষ্মণ
রোষাধিক্যে দন্তে দন্ত ঘর্ষি' বারম্বার,—
“নহে অন্য ; আসে ওই দুর্ভাগা ভরত
রাজ্যলোভী, লয়ে নিজ যোগ্য অনুচর
শত্রুঘ্নে ! অযত্ন-লব্ধ রাজৈশ্বর্য্য তা'র
করিবারে নিষ্কণ্টক বধি' আমা দোঁহে,
অবশ্যই আসে ওই নির্লজ্জ ভরত
চৌরবুদ্ধি, অরণ্যে ও বৈরসাধনায়—
ল'য়ে অযোধ্যার সৈন্য, হয়, হস্তী, রথ !!
ধিক্ ! বিধিমত আজি শাস্তি'এ দোঁহায়
মিটাইব মনঃসাধ ! নারিবে রোধিতে
আজি তব স্তোকবাক্য, বাধা, প্ররোচন

এ মম অধ্যবসায়ে ! চৌরদ্বয়ে বধি'
আজি, সন্ত নষ্টরাজ্য করিব উদ্ধার
ক্ষত্র ধর্ম্মে ; অধার্ম্মিকা কৈকেয়ীর সাথ
বধি' তা'র মন্ত্রদাত্রী নষ্টা কুব্জায়
হরিব ধরিত্রীভার ! দেখি কেবা হয়
মমআগ্রে অগ্রসর যুদ্ধ বাসনায়
রঘুসৈন্য —ছিন্ন ভিন্ন করি' সে সবায়—
গজরাজ আলোড়িত অরণ্য সমান--
দেখিব কি শক্তিধরে শত্রুঘ্ন ভরত !
আততায়ীরক্তে আজি করিব নিশ্চয়
চিত্রকুট অরণ্যানি রক্ত-আরক্তিম !!"

অ, ৯৬। সম্পন্নংরাজ্য মিচ্ছংস্তু ব্যক্তং প্রাপ্যাভিষেচনম্
আবাংহন্তুং সমভ্যেতি কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ ॥ ১৭
অদ্যপুত্রং হতং সংখ্যো কৈকেয়ী রাজ্যকামুকা।
ময়াপশ্যেৎ সুদুঃখার্ত্তা হস্তিভিন্নমিবদ্রুমম্ ॥ ২৫
কৈকেয়ীঞ্চ বধিষ্যামি সানুবন্ধান্ সবান্ধবান্।
কলুষেণাদ্যমহতা মেদিনী পরিমুচ্যতাম ॥ ২৬
অদ্যৈব চিত্রকুটস্য কাননং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ছিন্দঞ্চত্রু শরীরাণি করিষ্যে শোণিতোক্ষিতম ॥ ২৮

কহিলেন ক্রোধোদ্ধত অনুজে রাঘব
সান্ত্বনিতে শান্তভাবে,—"একান্তই যদি
আইসে কৃতসঙ্কল্প ভরত হেথায়
মো দোঁহার বধোদ্যমে, কহ কার্য্য কিবা
সাধিবে এ যুদ্ধ সজ্জা, ধনুঃ, করবাল,

শূল, ভল্ল, শিরস্ত্রাণ এ সকালে ?   যবে
পিতৃকৃত সত্যহেতু সঙ্কল্পিত আমি
লইনু সন্ন্যাস ব্রত, দিনু সেই ক্ষণ
ভরতে অযোধ্যা-রাজ্যে স্বত্ব অধিকার
আছিল যা'কিছু মম চির জীবনের !
কহ এবে, কি প্রকারে, কোন্ ধর্ম্ম মতে
করিব ভরতে বধি' দত্তাপহরণ ?
এহেন অধর্ম্ম লব্ধ ইন্দ্রত্ব যদ্যপি
তথাপি না মাগি আমি কদাপি লক্ষ্মণ !"
"কহিয়াছি বারংবার লক্ষ্মণ, তোমায়;
কহিলেন পুনঃ নাথ,—"আত্মীয় বান্ধব
অথবা স্বজনগণে দমি' রণোদ্যমে,
কিম্বা ছলনায় লব্ধ ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
বিষলিপ্ত খাদ্য যথা সদ্য প্রাণহর,
উভলোক ধ্বংসকারী; বর্জ্জনীয় তেঁই
সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মদ্রোহ কর
সর্ব্ববিধ প্রকল্পনা !   আত্মসম ভ্রাতা
সর্ব্বরূপে, আছে কি বিরুদ্ধযুক্তি তা'র ?
এ সংসারে রাজ্যৈশ্বর্য্য কাম্য যদি মোর
লক্ষ্মণ, সে তোমাদের(ই) হিতার্থে কেবল ;
ধর্ম্মের রক্ষার্থে আমি বহি অস্ত্র-ভার !
ভরত, শত্রুঘ্ন, তুমি ব্যতীত সম্পদ—
আকাশ-কুসুম সম মম কল্পনায়—
হো'ক ভস্মসাৎ সদ্য যদি এ সম্ভব !"

অ, ৯৭। কিমত্র ধনুষা কার্য্যমসিনা বা সচর্ম্মণা
মহাবলে মহোৎসাহে ভরতে স্বয়মাগতে ? ২
পিতুঃ সত্যং প্রতিশ্রুত্য হত্বা ভরতমাহবে
কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ ? ৩
যদ্দ্রব্যং বান্ধবানাং বা মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবেৎ,
নাহংতৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াং ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব ! ৪
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ পৃথিবীঞ্চাপি লক্ষ্মণ,
ইচ্ছামি ভবতা মর্থে এতৎ প্রতিশৃণোমিতে। ৫
ভ্রাতৃণাং সংগ্রহার্থঞ্চ সুখার্থঞ্চাপি লক্ষ্মণ,
রাজ্যমপ্যহমিচ্ছামি সত্যেনায়ুধমালভে। ৬
নেয়ং মম মহী সৌম্য, দুর্লভা সাগরম্বরা,
ন হীচ্ছেয়মধর্ম্মেণ শক্রত্বমপি লক্ষ্মণ। ৭
যদ্বিনা ভরতং ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্নঞ্চাপি মানদ,
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ভস্ম তৎ কুরুতাংশিখী ! ৮

"ত্যজহ এ ভ্রান্ত তব ধারণা লক্ষ্মণ !"
কহিলেন পুনর্ব্বার অনুজে রাঘব,—
"ভরতের প্রতি সন্ধ, আশঙ্কা, বিদ্বেষ !
প্রাণাধিক প্রিয়তর ভরত আমার,
শুনি' মম বানপ্রস্থ আসি' অযোধ্যায়,
অবশ্যই, বিমাতায় করি' তিরস্কার,
প্রসন্ন অযোধ্যানাথে, লয়ে সৈন্য ঠাট্
আসিছে প্রতিনিবৃত্ত করিবার তরে
মো দোঁহায়, কুলধর্ম্ম স্মরিয়া ধার্ম্মিক—
প্রাপ্ত তা'র রাজ্য করি' আমারে অর্পণ !
জন্মাবধি ভ্রাতৃভক্ত, ধর্ম্মজ্ঞ ভরত ;

এ নহে সম্ভব, আসে বৈর-সাধনায়
অবৈরি অনুজ প্রতি, অগ্রজে আপন
বধার্থে সে অকস্মাৎ ভুলি' পূর্ব্বভাব !
সর্ব্বরূপে পরিচিত চরিত্র ভরত
আজন্ম প্রতিপালিত একত্রে তোমার
সৌমিত্রি, এ যুক্ত নহে হেন অবিশ্বাস
মমতুল্য সর্ব্বরূপে অগ্রজেরে তব
পূজনীয় ; কটুবাক্য অথবা প্রয়োগ !
ভরতে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, সে হয়
আমারে প্রয়োগ তুল্য মম গণনায় !
যদ্যপি বিপদাশঙ্কা রহে বিদ্যমান
পিতা ভ্রাতা আত্মজন সন্নিধানে, তবু
পিতৃ হত্যা ভ্রাতৃবধে কে করে উদ্যম ?
যদ্যপি সাম্রাজ্য হেতু জিঘাংসা তোমার
ভরতের প্রতি, কহ প্রকাশি' আমায়,
আমার আজ্ঞায় দিবে নির্লোভ ভরত
অযোধ্যার সিংহাসন নির্দ্বন্দ্বে তোমায় !"

অ, ৯৭। মন্যেঽহমাগতোঽযোধ্যাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ
মমপ্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ কুলধর্ম্মমনুস্মরন্, ৯
শ্রুত্বা প্রব্রাজিতং মাংহি জটাবল্কলধারিণম্
জানক্যা সহিতং বীর ত্বয়াচ পুরুষোত্তম ! ১০
স্নেহেনাক্রান্ত হৃদয়ঃ শোকেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ,
দ্রষ্টুমভ্যাগতো হ্যেষ ভরতো নান্যথা গতঃ। ১১
অম্বাঞ্চ কৈকেয়ীং রুষ্য পরুষঞ্চাপ্রিয়ংবদন্,

প্রসাদ্য পিতরং শ্রীমান্ রাজ্যং মে দাতুমাগতঃ। ১২
প্রাপ্তকালং যথেষোঽস্মান্ ভরতো দ্রষ্টুমর্হতি
অস্মাসু মনসাঽপ্যেষ নাহিতং কিঞ্চিদাচরেৎ! ১৩
বিপ্রিয়ং কৃতপূর্ব্বংতে ভরতেন কদা নু কিম্
ঈদৃশং বা ভয়ং তেঽদ্য ভরতং যদ্বিশঙ্কসে? ১৪
ন হি তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ংবচঃ,
অহমপ্রিয়মুক্তঃস্যাং ভরতস্যাপ্রিয়ে কৃতে! ১৫
কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যু কস্যঞ্চিদাপদি?
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাং সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ? ১৬
যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমাং বাচং প্রভাষসে,
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্! ১৭
উচ্যমানোহি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তদ্বচঃ,
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ় মিত্যেব মংস্যতে! ১৮

হইলা আত্ম-প্রবিষ্ট সম রামানুজ
শুনি' অগ্রজের বাক্য—আনত লজ্জায় ;
কহিলা সঙ্কোচ-ম্লানমুখে অতঃপর,—
"আসিছেন বুঝি হেথা পিতা রঘুনাথ
শত্রুঘ্ন ভরতে লয়ে সাথে আপনার!"
দেখি' হেন লজ্জাম্লান প্রিয়তমানুজে,
কহিলেন স্তোকবাক্যে এক্ষণে রাঘব,—
"আসিছেন, অনুমানি আমিও, লক্ষ্মণ,
মূর্ত্তিমান পুত্রস্নেহ পিতা আমাদের—
বাৎসল্য প্রাবল্যবশে—রঘুবংশ নাথ!"
এতশুনি' জলশিক্ত অগ্নিশিখা সম
লক্ষ্মণ, অগৌণে ছাড়ি' বৃক্ষশাখাশ্রয়,

দাঁড়াইল অগ্রজের পার্শ্বে, যুড়ি' কর
যাদুকর মন্ত্রে যথা অমর্দ্দ্যশর্দ্দূল।

অ, ৯৭। অবতীর্য্য তু শালাগ্রাং তস্মাৎ স সমিতিঞ্জয়ঃ
লক্ষ্মণঃ, প্রাঞ্জলির্ভূত্বাতস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ। ২৮

* * * *

চিত্রকূটে ভ্রাতৃ সম্মিলন

ছাড়ি' দূরে সৈন্য, সঙ্গী, গজাশ্ব বাহন
রাজ নিদর্শন চিহ্ন, আধিক্ষীণ দেহ
ভরত, শত্রুঘ্ন সঙ্গে করি' অন্বেষণ
দুর্গম সে মহারণ্যে নানা বন্যপথ
দ্রুততর পদচারে, লভিলেন শেষে
রাঘবের পর্ণশালা সহি' বহুক্লেশ।
এক্ষণে আশ্বস্তমনা শত্রুঘ্ন, ভরত,
সুমন্ত্র, গুহক সঙ্গে প্রবেশি' আশ্রমে
দেখিলা অপূর্ব্ব দৃশ্য—অতি নিদারুণ,
তথাপি মনোজ্ঞ, রম্য, তথাপি সুন্দর!
দেখিলা সে পর্ণশালে, মৃৎ-বেদিকায়
বসি' কুশ-আস্তরণে রঘুরাজকুল-
শশাঙ্ক! উজ্জ্বলি' দেহ-গৌরবে কুটীর—
ধরি' শিরে জটাজাল, পরি' চীরবাস—
দৈত্য বলে হৃতস্বর্গ সুরকুলেশ্বর
যেমতি, অতি নিভৃতে রত তপস্যায়

উদ্ধারিতে বৈজয়ন্ত! চিন্তিলা ভরত,—
'হায়রে, আমার(ই)লাগি' লুণ্ঠিত ধূলায়
এ নভোর্দ্ধশোভী চন্দ্র! অযোধ্যার রাজ-
সিংহাসন(ও) যোগ্য নহে যা'র তুলনায়,
সে বরাঙ্গ, তুচ্ছ তৃণ আচ্ছাদিত এই
পর্ণশালে, ধরাতল করিয়া আশ্রয়—
অভাগ্য এ ভরতের(ই) উপলক্ষে, হায়!'
এহেন চিন্তার ঘোরে আচ্ছন্ন অন্তর
ব্যথিত রাঘবানুজ দ্রুততর পদে
গিয়া অগ্রজের অগ্রে, অতি ব্যগ্রতায়
করিতে অভিবাদন, কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"আর্য্য!!" এই বাক্য মাত্র করি' উচ্চারণ,
অগ্রজের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিলা ভরত—
শোকাবেগ-রুদ্ধকণ্ঠ মর্ম্মযন্ত্রণায়!

অ, ৯৯। ইত্যেবংবিলপন্ দীনঃ প্রস্বিন্নমুখপঙ্কজঃ
পাদাবপ্রাপ্যরামস্য পপাত ভরতোরুদন্। ৩৭
দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ
উক্ত্বার্য্যেতি সকৃদ্দীনং পুনর্নোবাচ কিঞ্চন।
বাষ্পৈঃ পিহিতকণ্ঠশ্চ প্রেক্ষ্য রামং যশস্বিনম
আর্য্যেত্যেবাভিসংক্রুশ্য ব্যাহর্ত্তুং নাশকৎ ততঃ॥ ৩৯

রুদ্যমান শত্রুঘ্নও বন্দিলে চরণ,
সুমন্ত্র, গুহক ক্রমে, অতিব্যস্ততায়
তুলি' প্রিয়তমানুজ ভরতে রাঘব
চিনি' কোন ক্রমে,—হায়, কে চিনে এখন

রাজপুত্র বলি' তা'য়—পাংশুবর্ণ মুখ,
ক্ষীণ দেহ, রুক্ষ কেশ, দীন, হীন বেশ ?
সেই নিজ প্রিয়ানুজে বক্ষে ধরি' নাথ
কহিলেন মমতার্দ্র বাক্যে,—"সুখসম
ভরত, এ তুমি মোর ! সৌম্য তব মুখ
উথলে আনন্দে মম হৃদি পারাবার ;
কিন্তু আজি ভাগ্য দোষে এ প্রিয়সঙ্গম
দিতেছে দুঃসহ ব্যথা অন্তরে আমার
দেখি' তব ক্ষীণ দেহ, কাতর বয়ান,
ভিখারীর দেহ সজ্জা ! জানি, প্রিয়তম,
এ মম সন্ন্যাসব্রতে ক্লিষ্ট তুমি অতি
অন্তরে, সেহেতু সহি' শত দুঃখ ক্লেশ
তব সুকুমার দেহে, আসিয়াছ তুমি
সুদূর এ মহারণ্যে সন্ধানে আমার,
জানি, কি বেদনা বহি' হৃদি মাঝে ; তবু,
কহ প্রিয়, পুত্র শোক ব্যথায় কাতর
অসমর্থ রঘুনাথে করি' নিরাশ্রয়
কেমনে শত্রুঘ্ন তুমি আইলে হেথায়
একত্রে, অযোধ্যা ছাড়ি' ? আইলেন, কহ,
সত্য কি, পুত্র বিরহ সহনে অক্ষম
তনয়-বাৎসল্য-মূর্ত্ত পিতা আমাদের
এ দূর ঘন-গহনে তোমাদের সাথ ?
কোথা তবে ইক্ষ্বাকুর ভুবন বিখ্যাত
রাজ-ছত্র ? অনাগত যদি রঘুনাথ,

বল ভ্রাতঃ, হইলা তো তব শুশ্রূষায়
মমশোক, লক্ষ্মণের দুঃসহ বিচ্ছেদ-
বেদনা উপশমিত মম জনকের ?
কহ প্রিয়তম, যদি স্নেহ পরবশে
আইলে এ দূরদেশে ত্যজি' রাজধানী
জুড়াতে এ চক্ষুর্দ্বয় অগ্রজের, তবে,
আসিয়াছ কি কারণ ত্যজি' রাজবেশ
ক্লেশিতে অগ্রজে আজি এ দীন সজ্জায় ?"

অ, ১০১। যন্নিমিত্তমিমং দেশং কৃষ্ণাজিন জটাধরঃ।
হিত্বারাজ্যং প্রবিষ্টস্ত্বং তৎসর্ব্বং বক্তুমর্হসি॥ ৩

নাহি দিলা প্রত্যুত্তর। কাঁদিলা ভরত
উচ্ছ্বাসে—অচ্ছন্নি' করপল্লবে বদন।
কহিলেন খেদ-মগ্নে উদ্বিগ্ন রাঘব
পুনর্ব্বার,—"কহ আত্মসম্বরি' ভরত
পিতার কুশল বার্ত্তা, মাতৃগণ শুভ,
অযোধ্যার সমাচার; কহিয়া সকল
অশান্ত এ চিত্তে মম কর শান্তিদান!"
মুছি' অশ্রু, যত্নে করি' আত্মসম্বরণ
কতক্ষণে, দেখাইল অগ্রজে ভরত,
করি' ঊর্দ্ধে নভঃপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ—
অনাদি-মধ্যান্ত নীল প্রশান্ত গগন!
ঔৎসুক্যে চাহিলে নাথ, কহিলা ভরত,—
"গত ঊর্দ্ধলোকে ওই পিতা আমাদের

যোগ্যস্থানে, অভাগ্য এ ভরতের(ই) লাগি'
অকালে ! কহিতে এবে সে বাক্য দারুণ
তব অগ্রে, বিদারিছে হৃদয় আমার
মনস্তাপে ! ছাড়ি' যবে অযোধ্যা-ভবন
অভিশপ্তা কৈকেয়ীর নষ্ট-ছলনায়
ভুলিয়া, হে রঘুকুল বরণীয়, তুমি
আইলে অরণ্যমুখে ভিখারী সজ্জায়,
জ্বলিল যে শোকানল রঘুরাজ হৃদে
কুক্ষণে, সে প্রজ্জ্বলিত পুত্র-শোকানল
করিয়াছে ভস্মীভূত অষ্টম নিশায়
পিতার জীবন-সৌধ ! কি বলিব আর ?
'হা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা !' ডাকি' বারংবার
অন্তকালে পিতা মম অতি নিরাশ্রয়—
পুত্রশোক দাবদগ্ধ—মৃত্যু যন্ত্রণায় !"

অ, ১০১। আর্য্য তাতঃ পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
গতঃ স্বর্গং মহাবাহুঃ পুত্র শোকাভিপীড়িতঃ। ৫

অ, ১০২। ত্বামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সু,
স্বয্যেবসক্তামনিবর্ত্ত্য বুদ্ধিম্।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্ন
স্ত্বাং সংস্মরন্নেবগতঃ পিতা তে॥ ৯

শুনি' বজ্রপাত তুল্য এ বাক্য দারুণ
ভ্রাতৃমুখে, পিতৃহারা বিগ্রহ মানব
হইলেন ভূলুণ্ঠিত শোকার্দ্ধ-মূর্চ্ছায়—
ঝটিকায় উৎপাটিত নব দেবদারু

সদৃশ ! হৃদয়াবেগে তথাপি ভরত
কহিলা,—"প্রমোদ-মত্ত আছিনু তখন
হায়, হতভাগ্য আমি, মাতামহ গৃহে
দূরান্তরে, মন্থরার কুমন্ত্র-ফুৎকার
জ্বালি' যবে গৃহলগ্ন অগ্নিসম মম
জননীর নষ্ট বুদ্ধি, অজ্ঞাতে আমার
ভাগ্যদোষে, অগ্নিময় করিলা সকল !
আসি' ঘরে, দেখিলাম মর্ম্মাহত আমি
অকালে, গিয়াছে ডুবি, কৈকেয়ীর পাপ-
সাগরে, জগদ্বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুর কুল-
রাজশ্রী ! ভাসিছে, হায়, দিক্-অন্ত-হীন
ঘোরার্ণব ঘূর্ণাবর্ত্তে তরণীর মত—
অযোধ্যার রাষ্ট্রতরী—কাণ্ডারী বিহীন !
করিলাম পিতৃকৃত্য—পিতার সংকার,
তর্পণ, ঔর্দ্ধদৈহিকী—এ কর্ম্ম সকল—
অনুকল্প আমি তব ; কিন্তু হে রাঘব-
বংশচূড়া, অনুকল্পে কভু কি সম্ভব
রাষ্ট্রতরী সঞ্চালন বিনা কর্ণধার ?
কহ এ কিঙ্করে, আর্য্য,—শশাঙ্ক বিহীন
গগনে, নিশান্ধকার পারে কি নাশিতে
নক্ষত্র—অসংখ্য ? তাই, রাজ-ভৃত্য আমি—
বার্ত্তাবহ—আইলাম সেই বার্ত্তা বহি'
অমাত্য, বান্ধব, প্রজা, মাতৃগণ সাথ—
প্রভু তুমি,—প্রাণ তুমি—রাজা অযোধ্যার—

সর্ব্বস্ব, তব সকাশে! ত্যজি' ভিক্ষুবেশ,(এ)
বানপ্রস্থ,—হে কাকুৎস্থ, ফাটিছে হৃদয়
দেখি' তব দীন সজ্জা! সাজে কি কখন(ও)
কহ, এ বাকলবাস, এ ব্রত সন্ন্যাস,
ইক্ষ্বাকু-কুল-মহীন্দ্রে? ছাড়ি' বনবাস,
করি' পূর্ণ অযোধ্যার শূন্য সিংহাসন,
কর রক্ষা ইক্ষ্বাকুর অক্ষুণ্ণ গৌরব—
ক্ষমি', ক্ষমাময় তুমি, এ তব কিঙ্করে—
জননীর পাপে পাপী—মিনতি আমার—
দাস আমি, শিষ্য আমি, ভ্রাতা আমি তব,
রঘুনাথ, পাদস্পর্শি' করি নিবেদন?"

অ, ১০১। তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
অভিষিঞ্চস্ব চাদ্যৈব রাজ্যেন মঘবানিব॥ ৮
ইমাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা বিধবা মাতরশ্চ যাঃ।
ত্বৎসকাশ মনুপ্রাপ্তা প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৯
এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্দ্ধং শিরসা যাচিতোময়া।
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥ ১২

কাঁদিল শত্রুঘ্ন লুটি' জানকী, লক্ষ্মণ,
ভরত চরণ তলে পড়িয়া; গুহক,
সুমন্ত্র শোকাশ্রুরাশি করি' বিসর্জ্জন।
কহিলেন, শুশ্রূষায় সংজ্ঞা লভি', ঘন
নিঃশ্বাসি' বিশ্বমানব উচ্ছ্বাসে,—"লক্ষ্মণ!
পিতৃহীন তুমি, আমি, শত্রুঘ্ন, ভরত—
অনাথ—শিশুর মত অতি নিরাশ্রয়

আজি, এ সংসার পথে—অতীব জটিল—
সর্ব্ববোধশূন্য মোরা ভ্রাতৃ চতুষ্টয় !
গত আজি, নাট্যরঙ্গ সম মোসবার
জীবনে নব গর্ভাঙ্ক করি' উন্মোচিত,
রঘুনাথ লোকান্তরে ! কি(ই) শূন্যতা, হায়,
আনে এ পিতৃ-হীনতা হৃদয়ে ?" "জানকি !"
কহিলেন বৈদেহীরে সম্বোধি' রাঘব,—
"পিতৃসম স্নেহময় শ্বশুর তোমার
নাহি মর্ত্ত্যধামে আর !" "আন দর্ভ, তিল !"
কহিলেন ভ্রাতৃগণে,—"লক্ষ্মণ ভরত,
নব বস্ত্র, হরীতকী—দ্রব্য যত আর
পিতৃকৃত্যে প্রয়োজন ! মন্দাকিনী তটে
করিব ইঙ্গুদিপিষ্টে অষ্টকা পিতার !"

ন, ১০৩। আনয়েঙ্গুদিপিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্।
জল ক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিয্যামি মহাত্মনঃ ॥ ২০

* * * *

রামকৃত পিতৃতর্পণ

করিলেন পিতৃকর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞ রাঘব
যথাবিধি, স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনী জলে
অবগাহি'—পুরোহিত নির্দ্দেশে যতেক
বসি' দক্ষিণাভিমুখে কহিলেন পুনঃ

গলদশ্রুজলশিক্ত বদনে রাঘব
পুনঃ পুনঃ পিতৃনাম করি' উচ্চারিত
কম্প্রকণ্ঠে,—"সংসারের সুদুর্গম পথে
আশ্রিত এ পুত্রগণে করি' নিরাশ্রয়,
গত পিতৃলোকে অদ্য তুমি, মহারাজ,
ছিন্ন করি' সংসারের বন্ধন যতেক
কালচক্রে! স্মৃতি তব, নির্দ্দেশ তোমার
জাগ্রত এ মম অগ্রে ধরি' তব রূপ
নিরন্তর! আজি সেই স্মৃতির উদ্দেশে
দিতেছি এ স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনী জল
অঞ্জলি পূরিয়া—মম খাদ্য আধুনিক—
তব আজ্ঞা-পূত এই ইঙ্গুদি-পিষ্টক!
হও তৃপ্ত পিতৃলোকে, হে অমর্ত্ত্য, তুমি—
ধর্ম্মমম, স্বর্গমম, তপস্যা আমার!
সর্ব্বদেব তৃপ্ত হোক্ তর্পণে তোমার!!"

অ, ১০৩। প্রগৃহ্যতু মহীপাল জলংপূরিতঞ্জলিম্।
দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্‌বচনমব্রবীৎ॥ ২৬
ইদংভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতোযদশনাবয়ম্।
যদন্নঃ পুরুযোরাজন্ তদন্নস্তস্য দেবয়োঃ॥ ৩০
তৃপ্যন্তু দেবতাঃসর্ব্বে তব তৃপ্তায় মানদ।
ধর্ম্মস্ত্বংমে স্বর্গশ্চেতি তপস্যামমচোত্তমা! ৩১

হইলেন ভ্রাতৃগণ সঙ্গে প্রভুরাম
প্রত্যাগত—অমাত্য বান্ধব যত, আর

রুদ্যমানা মাতৃগণ—চিত্রকূট বন-
কুটীরে। অতি সঙ্কীর্ণ সে পর্ণ আশ্রম
হইলা সহসা পূর্ণ জন সমাগমে,
শব্দ-কোলাহল-ক্ষুব্ধ নিঃশব্দ কানন—
শোক দীর্ঘশ্বাস তপ্ত, শোকাশ্রু পিচ্ছিল।

অ, ১০৩। ততঃস তেষাং রুদতাং মহাত্মনাং
ভুবঞ্চখঞ্চানুবিনাদয়ন্ স্বনঃ।
গুহাগিরীণাঞ্চ দিশশ্চ সন্ততং
মৃদঙ্গঘোষপ্রতিমো বিশুশ্রুবে॥ ৪৯

* * * *

রাম ভরত সংবাদ

কহিলেন প্রভাতে ভরতে রঘুনাথ,
"ভরত, মৃত্যুশাসিত এ ভবমণ্ডলে,
মৃত্যু স্রোতঃ প্রবাহিত অব্যাহত গতি!
শাশ্বত, অপ্রতিহত মৃত্যুর শাসন!
নহে অকল্যাণ মৃত্যু, কিম্বা আকস্মিক্,
অথবা অব্যবস্থিত; শুভ কল্পনায়
শাশ্বত এ বিশ্ববিধি বিশ্বনিয়ন্তার!
সে কারণ, কালপ্রাপ্তে লোকান্তর গত
যদ্যপি অযোধ্যানাথ, নাহি দুঃখ তা'য়;
দুঃখ এই, পিতৃমৃত্যু উপলক্ষ আমি—
হতভাগ্য দাশরথী! এ কুখ্যাতি ভবে

আঁকিলাম বজ্রাক্ষরে ভাগ্যহীনতায় !
বিশেষতঃ, কি কহিব, পিতার অন্তিমে
না করিনু পুত্র কার্য্য, এই হেতু কি রে
সহি' লক্ষ দুঃখ কষ্ট পিতা আমাদের
করিলেন পুত্রেষ্টি সে—পুত্র কামনায় ?"
এত কহি', খেদক্ষুণ্ণ-মনোবেদনায়
ক্ষণেক নির্ব্বাক রহি', কহিলেন নাথ—
"যদ্যপি গতানুচিন্তা বিফল, ভরত—
যায় কাল, যায় প্রাণ—মৃত্যুসর্ব্বেশ্বর
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বাতাসে মিশায় ;
তথাপি, অসমর্থ সে সর্ব্বহর কাল
নাশিতে মনুষ্যলোকে সম্বন্ধ পিতার !
পিতৃনীতি, পিতৃবাক্য, পিত্রানুশাসন
জাগ্রত সন্ততি অগ্রে রহি', নিরন্তর
নির্দ্দেশিছে ঋতপন্থা ! সন্ততি অবোধ,
শৈশবে, কৈশোরে, বাল্যে অথবা যৌবনে,
হয় নিত্য প্রলোভিত ভ্রান্ত কল্পনায়—
যেমতি, বিচিত্রবর্ণা সর্পিণী অথবা
প্রদীপ শিখারে ভাবি' রম্য ক্রীড়নক
ধায় অপ্রবুদ্ধ শিশু, প্রসারিত কর
নিরস্তে পিতৃ শাসনে ! যদ্যপি অবোধ
সন্তান ধূলায় লুটি' করে হাহাকার
কাল্পনিক মনোভঙ্গে, দৃশ্যতঃ কঠোর
তথাপি এ পিতৃনীতি নিত্য শুভময় !

যদিও, অদর্শনীয় পিতা আমাদের
দেহান্তের হেতু, কিন্তু, নির্দ্দেশ তাঁহার—
অনন্ত কল্যাণকর—জীবনের পথে
করি' মূর্ত্তি পরিগ্রহ জাগ্রত, ভরত!
সে হেতু, পিতৃ নির্দ্দেশে বসি' অযোধ্যার
সিংহাসনে, পাল রাজ্য; বাসনা আমার,
বানপ্রস্থে পিতৃকার্য্য করি সম্পাদন—
বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট পথে বর্ষ চতুর্দ্দশ!"
রহিলেন ক্ষণকাল বাক্যহীন নাথ—
অনুজে প্রশ্রিত বাক্যে দিয়া উপদেশ।

অ, ১০৫। সমৃস্থো ভব মা শোকো যাত্বা চাবস তাংপুরীম্।
তথা পিত্রা নিযুক্তোঽসি বাশিনা বদতাংবর॥ ৩৬
যত্রাহমপি তেনৈবনিযুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণা।
তত্রৈবাহং করিষ্যামি পিতুরার্য্যস্য শাসনম্॥ ৩৭
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
পিতুর্ণিদেশপ্রতিপালনার্থম্।
যবীয়সং ভ্রাতরমর্থবচ্চ
প্রভুর্মুহূর্ত্তাদ্বিররাম রামঃ॥ ৪২

উত্তরিলা সর্ব্বশাস্ত্র-অভিজ্ঞ ভরত
অগ্রজে,—"কি জ্ঞান আছে, কহ, এ অজ্ঞান
ভরতে, যে জ্ঞানে, সর্ব্বজ্ঞানময় তুমি
রঘুনাথ, বুঝাইবে এ দাস তোমায়
শাস্ত্রমর্ম্ম? কিন্তু যদি উন্মত্ততাবশে
জন্মদাতা, কিম্বা নষ্টগ্রহের পীড়নে

কহেন প্রলাপ, কহ, সে উন্মাদ-ভাষা,
সে প্রলাপ কখন(ও) কি প্রতিপালনীয় ?
স্বর্গগত পিতার না করি নিন্দাবাদ ;
কিন্তু মৃত্যুপথবর্ত্তী যে জন, তাঁহার
হয় সদ্য মতিভ্রান্তি সর্ব্বজনে কয় ;
সত্য এ প্রবাদ বাক্য ; নহে, কি কারণ,
নিত্য ধর্ম্মপথবর্ত্তী, শাস্ত্র বিশারদ্,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর পিতা আমাদের
করিলেন এ কুকার্য্য অন্তকালে তাঁ'র ?
জ্যেষ্ঠপুত্র, সূর্য্যকুলবিধি অনুসারে,
পিতৃরাজ্যে অধিকারী, নহে অন্য জন ;
এই তথ্য অবিদিত ছিল কি পিতার,
যবে কুহকীর মোহ ছলনায় ভুলি'
সে জগদ্বরেণ্যভূপ স্ত্রৈণ্যজন সম
করিলেন অবিমৃষ্য নারীবশ্যতায়—
উপেক্ষি' স্বকুলাচার ? কহ রঘুনাথ,
বিচারে পণ্ডিত তুমি, করি সুবিচার—
আছিলা কি(ই) অধিকার ভূপতির, করি'
লঙ্ঘন সে মান্ধাতার সুনিবদ্ধ বিধি—
ন্যাস মাত্র সিংহাসন—অপব্যবহারে
বঞ্চি' অধিকারীজনে, অন্য জনে দান ?
কেমনে সে চৌর্য্যলব্ধ রাজ্য, রঘুনাথ,
করি প্রতিগ্রহ আমি অনুজ তোমার—
ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন ? কেমনে বা তুমি-

আজন্ম স্বধর্ম্মপ্রিয় বিখ্যাত জগৎ—
পাসরি' স্বীয় স্বধর্ম্ম, আত্মকুলাচার,
আচরিতে বানপ্রস্থ করিলা মনন্
অরণ্যে—বিশ্ববরেণ্য ইক্ষ্বাকুর কুল-
শেখর—ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করি' পরিহার ?
সত্য যে, পর-কলঙ্কে কলঙ্কিত সেই—
পুত্রস্নেহ মূর্ত্তিমান, গত প্রাণ এবে—
স্বভাবে স্বধর্ম্মভীরু, বিশ্বাসে সরল
রঘুরাজে পরাজিত করি' ছলনায়
কিঙ্করীর মন্ত্রমুগ্ধা জননী আমার
ঘটাইলা সর্ব্বানর্থ—তব নির্ব্বাসন—
এমম দুর্ভাগ্যে ! কহ, রঘুবংশ নাথ,
কোন্ শক্তি আছিলা সে নষ্টা জননীর
অযোধ্যার রাজভক্তে রাজ নির্ব্বাচনে—
দণ্ড দিয়া দণ্ড-ধরে চির নির্ব্বাসন ?
করিয়া বিচার আজি রাজ-মর্য্যাদায়
এই দণ্ডে, অযোধ্যার দণ্ডধর, দেহ
দণ্ডার্হা সে জননীর দণ্ড সমুচিৎ !
রঘুবংশে জন্ম হেতু অধর্ম্ম শঙ্কায়
ক্ষান্ত আমি মাতৃ-বধে—কি ক'ব অধিক ?
কিম্বা যদি পিতৃ কার্য্য তব গণনায়
এ অনর্থ, হে কাকুৎস্থ, করি' সংশোধিত
ভ্রান্ত হেন পিতৃ কার্য্য অব্যাজে আপন,
করহ সুপুত্র কর্ম্ম ! কি ক'বে কিঙ্কর ?

দেখহ, শশি-বিহীনা নিশীথার মত
আঁধার অযোধ্যা আজি তোমা বিনা ; হের,
আচ্ছন্না শোকান্ধকারে মাতৃদ্বয় তব
কৌশল্যা সুমিত্রা, সদ্য গতানুচিন্তায়
একান্ত লাজ-মলিনা জননী আমার,
ত্যজিয়া রাজ-শুদ্ধান্ত আগতা হেথায় !
শোক-সিন্ধুনীর-মগ্ন শত্রুঘ্ন, ধীমান্
লক্ষ্মণ নিস্তব্ধ চক্ষুঃ তব প্রতীক্ষায়,
অমাত্য বান্ধব যত পৌরজন আর
বিসর্জ্জিছে অশ্রুজল, পদতলশায়ী
আমি—চিরানুগৃহীত ভরত তোমার
অনুজ—কাতরে চাহি' প্রসাদিত তব
বদনের প্রতি—মুগ্ধ আশা আশঙ্কায় !"

লক্ষ্য করি' বাক্য হীন অগ্রজে, আবার
কহিলা অনুজোত্তম কৃতাঞ্জলি পুটে,—
"হে রাঘব, খ্যাতি তব এ ভবমণ্ডলে
করুণা আকর বলি' ; বিতরি' করুণা
তিলেক, চাহিয়া মুখ আমা সবাকার,
দেহ অনুমতি দাসে—বল একবার—
স্বহস্তে ছেদি ও জটা, খুলি চীরবাস ?
হায়, বিদারিছে বুক ! বিঁধে হৃদি মাঝে
তপ্ত লৌহ শূল সম এ বেশ তোমার !
হিমঅদ্রিকিরীটিনী, মত্ত বারিধির

তরঙ্গকরসেবিতা বসুমতী যা'র
লুণ্ঠিয়া চরণোপান্তে মাগে দয়ালেশ,
এই কি সে তা'র(ই) বেশ ? দেহ এ আদেশ
এ দাসে, করুণাময়, খুলি' চীরবাস,
সাজাই ও বরবপু দিয়া আভরণ—
মণিময় কণ্ঠহার, কুণ্ডল, কিরীট,
হেমচিত্র উপানহ—আনিনু যা' বহি',
অন্তরে অনন্ত আশা সঙ্গে, শিরে মোর—
মুছিতে কলঙ্ক-কালী—লেপিলা যা' ভালে
স্বহস্তে অভাগী মাতা কর্ম্মহীনতায় !!"

অ, ১০৬। প্রোষিতে ময়ি যৎ পাপং মাত্রা মৎকারণাৎ কৃতম্।
ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম ॥ ৮
ধর্ম্ম বন্ধেন বদ্ধোঽস্মি তেনেমাং নেহ মাতরম্।
হন্মি তীব্রেণ দণ্ডেন দণ্ডার্হাং পাপ কারিণীম্॥ ৯
গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজা প্রেতঃ পিতেতি চ।
তাতং ন পরিগর্হেঽহং দৈবতঞ্চেতি সংসদি ॥ ১১
কোহি ধর্ম্মার্থয়ো হীনমীদৃশং কর্ম্ম-কিল্বিষম্।
স্ত্রিয়াঃ প্রিয়াচিকীর্ষুঃ সন্ কুর্য্যাদ্ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবিৎ ॥ ১২
অন্তকালেহিভূতানিমুহ্যন্তীতি পুরা শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞৈবং কুর্ব্বতা-লোকে প্রত্যক্ষা সা শ্রুতিঃ কৃতা ॥ ১৩

প্রণত ভরত অগ্রে। ব্যগ্রে রঘুনাথ
উত্তোলি' অনুজোত্তমে কহিলেন,—"ভ্রাতঃ,
রঘুবংশে জন্ম তব, ধর্ম্মশীল তুমি
আজন্ম, স্নেহপ্রবণ চিত্ত, সে কারণ

অবশ্য এ সুসঙ্গত তব ব্যবহার,
পরন্তু, সুযুক্তিযুক্ত নহে কদাচন
এ নির্ব্বন্ধ—অযোধ্যায় প্রতিগমনের ;
যেহেতু, পিতার অগ্রে করিলাম আমি
বনবাস অঙ্গীকার বর্ষ চতুর্দ্দশ,
রাখিবারে পিতৃকৃত প্রতিশ্রুতি মম
বিমাতার সন্নিধানে—পরিশোধনীয়
ঋণ সম প্রতিদানে, প্রাপ্ত উপকার !
পিতৃঋণে বদ্ধ পুত্র, বাধ্য পরিশোধে,
এ রীতি, ভরত, নহে অজ্ঞাত তোমার ?
বিশেষে অনুসন্ধানে জানিয়াছি,—যবে,
কৌশল্যা, সুমিত্রা মায়ে করি' বন্ধ্যা জ্ঞান
সরল-বিশ্বাসী পিতা, অশ্বপতি ঠাঁই
মাগিলেন কন্যা তাঁ'র উদ্বাহ কারণ—
বংশরক্ষা কামনায়, কহিলেন তবে
গিরিব্রজরাজ অগ্রে একাগ্র রাঘব,—
যদ্যপি সৌভাগ্য-ধন্যা কন্যা আপনার,
হে বরেণ্য, পুত্র দান করেন আমায়,
অবশ্যই বৈবস্বত-তপঃ-প্রভাবিত
রাজছত্র বর্ত্তিবে দৌহিত্রে আপনার !
সেহেতু, স্বভাবলব্ধ স্নেহপ্রবণতা
ত্যজিয়া, দেখহ ভাবি' অন্তরে, ভরত,—
যোগ্য স্থান, কাল, পাত্রে মাগিলেন মাতা
যোগ্য বর ! বাধ্য সেই ধর্ম্ম-সুসঙ্গত

প্রার্থনা পরিপূরণে ধার্ম্মিক রাঘব,
বাধ্য তুমি, আমি, বাধ্য শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ—
পিতৃদায়ভাগী পুত্র! কহি সে কারণ,
পাল তুমি পিতৃ রাজ্য ছত্রতলে বসি',
শ্যামল বিটপী ছায়ে আমি এ সন্ন্যাস—
পিতার নির্দ্দেশ-ন্যস্ত লব্ধ-অধিকারে
অথবা সে পিতৃ সত্যনীতি বাধ্যতায়!"

অ, ১০৭। উপপন্নমিদং বাক্যং যৎত্বমেব মভাষথাঃ।
জাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজসত্তমাৎ॥
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥ ৩
দেবাসুরে চ সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিবঃ।
সম্প্রহৃষ্টোদদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ॥ ৪
ততঃ সাসম্প্রতিশ্রাব্য তব মাতা যশস্বিনী।
অযাচত নবশ্রেষ্ঠং দ্বোবরৌ বরবর্ণিনী॥ ৫
তব রাজ্যং নরব্যাঘ্র মম প্রব্রাজনং তথা।
তচ্চরাজা তথা তস্যৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌবরম্॥ ৬
তেন পিত্রাহমপ্যত্র নিযুক্তঃ পুরুষর্ষভ।
চতুর্দ্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বরদানিকম্॥ ৭
ভবানপি তথেত্যেব পিতরম্ সত্যবাদিনম্।
কর্ত্তুমর্হসি রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমেবাভিষেচনাৎ॥ ৯
ঋণান্মোচয় রাজানম্ মৎকৃতে ভরত প্রভুম্।
পিতরং ত্রাহি ধর্ম্মজ্ঞ মাতরঞ্চাভিনন্দয়॥ ১৯
গচ্ছত্বং পুরবরমদ্য সংপ্রহৃষ্টঃ।
সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে॥ ১৭

ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্দ্ধ্নি শীতাম্।
এতেষামহমপি কানন দ্রুমাণাং
ছায়াং তামতিশয়নীং শনৈঃশ্রয়িষ্যে॥ ১৮

কহিলা অগ্রজবরে উত্তরে ভরত
আক্ষেপে, "সক্ষম, কহ, কে আছে ধরায়
তববাদ প্রতিবাদে রঘুবংশনাথ ?
কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি বুঝিতে অক্ষম
এ বাক্য যে, নারীজন্ম লভি' কে কোথায়
স্বামী পরিচর্য্যা করি' মাগে প্রতিদান—
একমাত্র কর্ত্তব্য যে নারী জীবনের ?
অবশ্যকরণীয় যে কার্য্য, মানবেশ,
অকরণে প্রত্যবায়, কৃতে, প্রতিদান—
কার্য্যফল মাত্র তা'র, নহে অতিরেক !
নারী জীবনের আশা, সফলতা, সব(ই)
জড়িত স্বামী জীবনে; সে স্বামী রক্ষায়
স্বার্থ তা'র রক্ষে নারী ! স্বার্থবশে করি'
নিজ কার্য্য, কহ আর্য্য, কোন্ নীতি বশে
মাগিলা সে নষ্টমতি জননী আমার
কৃত কার্য্য-পুরস্কার ? দিলেন বা তাঁ'য়
অনির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রতিদান রূপে
পিতা রঘুকুলেশ্বর তমোবশ্যতায় ?
অশাস্ত্রীয় কার্য্য কিবা সিদ্ধ, রঘুনাথ ?
সত্য যদি করিলেন রঘুকুলেশ্বর

অশ্বপতি সন্নিধানে বিবাহের কালে
গিরিব্রজে—রাজ্যদানে দৌহিত্রে তাঁহার,
করিলেন সে পণে কি তনয়া বিক্রয়
অশ্বপতি—হীনমতি অন্ত্যজ সমান ?
করিলেন, সত্য কি, সে ক্ষত্র চূড়ামণি
রঘুনাথ এ উদ্বাহ লঙ্ঘি' কুলাচার ?
অথবা, এ সত্য যদি—ভ্রান্ত ধারণায়
বন্ধ্যত্ব কল্পনা করি' জ্যেষ্ঠা জননীর,
করিলেন(এ) সত্য পিতা—রঘুবংশ নাথ,
ছিলা কি সে সত্য কালে চিত্ত মাঝে তাঁ'র
প্রবঞ্চিতে জ্যেষ্ঠ সুতে ; চিন্তহ বারেক—
বিপর্য্যিতে বংশরীতি—বিধি মান্ধাতার ?
অথবা, কি কব আমি, সর্ব্বজ্ঞ, তোমায়
ধর্ম্মতত্ত্ব, শাস্ত্রবিধি ? বৈবস্বতাবধি
জ্যেষ্ঠ-অনুক্রমী এই রাজ্য অযোধ্যার ;
বিশেষতঃ, নহে বিত্ত, দায়িত্ব কঠোর
এ রাজ্য—রাজ কর্ত্তব্য সর্ব্বপরিচয়ে !
ইক্ষ্বাকুর দেহ বৃক্ষে সুপ্ত যবে তুমি
আছিলে, হে মনুজেন্দ্র, বীজরূপে, তবে
সংক্রমিল এ দায়িত্ব তব দেহে, তাই,
যোগ্য উপাদানে সর্ব্ব গঠন তোমার !
নাহি ছিল অধিকার পিতার আমার
সে দায়িত্ব সংক্রমণ অস্বীকারে ; হই
অসমর্থ সর্ব্বরূপে—শক্তিহীন আমি—

তব যোগ্য গুরুভার বহনে রাঘব !
তথাপি, যদ্যপি সহ্য, তব ধারণায়,
কোন সিদ্ধ অধিকার বর্ত্তিল আমার
অযোধ্যার সিংহাসনে, দেহ অনুমতি—
আনি' দর্ভ, গঙ্গোদক, হেমগর্ভ তিল
এখন(ই), সর্ব্ব সমক্ষে করিব অর্পণ
পাপার্জ্জিত রাজ্য মম—তব ন্যায্য ধন
তোমারে ; দেখহ সাথে আনীত যতেক
অভিষেক আযোজন ; দেহ আজ্ঞা, নাথ,
অভিষেক সদ্য তব করি সম্পাদন ??"

অ, ১০৫। সান্ত্বিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্য মিদং মম।
তদ্দদামি তবৈবাহং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৪
গতিংখর ইবাশ্বস্য তার্ক্ষ্যস্যেব পতত্রিণঃ।
অনুগন্তুং ন শক্তির্মে গতিং তব মহীপতেঃ ॥ ৬

কহিলেন প্রত্যাশিত অনুজে রাঘব
উত্তরে,—"পণ্ডিত তুমি বিদ্যায় ভরত !
অখণ্ড এ যুক্তি তব ; কিন্তু প্রিয়তম,
ন্যায়ের অতীত 'সত্য'—নিত্য, নির্ব্বিশেষ ;
অনুধাবনীয় ইহা মনোমধ্যে ; নহে
প্রত্যক্ষ বিষয়ে নিত্য সত্য সপ্রমাণ ;
নহে কিম্বা অন্য নীতি সাপেক্ষ্য ভরত ?
সত্য ইহা—মাতৃস্নেহ সন্তানে আপন ;
পরন্তু, মাতার কৃত পুত্রে তিরস্কার

না করে সে বাৎসল্যের স্বল্পতা প্রমাণ!
জ্ঞাত তুমি ইহাও যে, সত্যবাধ্যতায়
মহর্ষি দেব বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র গৃহে
বশিষ্ঠ মারণ যাগে হইলেন হোতা
উপেক্ষি' স্বরক্ষা নীতি—কি ক'ব অধিক?
এমন(ই) সরল, সত্য, নির্দ্বন্দ্ব, ভরত,
বিশেষণে বিশেষিত নহে কদাচন!
এই শুদ্ধ সত্য ঋণে আবদ্ধ পিতায়
অঋণী করিতে আমি আইলাম বন!
স্বর্গগত পিতা এবে; ঋণ-মুক্তি হেতু
ভুঞ্জিছেন যোগ্য লোক; ন্যায়ের কুঠার-
আঘাতে সে সত্য-তরু করিলে ছেদন,
অবিলম্বে স্বর্গচ্যুতি ঘটিবে পিতার!
সে হেতু এ বনবাস সঙ্কল্প আমার
নহে পরিবর্ত্তনীয় কদাপি, ভরত!"
কহিলা পুণ্ডরীকাক্ষে আক্ষেপে ভরত,—
"নির্দ্দয়ের মত যদি, দয়াময় তুমি,
একান্ত এ ভাগ্যহীনে করি' অবহেলা
বানপ্রস্থে রহ স্থির; লইয়া সন্ন্যাস,
রহিব এ বনমাঝে অমিও রাঘব,
তব সেবাপরায়ণ—লক্ষ্মণের সাথ—
করিবারে ভস্মীভূত প্রায়শ্চিত্তানলে
অভিশপ্তা জননীর ন্যস্ত ভাগ্য-লেপ—
কলঙ্কের আলিম্পন—সমর্পণ করি'

অভাগিনী অযোধ্যারে নিয়তির খর-
তুফানে—প্রবহমান কাল-জলধির !
তথাপি, তোমাবিহীনা-শ্মশান-সমান
অযোধ্যা প্রতিগমনে অসমর্থ আমি
তোমারে এ বানপ্রস্থে দিয়া বিসর্জ্জন !!”

*   *   *   *

আছিলেন পার্শ্বে বসি’, বিমর্ষ বয়ান,
কৌশল্যা সুমিত্রামাতা ; নাতি দূরান্তরে
কৈকেয়ী—লাজমলিনা। কহিলেন রাণী
কৌশল্যা, করপল্লবে মাৰ্জ্জি’ বারংবার
বাৎসল্যে পুত্রের পৃষ্ঠ, মিষ্ট মৃদুভাষে,—
“শুন তাত, কহিছে যা’ সুবুদ্ধি ভরত—
অনুজ তোমার, রাম, লক্ষ্মণ সমান !
না হও নিদয়, বৎস, না হও উদাস
ভরতের প্রতি তুমি ! চাহি’ মুখ তা’র,
চাহি’ মোসবার মুখ, চল ফিরি’ ঘর !
বিকল সকল(ই), বাপ, তোমা বিনা মোর-
চন্দ্রহীনা সন্ধ্যাসম গৃহ অন্ধকার !!”

জননীর পদরজঃ ধরিয়া মস্তকে,
বারংবার, কহিলেন অনুজে রাঘব,—
‘সুপ্রবুদ্ধ বুদ্ধিতব জানি চিরদিন
ভরত ! সঙ্গত নহে সেহেতু তোমার
এ মোহ ! দেখহ চাহি’, অন্তরে আপন

প্রজ্ঞালোক বলে নাশি' মোহ অন্ধকার—
এ জীবন মৃত্যুপথে নিত্য ধাবমান ;
তথাপি, যন্ত্রচালিত পুত্তলির মত
মানব, বিধি নির্দ্দেশে করে নিরন্তর
বিধিবাঞ্ছা সম্পূরণ ! এ নহে অলীক
কল্পনা; কল্পনাতীত বিধি-বাসনায়
অঘটন ঘটি' নিত্য, মোহিত মানবে
বিধাতৃ বাঞ্ছিত বঞ্চ্যে করে সঞ্চালিত—
উপলক্ষে বৃথা শ্লাঘা কিম্বা তিরস্কার !
সেহেতু এ পিতৃসত্য উপলক্ষে, ঘন-
গহন অরণ্য বাস বাসনা আমার
অতীব দুর্দ্দমনীয় ! সে কারণ কহি,
ত্যজিবারে ভ্রান্ত তব ধারণা ভরত !"
"প্রপঞ্চময় জগতে," কহিলেন নাথ
বিশ্বস্ত অনুজে,—"প্রিয়, অবস্থা-পর্য্যায়—
সুখ দুঃখ, জন্ম জরা মৃত্যুর সমান
জড়িত এ জড়দেহে—অংশ সম তা'র !
অনতিক্রমণীয় এ জানিও সকল;
সে কারণ বৃথা খেদ এ সকল হেতু !
কে কোথায়, বুদ্ধিমান্, কহ, এ সংসারে,
নিজ জাতি জন্ম দেহ বুদ্ধি অবস্থায়
করে হতাদর ? দেখ, কুরূপ যে জন,
সেও দেখে হাস্যমুখে দর্পণে বয়ান,
করে বেশ পারিপাট্য ! বংশ পরিচয়ে,

চণ্ডাল(ও) কৌলিন্য গর্ব্বে করে আস্ফালন ;
স্বল্পমেধা জনান্তরে ভাবে বুদ্ধিহীন ;
জীর্ণগৃহে ভিক্ষাজীবি লিখে আলিম্পন,
এমতি নীতিচাতুর্য্যে গঠিত জগৎ !
তবে, কহ, কি কারণ খিন্ন তুমি, প্রিয়,
দেখি' মম ভিক্ষুবেশ, বৃক্ষতল বাস ?
যাহ, কহি, অযোধ্যায়, পিতার নির্দ্দেশে
পালহ সে পিতৃরাজ্য ; অনিবার্য্য মম
বনবাস প্রকল্পনা—বিকল্প বিহীন !!"

* * * *

জাবালির প্রগল্‌ভতা

আসিয়া এ হেন কালে, খ্যাত দর্শনিক
মহর্ষি, জাবালি নাম, কহিলেন,—"রাম,
বিদ্বান, সুবুদ্ধিমান্ সুবিদিত তুমি,
অথচ জ্ঞান-প্রবীণ ! নবীন যদিও,
বয়সে অবশ্য, তবু সাজেনা তোমারে
সামান্য জনের মত এ হেন ব্যাভার !
দেখ, দূর জলতলে, অতল সাগরে
জন্মে মুক্তা শুক্তিগর্ভে, কন্দরে হীরক ;
তথাপি, সুযোগ্যস্থানে প্রস্থাপিত যবে
রত্ন—রাজশিরস্তাজে, নারী মেখলায়,
যায় কি হীরক মুক্তা ছাড়ি' নিজস্থান

সাগরে, খনিরগর্ভে ফিরি' পুনর্ব্বার ?
রহে সে গৌরব-দীপ্ত গর্ব্বে আপনার—
উজ্জ্বলি' রাজেন্দ্র শিরঃ, নারীর ভূষণ !
পিতৃমাতৃ উপলক্ষে জন্মলভে নর
সত্যই এ মর্ত্ত্যলোকে, কিন্তু শুন, রাম,
একান্ত স্বীয়স্বাতন্ত্র্য আছয়ে সবার—
পিতৃমাতৃ-নিরপেক্ষ লক্ষণে আপন !
তত্রাচ, বিতর্কহেতু কহি, কহ যদি,
পিতামাতা নিত্যগুরু জন্মকরি' দান—
যদিও মেঘ সংঘর্ষে তাড়িতের মত
উৎপন্ন জীব-জগৎ—একান্ত স্বাধীন,
নিঃসম্পর্ক ; তত্রাপিচ বিতর্কের হেতু
কহি, কহ যদি তুমি,—প্রতিপালনীয়
সর্ব্বথা পিতার আজ্ঞা, মাতার নির্দ্দেশ,
কহ তবে, কোথা এবে করিবে গমন—
অরণ্যে, পিতার সত্যে ? কিম্বা অযোধ্যায়—
জননীর অনুরোধে ফিরি' পুনর্ব্বার ?
ভ্রান্ত এ সকল(ই) তব কল্পনা রাঘব—
পিতা পুত্র, উচ্চ নীচ—তুচ্ছ ভেদাভেদ—
পিতৃঋণ, মাতৃআজ্ঞা—অজ্ঞ-প্রবোধন !"
"বরংচ, ইহ সংসারে," কহিলেন ঋষি,—
"সর্ব্বথা পিতাই ঋণী সন্তানের ঠাঁই
জন্মদানহেতু ! তাই করিলেন হেন
বিধান সুবুদ্ধি জন—সর্ব্বস্ব পিতার

বর্ত্তনীয় সন্তানে সে ঋণ পরিশোধে !
সেহেতু, বৃথা এ তব অরণ্য গমন
বাসনা, ত্যজিয়া নিজ ঐশ্বর্য্য সম্পদ—
অধমর্ণে উত্তমর্ণ গণি' কল্পনায় !
আর, সেই লোকান্তর জন্মান্তর বাদ,
ব্যর্থ-চিন্তা ; সত্য যদি, কহ চিন্তা করি'—
রুষ্টি তুষ্টি মৃতজনে কেমনে সম্ভব—
সুখ দুঃখ হর্ষামর্ষ অনুভূতি সহ
অস্থি মাংস দগ্ধ যা'র জ্বলন্ত চিতায় ?
অথবা এ সত্য যদি, প্রাপ্ত দেহান্তর
পিতাতব, লোকান্তরে নবীন জীবন,
অকারণ বনবাস সঙ্কল্প তোমার—
লোকান্তরে নব দেহ প্রাপ্ত সে পিতার
কল্যাণার্থে— বানপ্রস্থ ভ্রান্ত ধারণায় !!"
"অক্ষম যে জন, রাম !" কহিলেন মুনি,—
"কর্ম্মশক্তি হীনতায় কল্পনা-প্রবণ,
অপ্রত্যক্ষ ভজে সেই—কল্পনার জালে
করিয়া নরক, স্বর্গ, লোক-লোকান্তর
রচনা—অলস চিত্তে মিথ্যা সান্ত্বনায়
ছলিতে—প্রত্যক্ষ সত্যে হেলি' উপেক্ষায় !"
কহিলেন উচ্চহাস্যে জাবালি আবার,—
"অক্ষম বুঝিতে আমি,—মৃত যেই জন,
ভস্মীভূত চিতানলে, লভে কি প্রকারে
সে জন শ্রাদ্ধের বলি ! লভিলা কি কভু

জীবিত প্রবাসীজন, নিজ আত্মীয়ের
প্রদত্ত এ হেন খাদ্য ? পাইলা কি তুমি,
পূর্ব্বজন্ম-পুত্র-পৌত্র-দত্ত-জলাঞ্জলি
কখনও ? কল্পনা এ--মিথ্যা সব(ই), রাম !
সে কারণ কহি, তাত, সু-সমর্থ তুমি,—
সক্ষম সর্ব্ব বিষয়ে,— ভুলি' কি কারণ,
ধূর্ত্ত, স্বার্থপর যত শাস্ত্র প্রণেতার
কপোল কল্পিত বাক্যে—বেদ, আগমাদি—
রচিত যা' মূঢ়জনে ছলি' ছলনায়
করিবারে স্বার্থ সিদ্ধি—করিয়া বিশ্বাস,
ভজিতেছে অপ্রত্যক্ষ অবাস্তবে আজি
প্রত্যক্ষ বাস্তবে করি' হেলায় বর্জ্জন ?
তব সম জনের এ কর্ত্তব্য, রাঘব,
ভরতের বাক্যে হ'য়ে সদ্য অবহিত,
অযোধ্যার রাজ্য ভোগ—দ্বন্দ্বহীন মনঃ !

সাধু রাঘব মাভূৎ তে বুদ্ধিরেবং নিরর্থিকা।
প্রাকৃতস্য নরস্যেব হ্যার্য্য বুদ্ধেস্তপস্বিনঃ। ২
কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিমাপ্যংকস্য কেনচিৎ।
একোহি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি॥ ৩
তস্মান্মাতা পিতা চেতি রাম সজ্জতে যো নরঃ।
উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ো নাস্তি কশ্চিদ্ধি কস্যচিৎ॥ ৪
নতে কশ্চিদ্দশরথস্ত্বঞ্চ তস্য ন কশ্চন।
অন্যোরাজা ত্বমন্যস্তু তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে॥ ১০
বীজ মাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং শোণিত মেবচ।

সংযুক্তমৃতুমন্মাত্রা পুরুষস্যেহ জন্মতৎ॥ ১১
গতঃস নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্রতেন বৈ।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যসে॥ ১২
অর্থ-ধর্ম্ম পরা যে যে তাংস্তাঞ্শোচামি নেতরান্।
তেহি দুঃখ মিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে॥ ১৩
অষ্টকা পিতৃদৈবত্যমিত্যযং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতেহি কিমশিষ্যতি॥ ১৪
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং নতৎ পথ্যাশনং ভবেৎ॥ ১৫
দান সংবননাহ্যেতে গ্রন্থামেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ॥ ১২
স নাস্তি পরিমিত্যে তৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যৎ তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ করু॥ ১৭
সতাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্ব্বলোকনিদর্শিনীম্।
রাজ্যত্বং প্রতিগৃহ্ণীষ ভরতেন প্রসাদিতঃ॥ ১৮

জাবালি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ; অশ্রদ্ধায় শুনি'
রাঘব, এ প্রগল্‌ভোক্তি জাবালির মুখে—
আদ্যন্ত চাতুর্য্যময়, গাম্ভীর্য্যে ক্ষণেক
নিরখি' আপাদ-শীর্ষ, কহিলেন হাসি'
তাচ্ছিল্যে,—"ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম আপনার,
বয়সে প্রবীণ. কিন্তু ভাগ্যদোষে মোর,
বিষমস্থ বুদ্ধি তব; নহে, কি সাহসে
চার্ব্বাকের জড় বাদ করিছ প্রচার
মম অগ্রে, জানি, দস্যু তস্কর সদৃশ

দণ্ডার্হ চার্ব্বাক-পন্থী—ভ্রান্ত মত বাদী—
যে হেতু চার্ব্বাক বাদী নির্ব্বুদ্ধিতা বশে
বীজে অস্বীকারি' করে বৃক্ষে অঙ্গীকার—
পুষ্প, কিশলয়, বর্ণ-বিভব, সৌরভ—
না চিন্তি' যে, আদি অন্তে বীজ মাত্র সেই
তরুরূপ পরিস্থিতি—অতীব অস্থির!
সত্য—উদ্ভিদের মত অব্যক্ত এ ভব
আদ্যন্তে, সুব্যক্ত মধ্য, সে ব্যক্ত ঐহিকে
সাজায় সর্ব্বস্ব দিয়া চার্ব্বাকী নির্ব্বোধ
কার্য্যাকার্য্য উপেক্ষিয়া—লক্ষ মাত্র হীন
অন্ধসম আদি অন্তে! কিন্তু অজ্ঞ জন-
সাধারণ, অন্ধ যথা অন্ধের পশ্চাৎ,
হয় ভ্রান্ত এ দৃষ্টান্তে, শ্রেয়ঃ পন্থা ছাড়ি',
প্রলোভন-মদ-মত্ত বুদ্ধি, সে কারণ
রচে নানা দুষ্কৃত সৃষ্টি শৃঙ্খলায়!
অতীব শ্রুতি মধুর, বিষ পরিণাম
যদিও, এ বাক্য তব—অযোগ্য শ্রবণ—
তথাপি খণ্ডন যোগ্য যুক্তি আপনার
দৃশ্যতঃ চাক্‌চিক্য ময়—ভ্রান্ত পথ জনে
নির্দ্দেশিতে ঋত পন্থা ভব কান্তারের!
কহি তাই, মানব কল্পনা নহে বেদ;
নহে শব্দ সমবায়, গীতি, অর্থ হীন!
বিশ্বের অব্যক্ত অংশ ক্রমশঃ নির্দ্দেশ
ক্রম অধিকারী জনে, বিধি প্রেরণায়

আগত এ মর্ত্ত্যলোকে বেদ মূর্ত্তি ধরি'—
স্থূল চক্ষে উপলক্ষে দিয়া কর্ত্তৃবোধ—
শাশ্বত অনুশাসন বিশ্বনিয়ন্তার !
নহে ধূর্ত্ত শাস্ত্রকার রচিত এ বেদ
স্বার্থ পরবশতায়, নহে অনর্থক !
নহে অপ্রমেয় বাদ ; প্রত্যক্ষ এ বেদ
প্রজ্ঞাচক্ষে ; দীনচক্ষুঃ, অজ্ঞ যে মানব
অসমর্থ অর্থবোধে, করে নিন্দাবাদ !
চার্ব্বকী, ইহ-সর্ব্বস্ব, অজ্ঞানতা বশে
প্রকৃতির রঙ্গালয় চিন্তে এ ধরায়—
প্রমোদ ভবন—যথা, অভিনেতা সম
আগত সম্পর্ক শূন্য বিভিন্ন মানব
অভিনয় হেতু, যায় গৃহে পুনর্ব্বার
অকস্মাৎ—লভিবারে বিরাম যেমন
পরিশ্রান্ত—কতদূরে অজ্ঞাত সন্ধান—
যথাগত, প্রত্যাগত নাহি হয় আর !
অথবা এ নর জন্ম, জড়বাদী কয়,—
আকস্মিক্, লক্ষ্যশূন্য — শিখাগ্নি যেমন—
সংঘর্ষে লভি' সে দেহ, প্রকৃতির বশে
ইন্ধন সম্ভোগে মগ্ন রহি' ক্ষণকাল
প্রত্যক্ষ, চমকি' রূপে, তাপে উত্তাপিয়া
সর্ব্বদিক, অতর্কিতে হয় নির্ব্বাপিত—
ছাড়ি' অর্দ্ধভূক্ত ভোগ—ভস্ম অবশেষ !
সত্য কি মনুষ্য জন্ম উদ্দেশ্য বিহীন

আকস্মিক্ ? বীণাতন্ত্রে মক্ষিকা পতন-
জনিত টঙ্কারে সুর-ঝঙ্কারের মত
বাতাসে লভিয়া জন্ম আকাশে মিশায় ?”
কহিলেন প্রভু পুনঃ,—“দেখহ ব্রাহ্মণ
ত্যজিয়া নাস্তিক্য বুদ্ধি, প্রত্যক্ষ বিচারে
করি লক্ষ্য—নাহি কার্য্য হেতু ব্যতিরেক !
কিন্তু হেতু পরম্পরা, নিত্য অগণন,
উপনীত অবশেষ—নিবৃত্ত যথায়
সর্ব্ববিধ প্রশ্নোত্তর, মনুষ্য চিন্তন্ ;
সেই সর্ব্ব প্রশ্নোত্তর, সর্ব্ব হেতুমূল,
ব্যক্তাব্যক্ত, শাশ্বত এ বিশ্বের কারণ,
মনুষ্যেরও জন্মহেতু ! চিন্তাতীত সেই
বিশ্বমূল পরিক্রমি’ ঘুরে চক্রবৎ
বিশ্বচক্র—ক্ষিতি, তেজঃ, পবন, বরুণ,
নভোলোক—নিত্যনব, নিত্য পুরাতন—
নানারূপে অরূপের(ই) সরূপ বিকাশ !”
“শুন বিপ্র !” কহিলেন প্রভু পুনর্ব্বার,—
“বৈচিত্র্য এ বিশ্বমূর্ত্তি; যত্নপরা তেঁই
রক্ষিতে বিশ্ববৈচিত্র্য প্রকৃতি স্বয়ম্ !
সেহেতু, প্রকৃতিবশে সর্ব্বজীব লোক—
মনুষ্য, শ্বাপদ, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ—
নিরত অনুবর্ত্তনে পিতৃ-অনুক্রম ;
পৈত্রিকতা অস্বীকৃতি সাধ্যাতীত ! তেঁই
গুল্মবীজে শাল্মলী না জন্মে কদাচন,

সিঞ্চে না অধরে সুধা আশীবিষ, কভু
ভল্লুকে না করে শল্লী বরমাল্য দান !!”
“পরন্তু, শাশ্বত বিশ্ব-বিধানে, ব্রাহ্মণ !”
কহিলেন জাবালিরে প্রভু পুনর্ব্বার,—
“ভ্রমি’ লক্ষ লক্ষ্যালক্ষ্য জন্ম-দেহান্তর
ক্রমোর্দ্ধ জীব-জগৎ লভে নর দেহ
স্বভাবে, লভিয়া যবে কর্ম্ম-স্বাধীনতা
হয় কর্ম্ম ফলাধীন ! এ হেন বিধান,
রক্ষিতে এ বিশ্বচক্রে ক্রম আবর্ত্তন
অব্যাহত ; সে হেতু এ কর্ম্মফল ভাগী
মানব, স্বভাব ধর্ম্মে করে অধিকার
স্বপ্রবুদ্ধ-মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কার,
অনন্য-জীব-সম্ভব জাগ্রত বিবেক ;
লভে পক্ষান্তরে—নিত্য আকর্ষণশীল
ষড়রিপু, সদসৎ চিত্তবৃত্তি নানা—
দয়া ক্ষমা, হিংসা ক্রোধ, অসূয়া, সন্তোষ-
প্রতিযুক্ত পরস্পরে নিত্য সে সকল,
স্বভাবে অতিশয়িত ; হয় সে কারণ
আকৃষ্ট বিভিন্নমুখে দুর্ব্বল মানব
উন্মার্গে পরিচালিত রিপু বাধ্যতায় ;
উপেক্ষি’ ক্রমশঃ ক্ষীণ বিবেক নির্দ্দেশ,
করে বিশ্বপ্রকৃতির বিধি ব্যতিক্রম !
বৃথা সে চার্ব্বাকী-যুক্তি মিথ্যা জল্পনায়
কালক্ষেপ, নাট্যশালা নহে এ সংসার,

নহে বা মনুষ্যজন্ম মিথ্যা অভিনয় !
পরীক্ষার প্রেক্ষাগার সংসার, তথায়
কৃচ্ছ্র সাধনার পীঠ মনুষ্য জীবন !
সজ্ঞানে যে ভাগ্যবান লক্ষ প্রলোভন-
লুব্ধচিত্তবৃত্তি নিজ আত্মবলে দমি'
সমর্থ কর্ত্তব্য পন্থা করিতে নির্ণয়
শুদ্ধবুদ্ধি বাধ্যতায়, সিদ্ধ সাধনায়
সে জন মনুষ্য জন্মে ; বিশ্ব-নিয়ন্তার
বিধানে, ক্রমোর্দ্ধগতি লভে সে নিশ্চয় !
কিন্তু মোহ-মদ-মত্ত-অজ্ঞানতা বশে
উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি চালিত যে জন
দীনচিত্ত, দেহে করি' নিজত্ব আরোপ,
পূজিতে সর্ব্বোপচারে দেহ-দেবতায়
কার্য্যাকার্য্যে নির্ব্বিচার, সে প্রমত্ত জন,
প্রবল জল প্রবাহে যায় প্রবাহিয়া
শুষ্ক তৃণরাশি যথা, হয় নিপাতিত
নিরয়ের অধঃস্তরে বিধি-শৃঙ্খলায় !
সেহেতু চার্ব্বাক নীতি—ইহ সর্ব্বস্বতা
সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য এ ভবে, ব্রাহ্মণ,
বিবেকের অনুবর্ত্তী যেজন তাহার !!"
এত কহি', ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহি' নাথ
কহিলেন জাবালিরে সম্বোধি' আবার,—
"শুন দ্বিজ, বৃদ্ধ তুমি উদ্ধত স্বভাব !
নাহি জান সৃষ্টিতত্ত্ব ! এমম আক্ষেপ—

না মান শাস্ত্রোক্তি, নাহি শাস্ত্র অর্থ বোধ !
কহ, কোন্ শাস্ত্রে কহে এ উন্মাদ কথা—
জীব সৃষ্টি বিধাতার কর্ম্ম দৈনন্দিন,
অথবা মনুষ্যে করে মনুষ্য সৃজন ?
নহে, কহ, কোন্ জ্ঞানে কহ অজ্ঞ সম—
পিতা পুত্র নিঃসম্পর্ক বিভিন্ন মানব,
কিম্বা পিতামাতা ঋণী সন্তানের ঠাঁই
জন্মদান হেতু ? হায়, কে কহিবে, কেন
পিতা মম রঘুনাথ, অতি বিচক্ষণ,
করিলেন তব সম এহেন ব্রাহ্মণে
নিয়োজিত পৌরহিত্যে যজ্ঞে তাঁর, জানি'
শাস্ত্রহীন ভণ্ড দ্বিজ চণ্ডাল সমান ?
দেখ চাহি' চূত শাখে উদ্গত মুকুল
নহে অভিনব সৃষ্টি ! গুপ্ত তরু দেহে
প্রাপ্তকাল মুকুলের (এ) ক্রম বিবর্ত্তন !
দেখ পুনঃ, অলক্ষ্যিতে বক্ষোমাঝে ঢাকি'
মুকুল, কোরকে সুপ্ত চূত সুরসাল
মধ্যে বীজ অভ্যন্তরে শায়িত অঙ্কুর—
বিটপী সর্ব্বস্বে-পূর্ণ অঙ্কুরের রূপে—
শাখা, পত্র, বীজ, পুষ্প, অঙ্কুর আবার—
করিতেছে অভিব্যক্ত বিশ্ব-বিধানের
গুপ্তনীতি—অনন্তের(ই) একান্ত ইঙ্গিৎ !
করহ ব্রাহ্মণ সদ্য সম্বন্ধ নির্ণয়—
বৃক্ষ সহ নিজ দেহ জাত মুকুলের

কোরকে নিহিত সুপ্ত অঙ্কুরের সাথ—
প্রাপ্ত কালে বৃক্ষের(ই) যে পূর্ণ প্রস্ফুরণ—
বিটপের(ই) প্রতিচ্ছন্দঃ! স্বভাবের বশে
আকার জাতি প্রকৃতি সকল(ই) তরুর
সংক্রমিত সর্ব্বরূপে অঙ্কুরের দেহে,
তথাপি অঙ্কুর নহে বৃক্ষের সৃজন!
অব্যক্ত দেহাংশ যদি ব্যক্ত দেহে তা'র
প্রকৃতির বাধ্যতায়, বলহ ব্রাহ্মণ,
কিহেতু বিটপী ঋণী অঙ্কুরের ঠাঁই
সহিয়া অশেষ দুঃখ—দুঃখ এ যদ্যপি—
ধারণে পোষণে আত্ম প্রাণশক্তি দিয়া?
শুন দ্বিজ! কোন্ কার্য্য বৃথা বিতণ্ডায়?
পিতৃ প্রতিচ্ছন্দঃ পুত্র—বৃক্ষাঙ্কুর সম
সম্বন্ধে সম্বন্ধ যুক্ত—নহে ভিন্ন জন!
অনুবৃতি মাত্র ইহা পিতৃ জীবনের—
বিভিন্ন আধারে মাত্র, এক(ই) প্রাণ-ধারা
রাখিবারে অব্যাহত নশ্বর ধরায়!
সেহেতু, এ উত্তমর্ণ অধমর্ণ নীতি,
একান্ত বালকোচিৎ বাক্য আপনার!
শুনহ ব্রাহ্মণ, যবে অঙ্কুরের মত
আছিনু অব্যক্ত আমি পিতৃদেহে, তবে
করিলেন সত্য পিতা বিমাতার ঠাঁই
কৃতজ্ঞতা বাধ্যতায়, সেই সত্য ঋণে
বদ্ধ পিতা, বদ্ধ আমি—দেহাংশ পিতার!

আত্ম-প্রতারণা ইথে যুক্তি বিপরীত !!
অপিচ, ব্যবহারিক লক্ষণ বিচারে
কে কহিবে পিতা ঋণী সন্তানের ঠাঁই—
পালন, পোষণ, স্নেহ—কোথায় তুলনা
সংসারে—সে স্বার্থহীন আত্মবলিদান,
জীবন-ব্যাপিনী সেই শুভ কামনার ?”
সম্বোধি’ ক্রমশঃ ম্লান ব্রাহ্মণে রাঘব
কহিলেন, “শুন বৃদ্ধ, অশ্রদ্ধেয় অতি
এ তব নাস্তিক্য-বুদ্ধি—বুদ্ধমতবাদ—
মনশ্চক্ষে লক্ষ্যহীন প্রত্যক্ষ দর্শন !
আদি অন্ত চিন্তা শূন্য ভ্রান্ত ধারণায়
নাহি মান লোকান্তর ! কিন্তু, কহ শুনি,
আকাশে কি আসে যায় নিত্য নব শশি
নিশায়, ঊষায় নিত্য আদিত্য নবীন ?
যায় কি বহিয়া বায়ু—নিত্য অভিনব—
শান্ত বা দুরন্ত কেহ—উত্তপ্ত, শীতল ?
বরষে কি বরষায় নব বারিধারা
বর্ষে বর্ষে নব মেঘ ? বলহ ব্রাহ্মণ,
জ্বলে কি প্রদীপ-বর্ত্তি উজ্জ্বলি’ পাবক
ভিন্ন ভিন্ন দীপাধারে, ফুৎকারে নিবায়—
নিত্য নব নব কি সে—নিত্য আসে যায়
অভ্যাগত—যে নিবে সে নাহি জ্বলে আর ?
প্রত্যক্ষ—চার্ম্মিক চক্ষে সত্য এ সকল ;
কিন্তু ভ্রান্তি মাত্র সব(ই) ! লক্ষ কীটবাস

দৃশ্যতঃ নির্ম্মল জলে, প্রশ্বাস পবনে,
ব্যর্থিছে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি—অপ্রবুদ্ধ বোধ !!
অথবা বৃথা বিতণ্ডা, বৃথা বাক্য ব্যয় !
সেই রবি নিত্য উঠে, ডুবে পুনর্ব্বার
অস্তাচলে, নভস্তলে সেই নিশাকর—
কভূ কৃশ, পুষ্ট কভু, কভু আভাহীন !
নিত্য আসে ঘুরি' ঘুরি' বিশ্বচরাচর
সেই বায়ু, সেই বারি ধরি' নবরূপ
বর্ষে বর্ষে ; বর্ত্তি মুখে সেই শিখা জ্বলে
ভিন্ন ভিন্ন দীপাধারে—উজ্জ্বল, মলিন—
বিশ্বচক্র গতি ইহা—সূক্ষ্ম, সুদর্শন !
এ-ই নিত্যা প্রকৃতির রীতি সাধারণ
সর্ব্ব ধর্ম্মে—জীব জন্মে নাহি ভিন্ন ভাব !
যবে মায়া-মুগ্ধ জীব মৃত্যুর কৃপায়
লক্ষ লক্ষ জন্মান্তরে লভে নরদেহ,
হয় সে কর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্যে কর্ম্মফলাধীন্—
চালিত স্বকর্ম্ম ফলে মৃত্যুদ্বার পথে
দেহ ছাড়ি' দেহান্তর ! লোকান্তর সেই
দেহান্তর, কিম্বা সান্তে অনন্তে মিলন !
সত্য, লোকান্তর গত পিতা রঘুনাথ
প্রাপ্তকালে, বিস্মৃত এ মর্ত্ত্য ব্যবহার—
সুখ, দুঃখ, আসক্তি বা বিষয়, বান্ধব
সম্বন্ধ—এ জগতের বন্ধন যতেক
জড়দেহ অনুসঙ্গী ! শুনহ ব্রাহ্মণ,

রূপ অর্থে, দেহ্ নহে মানব স্বরূপ!
পরন্তু, মন্ত্র-দীক্ষিত যাজ্ঞিকের মত
মন্ত্র সাধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম লভি' নর
হয় অনুষ্ঠান রত মন্ত্র অনুসার;
নহে দেহ, সেই মন্ত্র স্বরূপ তাহার!
গত পিতা, জড়দেহ ভস্ম অবশেষ—
অস্থি, মাংস, মজ্জা মেদ—আত্মা নির্ব্বিকার!
আছে মর্ত্ত্যে মন্ত্র তাঁ'র প্রত্যক্ষ স্বরূপ—
সন্ততিরে নিরন্তর করিতে নির্দ্দেশ
সাধনার ঋত পথ! সে পিতৃ নিদেশ,
পিতৃ মন্ত্র করিয়াছে হৃদ্‌যন্ত্রে বসি'
অমর এ মর্ত্ত্যধামে পিতৃত্ব আমার!!
যেহেতু এ মর্ত্ত্য মনঃ ক্ষিপ্ত অনুক্ষণ
মোহবশে সংসারের শত প্রলোভনে,
সে কারণ, নৈমিত্তিক কৃত অনুষ্টান—
শ্রাদ্ধাদি তর্পণ, রাখে নিত্য জাগরূক
মুগ্ধ মনে পিতৃস্মৃতি সম্বন্ধ পিতার!
বেশভূষা, উপচার, কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
অন্তরে ভাববৈশিষ্ট্য করে আমন্ত্রণ;
সেহেতু, শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধাদি তর্পণ
অবশ্যই করণীয় মর্ত্ত্য ব্যবহারে!
বিশেষতঃ, স্বর্গ-মর্ত্ত্যে এ যোগযুক্ততা
আনে অনাসক্তি মর্ত্ত্যে ক্ষণেকের(ও) তরে
প্রমাদ প্রলুব্ধ বুদ্ধি মুগ্ধ মানবের!

নহে ব্যর্থ, অনর্থক শাস্ত্রীয় বিধান
অথবা বৃথা কল্পনা ! শুন তপোধন !
মোহ মুগ্ধ, ভাগ্যহীন, অথবা পামর
যদ্যপি নির্ব্বুদ্ধিতায় করে পাপাচার
ক্ষমার্হ সে, কিন্তু শাঠ্যে কিম্বা ছলনায়
যে দুর্ব্বুদ্ধি, স্বার্থসিদ্ধি বাসনায় করে
শাস্ত্র নিন্দা, কিম্বা তা'র কদর্থ প্রচার
প্রতারিতে অজ্ঞজনে, হত্যাকারীসম
দণ্ডার্হ সে ভণ্ড জন এ মম বিচার !!”

বিদ্যুতের দীপ্তি মুখে দীপশিখা যথা
মলিন, হইলা এবে আসন্ন লজ্জায়
হতপ্রভ, অপ্রতিভ জাবালি ব্রাহ্মণ।

ভাবি' রুষ্ট রঘুবরে, মিষ্ট মৃদুভাষে
কহিলেন বশিষ্ঠ, সম্বোধি' সুতসম
বাৎসল্যে, সে শিষ্যরূপী বিশ্ব-প্রজ্ঞাধারে,—
“না কর অবজ্ঞা, তাত, শাস্ত্রজ্ঞ এ ঋষি
জাবালি, নহেন অজ্ঞ অথবা নাস্তিক !
নিবারিতে বনবাস বাসনা তোমার,
কহিলেন, মাত্র তব শুভ কামনায়,
অশাস্ত্রীয় বাক্য নানা অভিজ্ঞ তাপস ;
ক্ষমার্হ সে ! পরন্তু এ সংসারে, ধীমান্ !”
কহিলেন মুনি পুনঃ,—“গুরু তিন জন
উচ্চতর—পিতা, মাতা, আচার্য্য পশ্চাৎ !

লোকান্তর গত এবে পিতা তব, তাত,
জীবিতা জননী, আমি—আচার্য্য তোমার-
সম্প্রতি অতি নির্ব্বন্ধে করি অনুরোধ,
করিবারে পরিহার এ সঙ্কল্প তব
সুকঠোর! দেখ মনে করি' সুবিচার
এক্ষণে যে, ইক্ষ্বাকুর বংশ-বিধি মতে
জ্যেষ্ঠত্বে অনুক্রমিত রাজ সিংহাসন!
না আছিল অধিকার তব জনকের
করিতে পরিবর্ত্তিত সে বংশ-বিধান—
দায়ক্রম কোন ক্রমে! বিশেষে এখন,
অকস্মাৎ পতিশোকে কাতরা মাতার
অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিলে তোমার
না হইবে পাপস্পর্শ! মম অনুরোধ,
ভরতের সনির্ব্বন্ধ কাতর প্রার্থনা,
অপিচ স্বকুলধর্ম্ম স্মরি', রঘুবীর,
নানারত্নময়ী এই বসুধারে তুমি
কর তব পিতৃ তুল্য গৌরবে পালন!"

অ, ১১১। পুরুষস্য হি জাতস্য ভবন্তি গুরবস্ত্রয়ঃ
আচার্য্যশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ রাঘব॥ ২
স তেঽহং পিতুরাচার্য্যস্তবচৈব পরন্তপ।
মম ত্বং বচনং কুর্ব্বন্ নাতিবর্ত্তেঃ সতাং গতিম্॥ ৪
বৃদ্ধায়াধর্ম্মশীলায়া মাতুর্নার্হস্যবর্ত্তিতুম্।
অস্যাহিবচনং কুর্ব্বন্ নাতিবর্ত্তেঃ সতাংগতিম্॥ ৬
ভরতস্য বচঃকুর্ব্বন্ যাচমানস্য রাঘব।
আত্মানং নাতিবর্ত্তেস্ত্বং সত্যধর্ম্ম পরাক্রম॥ ৭

প্র, ১১০। ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্ব্বেষাং রাজা ভবতি পূর্ব্বজঃ।
পূর্ব্বজেনাবরঃ পুত্রোজ্যেষ্ঠো রাজ্যাভিষিচ্যতে॥ ৩৬
স রাঘবাণাং কুলধর্ম্মমাত্মনঃ
সনাতনং নাত্ম বিহন্তুমর্হসি।
প্রভূত রত্নামনুশাধি মেদিনী
মিদঞ্চ রাষ্ট্রংহি পিতা যথা তে॥ ৩৭

উত্তরে মধুর বাক্যে কহিলেন হাসি'
রামচন্দ্র, গুরু অগ্রে করি' প্রণিপাত,—
"না দেহ এ হেন আজ্ঞা শিষ্যে আপনার
গুরুদেব, ক্ষমহ এ প্রাগল্‌ভ্য আমার!
কি কব বা অভিনব তব অগ্রে আমি
তব-স্থানে-লব্ধজ্ঞানে করিয়া সহায়?
সত্য এ যে, মর্ত্ত্য মাঝে জননী জনক
সন্তানের মূল্যজ্ঞানে তুল্য দুজনায়,
তথাপি, এক্ষেত্রে দাস পালনে অক্ষম
মাতৃ আজ্ঞা, ভরতের প্রার্থনা কাতর,
অন্যথা-অলঙ্ঘনীয় এ তব নির্দ্দেশ;
যে হেতু, এ ক্ষেত্রে মাতা আত্মতৃপ্তি হেতু
মাগেন সান্নিধ্য মম; না পালিলে আমি
মাতৃআজ্ঞা, মনঃকষ্ট হইবে মাতার,
না হইবে ধর্ম্মহানি, নষ্ট পরলোক!
কিন্তু দেখ চিন্তি', দেব, মুক্ত-ঋণ পিতা
প্রাপ্ত এবে লোকান্তর; প্রতিজ্ঞাত আমি
পিতৃ অগ্রে, বিমাতার কৃত প্রার্থনায়

রহিতে দণ্ডকারণ্যে বর্ষ চতুর্দ্দশ
অর্পিয়া ভরতে রাজ্য ! এক্ষণে যদ্যপি,
ভরতের অনুরোধ, মাতার বিলাপ,
অথবা ন্যায়ের তর্ক—পিতৃ অধিকার,
বংশরীতি শাস্ত্র-উক্তি আদি ছলনায়
করি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ—সত্য পরিহার,
রহিবে কি ধর্ম্ম তা'য় ? কহ গুরুদেব !
এ-ই কি সত্যের মূর্ত্তি ? নিত্য, নির্ব্বিশেষ,
নির্ব্বিকল্প সর্ব্বরূপে—ব্রহ্মের স্বরূপ
এ সত্য, বিকল্প তা'র কেমনে সম্ভব ?
বিশেষতঃ, বনবাসে প্রতিজ্ঞাত আমি
যদ্যপি সে সত্য করি হেলায় লঙ্ঘন,
রাজ অনুকারী নিত্য প্রজাগণ, কভু
না মানিবে সত্যাসত্য, কার্য্যাকার্য্য ন্যায়—
পিতায় মাতায় পুত্র, স্বামী বনিতায়
নাহি দিবে অন্ন বাস ; উত্তমর্ণে আর
অধমর্ণ প্রত্যর্পণ না করিবে ঋণ !
হইবে অবশ্যম্ভাবী এ কুকার্য্য ফলে
উচ্ছৃঙ্খল আর্য্যাবর্ত্ত রাজ্য জনপদ !
সেহেতু অতি নির্ব্বন্ধে কহি—বারম্বার
ও তব চরণাম্বুজে করি প্রণিপাত—
ক্ষমিতে এ অক্ষমতা ভিক্ষুরাঘবের !!

অ, ১০৯। কামবৃত্তোঽন্বয়ং লোকঃ কৃৎস্নঃ সমুপবর্ত্ততে ।
যদ্‌বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্‌বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ ॥ ৯

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে।
সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষরম্॥ ১১
সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্ম্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্ব্বাণি সত্যান্নাস্তি পরংপদম্॥ ১৩
অ, ১১১। স হি রাজা দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম।
আজ্ঞাপযন্মাং যৎ তস্য ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি॥ ১১

ভরত বিদায়

না হইয়া ক্ষান্ত তবু একাগ্র ভরত,
কহিলা সুমন্ত্রে,—“সূত, দেহ বিস্তারিয়া
দর্ভময় আস্তরণ; আশ্রমের দ্বারে
প্রায়োপবেশনে আমি করিব শয়ন—
যাবৎ না রঘুনাথ ছাড়ি’ চীরবাস
করিবেন গৃহযাত্রা!” কিন্তু এ আদেশ
না পালিল সঙ্কুচিত সূত; সে কারণ,
নিজহস্তে আস্তরণ করি’ বিস্তারিত
ভরত দৃঢ়সঙ্কল্পে করিলে শয়ন,
অতীব মধুর কণ্ঠে কহিলেন তাঁ’রে
রঘুনাথ,—“অপরাধ কি(ই) করিনু আমি
ভরত, যেহেতু তুমি প্রায়োপবেশনে
হইলে কৃতসঙ্কল্প—অধমর্ণ গৃহে
প্রতারিত উত্তমর্ণ যেমতি হতাশ?
পরন্তু, ক্ষত্রিয় তুমি, করহ স্মরণ—

অকার্য্য এ ক্ষত্রিয়ের ; শাস্ত্রানুশাসনে
প্রায়শ্চিত্ত-যোগ্য ইহা ! কর গাত্রোত্থান
সত্বরে, আত্মশোধনে কর আচমন,
গুরুস্পর্শ !” এত শুনি’ উত্থিত ভরত
স্পর্শ করি’ অগ্রজেরে, বিমর্ষিত মুখে
কহিলেন সঙ্গীগণে করি’ সম্বোধন,—
“অচল মেরু চালনে পতঙ্গের মত
বিফল-প্রযত্ন আমি— অতি অসহায়,
অসমর্থ ; সমর্থন করি’ যুক্তি মোর,
কহ সবে শ্রীরাঘবে—ত্যজিয়া সন্ন্যাস,
হইতে প্রতিনিবৃত্ত !” উত্তরিলা যত
আত্মীয়, অমাত্য, মিত্র, সহযাত্রীগণ
ভরতে,—“এ মর্ত্ত্য মাঝে কে আছে সক্ষম
বুঝাইতে সর্ব্বজ্ঞ অগ্রজে আপনার
রঘুবীর ? সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাত তব, যদি
অব্যর্থ বাগ্মিতা তব ব্যর্থ আজি তা’য়,
স্বল্পবুদ্ধি মোরা, কিবা সাধ্য মোসবার ?
শুনি’ তব যুক্তি, উক্তি তব অগ্রজের,
উভয়(ই) সুযুক্তি-যুক্ত হয় অনুভব !
কহিলেন দৃঢ়তায় তথাপি ভরত
সম্বোধি’ অমাত্যগণে,—“সত্য যদি, মম
একান্ত অনভিমতে, অজ্ঞাতে আমার,
স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধর্ম্মশীল পিতা
রঘুনাথ, সিংহাসন দিলেন আমায়,

করিলেন নির্ব্বাসন অগ্রজে বিধান,
প্রতিনিধি পদে মোরা বরি পরস্পরে
পালিতে সে পিতৃআজ্ঞা ! অনভিজ্ঞ আমি
অতীব রাজ্য পালনে, লইয়া সন্নাস;
রহিব দণ্ডকারণ্যে ; গিয়া অযোধ্যায়
পালিবেন রাজ্য মম আর্য্য রঘুনাথ !”
শুনি’ অনুজের বাক্য বিস্ময়ে রাঘব
কহিলেন সর্ব্বজনে,—“কার্য্য নির্ব্বাহের,
আছে বিধি প্রতিনিধি করি’ নির্ব্বাচন,
অসমর্থ কর্ত্তা যদি, নহে অন্যথায় !
এ মম অনুজ শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় রাঘব
সর্ব্বগুণান্বিত বলি’ বিখ্যাত জগৎ,
সক্ষম রাজ্য পালনে , অনাসক্ত আমি
সুসমর্থ বানপ্রস্থে ; ব্যর্থ সে কারণ
প্রতিনিধি প্রস্তাবনা !” “শুন প্রিয়তম,
কহিলেন প্রিয়ানুজে মনুজ প্রধান,—
“যেহেতু উভয়ে মোরা বাধ্য সমভাবে
পিতৃ ঋণ পরিশোধে, দ্বন্দ্বহীন মনে
লহ তুমি সিংহাসন, আমি এ সন্ন্যাস
পিতার কৃত নির্দ্দেশে ! সত্যে কহি আমি,—
চতুর্দ্দশ বর্ষ গতে আসি’ অযোধ্যায়,
তব দত্ত সিংহাসন গ্রহণে, ভরত,
অবশ্যই মনঃক্লেশ নাশিব তোমার !”

অ, ১১১। উপাধির্ময়াকার্য্যো বনবাসে জুগুপ্সিতঃ।
যুক্তমুক্তঞ্চ কৈকেয্যা পিত্রামে সুকৃতং কৃতম্ ॥ ২৯

জানামি ভরতং ক্ষান্তং গুরু সংকারকারিণম্ ।
সর্ব্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি ॥ ৩০
অনেন ধর্ম্মশীলেন বনাৎ প্রতিগতঃ পুনঃ ।
ভ্রাত্রাসহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাপতিরুত্তমঃ ॥ ৩১

এ হেন অভূত-পূর্ব্ব ভ্রাতৃ-সম্মিলন
লক্ষ্য করি,' অন্তরীক্ষবাসী ঋষিগণ
হইলেন স্বপ্রত্যক্ষ—পুণ্য ক্ষেত্রসম
সে আশ্রমে ! লক্ষ্য করি' আদর্শ-অনুজ-
বিগ্রহেরে কহিলেন মহর্ষি নারদ,—
"রাঘব কুলগৌরব তুমি রামানুজ ;
মান অগ্রজের বাক্য, যাহ অযোধ্যায় !
বিশ্বের হিতার্থে-জাত ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ে
অধিষ্ঠিত সত্যধর্ম্মে দেখিবারে আজি
সাগ্রহে প্রতীক্ষ্যমাণ সমগ্র জগৎ !"

* * *

এক্ষণে উপায়ান্তর বিহীন ভরত
আনি' রত্নকারুময় পাদুকা যুগল,
কহিলেন অগ্রজেরে সাগ্রহে,—"বারেক
ধন্য করি' পাদস্পর্শে উপানহ দোঁহে
কর প্রত্যর্পণ মেরে রঘুবংশ নাথ !
ধরি' তব পাদপূত পাদুকা যুগল
অযোধ্যার সিংহাসনে, ভৃত্যসম আমি
তব রাজ্য তব নামে করিতে পালন

হইলাম সঙ্কল্পিত ধরি' ভিক্ষু বেশ—
দীর্ঘ বর্ষ চতুর্দ্দশ ! কিন্তু কহি আমি
করি' সত্য, হে সাত্বিক, ব্রতকাল গতে
যদ্যপি সে অযোধ্যায় পদার্পণ করি'
না কর এ কিঙ্করের দায়িত্ব মোচন—
অযোধ্যার সিংহাসন করি' অলঙ্কৃত,
অবশ্যই নিজ হস্তে জ্বালি' চিতানল,
প্রবেশিব অগ্নিকুণ্ডে তদ্দণ্ডে রাঘব !"

অ, ১১২। চতুর্দ্দশহিবর্ষাণি জটাচীরধরহ্যহম্।
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন॥ ২৩
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাৎবহিঃ।
তব পাদুকায়োর্ণস্য রাজতন্ত্রং পরন্তপ॥ ২৪
চতুর্দ্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম।
ন দ্রক্ষ্যামি যদি তাস্ত প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ ২৫

বিদায় প্রণতি লুটি' করিলে ভরত
অগ্রজে, মনুজোত্তম আলিঙ্গনে বেড়ি'
প্রিয়ানুজে, কহিলেন নানা রাজনীতি,
অন্যের অজ্ঞাত কত ধর্ম্মনীতি আর।
কহিলেন,—"শুন প্রিয়, দুরূহ যদিও
অতীব রাজকর্ত্তব্য, অবগত তুমি
সকল(ই) ; তথাপি কহি,—ধর্ম্মে রহি' স্থির,
পালহ বিপুল রাজ্য—মানি' লোকাচার,
শাস্ত্রবিধি ; আর্ত্তজন প্রার্থনা কাতর

শুনি' অবহিত চিত্তে, অমাত্য বান্ধব
গুরুজন মন্ত্রে করি' কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ
নিয়ত, আলস্য ক্লান্তি করি' পরিহার,
দুষ্টজনে দণ্ডি', করি' শিষ্টে পরিত্রাণ !
চতুর্দ্দশ বর্ষ গতে—সত্য কহি আমি—
গিয়া সেই অযোধ্যায়, মস্তকে আমার,
রাজ্যভার বহনের নিদর্শন সম,
তব দত্ত রাজছত্র করিব ধারণ !"
"শুন ভ্রাতঃ !" কহিলেন প্রভু পুনর্ব্বার,--
"শাশ্বত বিশ্ব-বিধানে, শৃঙ্খলা রক্ষায়,
এ মম বন গমনে উপলক্ষ-রূপা
কৈকেয়ী জননী—যন্ত্র পুত্তলির মত
নিযুক্তা, স্বেচ্ছায় কিম্বা রাজ্য লালসায়-
কৃত মাতৃ কার্য্য ইহা হও বিস্মরণ ;
সেহেতু না কর ক্রোধ জননীর প্রতি,
কিম্বা বাক্যে ব্যবহারে সম্মান লাঘব !
অব্যভিচারিণী মাতা, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়,
অত্যুচ্চ এ মর্ত্ত্য ধামে সর্ব্ব তুলনায় !
জানিও, মাতৃ-সন্তাপ কালানল সম
দগ্ধ করে উভলোক, কি কব অধিক :
জানকীর (ও) অনুরোধ মানহ ভরত !"

অ, ১১২। কামাদ্বা, তাত, লোভাদ্বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্,
ন তন্মনসি কর্ত্তব্যং, বর্ত্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ ! ১৯

মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাংপ্রতি,
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন! ২৭

যথাযোগ্য সম্ভাষণে করি' আপ্যায়িত
সর্ব্বজনে, ভ্রাতৃগণে করি' আশীর্ব্বাদ,
উচ্ছ্বসিত শোক হেতু দূরস্থিতা নিজ
মাতৃগণে উদ্দেশে করিয়া প্রণিপাত,
দীর্ঘশ্বাস অশ্রু—ঝঞ্ঝা করকার মাঝে—
স্বধর্ম্মে হিমাদ্রি সম দৃঢ়তায়—নাথ
পশিলেন মন্দপদে কুটীরে আপন—
বাষ্পাকুল নেত্রযুগ মুছি' বারংবার—
বিদায়ের অনুষ্ঠান কষ্টে ক'রি' শেষ।

অ, ১১২। অথানুপূর্ব্ব্যা প্রতিপূজ্য তং জনং
গুরূংশ্চ মন্ত্রীন্ প্রকৃতিস্তথানুজৌ
ব্যসর্জ্জয়দ্রাঘববংশবর্দ্ধনঃ
স্থিতঃ স্বধর্ম্মে হিমবানিবাচলঃ॥ ৩০
তং মাতরো বাষ্প গৃহীত কণ্ঠাঃ
দুঃখেন নামন্ত্রয়িতুং হি শেকুঃ।
সচৈব মাতৃরভিবাদ্য সর্ব্বা
রুদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ॥ ৩১

* * * * *

ভরতের রাজ্য পালন

অযোধ্যায় মাতৃগণে রাখি' রামানুজ
কহিলেন বশিষ্ঠাদি পাত্র মিত্রগণে

সম্বোধিয়া,—"অযোধ্যা এ শ্মশান সমান
মম চক্ষে, দুর্ণিরীক্ষ্য এক্ষণে আমার !
রামহীনা রাজপুরী ছাড়ি' সে কারণ,
মিত্রবর্গ, করিয়াছি মনঃ সমাধান—
নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপনের আমি
অদ্যাবধি !" এত কহি,' পরি' চীরবাস—
সন্ন্যাসের সজ্জা যত—ধার্ম্মিক ভরত
আসি' নন্দীগ্রামে সহ অমাত্য, বান্ধব,
মহোৎসবে-যথাবিধি-কৃত-অভিষেক
রাঘবের পাদপূত পাদুকা যুগল
স্থাপি' রাজ সিংহাসনে. ছত্র ধরি' তা'য়
পালিলেন আর্য্যাবর্ত্ত—অমাত্য সমান—
পাদুকায় সর্ব্ববার্ত্তা করি' নিবেদন।

---

১১৫ অ,। সবালব্যজনং ছত্রং ধারয়ামাস স স্বয়ম্
ভরতঃ শাসনং সর্ব্বং পাদুকাভ্যাং নিবেদয়ন্, ২২
ততস্তু ভরতঃ শ্রীমানভিষিচার্ব্য পাদুকে
তদধীনস্তদারাজ্যং কারয়ামাস সর্ব্বদা। ২৩

এইরূপে সুসংশিতব্রত রামানুজ
রাখিলেন মর্ত্ত্যধামে কীর্ত্তি অনুত্তম-
বসুধা পূরিতা যা'র যশঃ সুষমায় !

অযোধ্যা কাণ্ড সমাপ্ত।

আরণ্য-কাণ্ড

দণ্ডক প্রস্থিতি

হইলেন দীনচিত্ত অপ্রমত্ত নাথ
বিদায় দিয়া ভরতে। কহিলেন ডাকি'
লক্ষ্মণে, পরিখেদিত কণ্ঠে,—"সুলক্ষ্মণ,
ভরতের নেত্রবারিশিক্ত চিত্রকূট
অরণ্যানি, প্রতিক্ষণ অন্তরে আমার
জাগাইছে স্মৃতি তা'র; জাগাইছে পুনঃ
মাতৃগণ দীনদৃষ্টি, কাতর সে বহু
অনুনয়—অযোধ্যায় প্রতিগমনের—
মুহুর্মুহুঃ চিত্তে মোর; নহে বহু দূর,
বিশেষতঃ, চিত্রকূট মম অযোধ্যার,
শঙ্কি' তাই ভরতের পুনরাগমন
হেথায়; সেহেতু কর যাত্রা আয়োজন
অন্যত্র—এ চিত্রকূট করি' পরিহার!"

* * * *

কহিলেন চিত্রকূটবাসী ঋষিগণ
রামচন্দ্রে,—"হে শূরেন্দ্র, প্রতিবাসী তুমি
সম্প্রতি এ চিত্রকূটে, তপোবনাশ্রয়ে
আচরিছ বানপ্রস্থ! ক্ষত্রিয় সন্তান
অবশ্য আত্মরক্ষণে যদিও সক্ষম,
তথাপি, রাক্ষসগণ অধ্যুষিত এই
চিত্রকূট, হইতেছে আপদ-সঙ্কুল
ক্রমশঃ—অনুপযুক্ত তপশ্চারণের!

বিশেষে, ব্রাহ্মণ জাতি রিপুপরাজয়ে
ক্লান্তিহেতু, অন্য রণে নিতান্ত অক্ষম—
অক্ষম রাক্ষস যুদ্ধে! সে কারণ মোরা
করিয়াছি দূরান্তরে গমনে মানস।
ইচ্ছ যদি, রঘুবীর, মো-সবার সাথ
হও যাত্রা সহগামী ছাড়ি' চিত্রকূট!"
কহিলেন প্রত্যুত্তরে সম্ভ্রমে রাঘব,—
"জন্মসহজাত, তাত, আপদ সর্ব্বদা
ক্ষত্রিয়ের—রণক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র যা'র
সংসারে, আলস্য শঙ্কা কিম্বা পলায়ন,
একান্ত অযশস্কর ক্ষত্রিয় যে, তা'র!
যদ্যপি কারণান্তরে বানপ্রস্থাচারী
ক্ষত্রিয়, তথাপি রহে সর্ব্ব অবস্থায়
স্বধর্ম্ম—অশিষ্টে দণ্ড শিষ্টে পরিত্রাণ!
পরন্তু, কারণান্তরে বাসনা আমার
যাইবারে স্থানান্তরে ছাড়ি' চিত্রকূট!"

* * * *

দণ্ডক অরণ্য পথে প্রস্থিত রাঘব
আইলেন মহামুনি অত্রির আশ্রমে
ক্রমশঃ; সুতবাৎসল্যে করিলেন ঋষি
সমাদরে রাঘবের অতিথি সৎকার।
সম্বর্দ্ধিলা বৈদেহীরে মুনিপত্নীগণ
সম্রাজ্ঞীসম সম্ভ্রমে। বৃদ্ধা অনসূয়া—

অত্রির বনিতা—দিলা নানা উপহার—
জননীর সম স্নেহে করি' আলিঙ্গন
বৈদেহীরে—নব বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, আর
মহামূল্য আভরণ; কিন্তু ততোধিক—
অন্তরের ঐকান্তিকী শুভ আশীর্ব্বাদ।
করিলেন নতশিরে জানকী গ্রহণ
শ্রদ্ধার সামগ্রী যত; করি' প্রণিপাত—
আশীষ, সে পুণ্য-পূতা ঋষি-বনিতার।

*   *   *   *

ভ্রমি' নানা তপোবন, পল্লী, লোকালয়,
সুতীক্ষ্ণ অগস্ত্য আদি ঋষির আশ্রম
প্রভুরাম, দেখিলেন,—রাক্ষস-সঙ্কুল
দাক্ষিণাত্য, ক্ষাত্রশক্তি অপর্য্যাপ্ততায়
আচ্ছন্ন, নিরবচ্ছিন্ন রাক্ষস আক্রমে
বিপর্য্যস্ত জনপদ; সম্পদ বিহীন
লোকালয়, তপোবন যজ্ঞধূমহীন।

করিলেন ঋষিগণ-কৃত-অনুরোধ
রাঘব, রাক্ষস বধে মনঃ সমাধান;
অথবা, সম্ভব যদি, আনি' বশ্যতায়
রক্ষোদলে, ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন
রাক্ষস-জন-সমাজে না করি' বেয়াজ।
কহিলেন ঋষিগণ কৃত প্রার্থনায়
রাঘব,—"তপস্বীগণ, আজ্ঞাধীন যেই

ভৃত্যসম, অযুক্ত এ প্রার্থনা তাহায়;
কর্ত্তব্যে, পরিচারকে আজ্ঞা সমীচীন !"

প্রাতঃকালে করি' স্নান, করি' পূজার্চ্চনা
যথারীতি, হইলেন প্রবিষ্ট রাঘব—
নিবিড় ঘন-মণ্ডলে সূর্য্যসম, সেই
ঘোরারণ্য দণ্ডকের অগ্রপথে, লয়ে
ঋষিগণ শুভাশীষ, সভার্য্যা-লক্ষ্মণ—
নিজ ব্যবস্থিত বর্ম্মে জিষ্ণু ব্যবস্থান।

অ, ১১৯। ইতীরিতঃ প্রাঞ্জলিভিস্তপস্বিভি-
দ্বিজৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ পরন্তপঃ।
বনং সভার্য্যঃ প্রবিবেশ রাঘবঃ
সলক্ষ্মণঃ সূর্য্য ইবাভ্রমণ্ডলম্ ॥ ২২

কহিলেন মধ্যপথে সাধ্বী মিথিলেশ-
নন্দিনী রঘুনন্দনে করি' সম্বোধন
সম্ভ্রমে,—"ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, রঘুনাথ, তুমি ;
কিন্তু এ ব্যাভার তব নারি বুঝিবারে—
কেমনে অকৃতদোষ রাক্ষসের বধে
হইলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঋষিগণ ঠাঁই !
অকৃতাপরাধে বধ, হে রাঘব, তব
অতীব অশোভাকর ! শাস্ত্রে কহে, শুনি,
অসত্য, অশত্রু-হত্যা, পরস্ত্রী-গমন,
এ সকল(ই) গুরুপাপ ! সত্যবাদী তুমি
আজন্ম, চরিত্রে তুমি কলঙ্ক বিহীন ;

পরন্তু, রাক্ষসবধে দত্তবাক্ তব
সশস্ত্রে অনুজ সঙ্গে দণ্ডকে প্রবেশ
দেখি', চিন্তাকুল আজি অন্তর আমার—
ইহ-পারত্রিক তব অশুভ শঙ্কায় !
সে কারণ, নিবারণ করি রঘুনাথ
তোমারে—নারীস্বধর্ম্মে—এ বন গমন
রাক্ষস বধার্থে ; নাহি করি শিক্ষাদান !'

আ, ৯। প্রতিজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ।
ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংযতি রাক্ষসাম্ ॥ ১০
এতন্নিমিত্তঞ্চ বনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্ ।
প্রস্থিতস্ত্বং সহ ভ্রাতা ধৃতবাণশরাসনঃ ॥ ১১
ততস্ত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ ।
ত্বদ্বৃতং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেন্নিশ্রেয়সং হিতম্ ॥ ১২
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং ন শিক্ষয়ে ।
ন কথঞ্চন সা কার্য্যা গৃহীতধনুষা ত্বয়া ॥ ২৪

"সত্য প্রিয়ে !" কহিলেন উত্তরে রাঘব,—
"কর্ত্তব্য নারী-স্বধর্ম্মে সহধর্ম্মিণীর
স্বামীরে অধর্ম্ম্য-কর্ম্মে নিত্য নিবারণ !
উচ্চকুলে জন্ম তব, রঘুবধূ তুমি,
বাক্য তব সর্ব্বরূপে তব অনুরূপ ;
কিন্তু দেবি, শস্ত্রবৃত্ত ক্ষত্র তনয়ের
স্বধর্ম্ম—আপদগ্রস্থ-আর্ত্তে পরিত্রাণ !
সম্প্রতি দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসের দল
করিতেছে মহানিষ্ট শিষ্ট মানবের—

বৃথাহত্যা লুণ্ঠনাদি নানাবিধ রূপে
করি নিত্য উত্যক্ত এ সর্ব্ব জনপদ—
শুনিলা সকল(ই) তুমি কি ক'ব অধিক ?
সেহেতু রাক্ষস বধে প্রতিজ্ঞাত আমি
হইনু, ভয়ার্ত্তজন কৃত প্রার্থনায় ;
রক্ষণীয় প্রতিজ্ঞা এ—প্রাণ বিনিময়ে,
নিজ ভার্য্যা অনুজের(ও) বর্জ্জনে আমার !
অপরন্তু, ক্ষাত্রধর্ম্মে, সমাজ রক্ষায়,
যদ্যপি অকৃতদোষ মম অগ্রে, তবু
কার্য্য মম অনার্য্য এ রাক্ষসে শাসন—
সমাজ-বিপ্লবী শত্রু ক্ষত্রিয় যে, তা'র !"

আ, ১০। কিং নু বক্ষ্যাম্যহং দেবি ত্বয়ৈবোক্তমিদং বচঃ।
ক্ষত্রিয়ৈর্ধার্য্যতে চাপো নার্ত্তশব্দো ভবেদিতি ॥ ৩
তদর্দ্দ্যমানান্ রক্ষোভির্দণ্ডকারণ্য বাসিভিঃ।
রক্ষকস্তং সহ ভ্রাতা ত্বন্নাথা হি বয়ংবনে ॥ ১৫
ময়া চৈতদ্বচঃশ্রুত্বা কার্ৎস্নেন পরিপালনম্।
ঋষীণাং দণ্ডকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাত্মজে ॥ ১৬
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্।
নতু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ ॥ ১৮
তদবশ্যং ময়া কার্য্যমৃষীণাং পরিপালনম্।
অনুক্তেনাপি বৈদেহি প্রতিজ্ঞায় কথং পুনঃ ॥ ১৯
মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দ্দাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ।
পরিতুষ্টোঽস্ম্যহং সীতে নহ্যনিষ্টোঽনুশিষ্যতে ॥ ২০
সদৃশঞ্চানুরূপঞ্চ কুলস্য তব শোভনে।
সধর্ম্মচারিণী মে ত্বং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ২১

পঞ্চবটী প্রবেশ।

এইরূপে নানাস্থান—নানা তপোবন,
ঋষির আশ্রম নানা, ঘন অরণ্যানি
ভ্রমি', লঙ্ঘি' তরঙ্গিনী, তুঙ্গ গিরি শিরঃ,
ক্রমশঃ, রাক্ষস কত করিয়া শাসন,
প্রবেশি' দণ্ডকারণ্যে রঘুবংশ রথী
আসিলেন একাংশেতে—পঞ্চবটী নাম—
অগস্ত্যের সুনির্দ্দেশে। কহিলেন আসি'
লক্ষণে পুণ্ডরীকাক্ষ,—"বস্তুতঃ, লক্ষ্মণ,
এ ঋষি নির্দ্দিষ্ট বন মনোরম অতি!
যদিও ঘন-বিন্যস্ত বন্যতরুগণ
স্থানে স্থানে বনস্থলী করি' আচ্ছাদিত
ঘন শাখা প্রশাখায়, রাখিয়াছে ধরি'—
দিবসের সূর্য্যতেজঃ করি' প্রতিহত—
অমানিশা-তমিস্রায় দম্ভভরে, তবু
ভিন্ন বন্য বীথিকায়, পূর্ণ নানা ফলে!
দেখহ, কোথাও ফল-ভারানত তরু
জড়িত ফুল-ভূষণা বন-লতিকায়—
মাধবী, মালতী, যূথী, অজ্ঞাত কতই—
যেন ধ্যানমগ্ন যোগী! নগ্নশিরঃ দেখ,
অদূরে দণ্ডায়মান গণ্ড গিরি সারি—
যদিও অনতি উচ্চ, মাতৃ বক্ষঃ সম
সরস—এ বন-বক্ষে, বনবৃক্ষ লতা,

বন্যপশু পক্ষী কীট—সর্ব্ব জীব কুলে
করিছে পরিপালিত— পালে যে প্রকার
মাতৃহৃদি ক্ষীরভাণ্ড অপোগণ্ড সুতে
ক্ষীর ধারা দিয়া—তা'র নির্ঝরের জলে।
প্রকৃতই প্রকৃতির লীলা-নিকেতন
লক্ষ্মণ, এ পঞ্চবটী—নিভৃতে যেমতি
লুকায়ে, অবগুণ্ঠন খুলি', অসঙ্কোচে
প্রকাশে রূপ-মাধুরী লজ্জাশীলা বধূ
সঙ্গোপনে, এ বিজনে বুঝি সে প্রকার,
উন্মোচিলা অসঙ্কোচে প্রকৃতি সুন্দরী
রূপের ভাণ্ডার তা'র! নেহার আবার—
হংস হংসী আরণ্যক্ চক্রবাক্ রবে
মুখরিতা গোদাবরী—খর তরঙ্গিনী—
চলে রঙ্গে; বীচিভঙ্গে মুখরিয়া তীর!
অবশ্য ঋষি নির্দ্দিষ্ট পঞ্চবটী এই
লক্ষ্মণ; এক্ষণে করি' স্থান সুনির্ণয়
করহ বাসোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ!

লভি' অগ্রজের আজ্ঞা সুবাহু লক্ষ্মণ
বিরচিল গৃহ এক সুঠাম সুন্দর
আনি' তৃণ কাষ্ঠ; দেখি' হৃষ্ট রঘুবর
স্নান করি' নদী জলে, ইষ্ট দেবতায়
পূজিয়া, যথা বিধানে করিয়া তর্পণ,
পশিলেন পর্ণ-গৃহে, করি' যজ্ঞহোম,

সহ সীতা, সলক্ষ্মণ সানন্দ মানস—
কৈলাসে নন্দির সাথে নিভৃতে যেমন
গিরিরাজপুত্রী উমা সহ মহেশ্বর !

আ, ১৬। এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষণঃ পরবীরহা।
অচিরেণাশ্রমং ভ্রাতুশ্চকার সুমহাবলঃ ॥ ২০
কৃতাভিষেকঃ স ররাজ রামঃ
সীতা দ্বিতীয়ঃ সহ লক্ষ্মণেন
কৃতাভিকেস্তগরাজপুত্র্যা
রুদ্রঃ সনন্দির্ভগবানিবেশঃ ॥ ৪৩।

সূর্পণখা সংবাদ

হেথায় কতেক দিন—ঋতু বর্ষ মাস-
গেল বহি' ক্রমে ; শেষে, বিধিবশে যেন
আসিলা রাক্ষসী এক—প্রখ্যাত পৌরুষ
রক্ষোরাজ অনুজা সে—সূর্পণখা নাম—
হেমন্ত-বন-ভ্রমণে—অনন্ত যৌবনা।
দেখিল স্বৈরিণী, যেন বিরাজিত তা'র
মনঃ কল্পনার চিত্র সর্ব্বত্র তথায়—
বহিছে প্রেম-তরঙ্গ অফুরন্ত ধার !
দেখিল সে, ফুলমালা পরি' লতা বধূ
আছে আলিঙ্গনে বেড়ি' হিঙ্গু তরুরাজে,
রসালে, তমালে, শালে, অশোক বকুলে
পলাশে, প্রণয় পাশে বদ্ধ এ উহার !

ধাইছে বিরহ-শীর্ণা গিরি-নির্ঝরিণী
স্বচ্ছ-গোদাবরী-জলে—শ্রান্তিহীন গতি—
মিলাইতে আপনারে—আকুল আগ্রহে—
যাইবারে তা'র সঙ্গে সাগর সঙ্গমে!
শত শিলাখণ্ড তা'র অবরোধি' পথ
করিতেছে নিবারণ ; পর্ব্বত আত্মজা
উল্লঙ্ঘি' যাইছে চলি' গিরি অঙ্গজায়
উপেক্ষিয়া—চল্ চল্ কুল্ কুল্ বলি'
মৃদুলে, স্বকুল ছাড়ি' অকুলে ডুবিতে—
যেমতি ব্রজ বিপিনে ব্রজ বিলাসিনী,
কৃষ্ণ প্রেম উন্মাদিনী আভীর দুহিতা—
বিরহ-বিধুরা রাধা, অভিসার আসে
ধায় বৃন্দাদূতী গৃহে ভেটিতে মাধবে—
ননন্দার শত বাধা করিয়া লঙ্ঘন।
কূজনিছে সে বিজনে বন-বিহঙ্গিনী—
কত বর্ণ, ছন্দ কত—কাকলি মধুর—
ঘন পল্লবিত শাখে, আকুলিয়া ডাকে
হেমন্তেও কান্ত-পিক ; প্রেমিক বিরহে
কপোতী তরু-কোঠরে ছাড়ে কুহরণ!
ফুটিয়াছে গাছে গাছে নানাবর্ণ ফুল
নয়ন মনোরঞ্জন, গুঞ্জরিছে তায়
অধীর মধুপবৃন্দ অন্ধ মধু লোভে!
খেলিছে জল তরঙ্গে রঙ্গে সমীরণ,
কোথাও ফুলতরঙ্গ তুলি' ফুলবনে,

চুরি করি' ফুলগন্ধ দিগন্তে বিলায়;
শোন্ শোন্ ডাকে পত্র, চতুর মরুত
না শুনে আহ্বান, যায় চুমি' কুতূহলে
তরু পরিরম্ভিতা বন লতিকায়,
ঘুঁৎকারি' তরুকোঠরে; সে পত্র স্বনন্,
সেই গন্ধবহচ্ছন্দ, পিক কণ্ঠ তান্,
নির্ঝর-কল-গীতিকা, মধুপ-গুঞ্জন,
হায় রে, জাগায় সুপ্ত গুপ্ত লালসায়
অলস মনো-ভবনে! এ হেন সময়
সাশ্চর্য্যে লক্ষ্যিলা রক্ষী—পরাহ্ন বেলায়—
নিরালায় পর্ণশালা। ধীরে অগ্রসরি'
দেখিলা,—শার্দ্দূলী যথা অন্তরালে রহি'
লক্ষ্যে ভক্ষ্য জীবে তা'র—পুস্প-বাটিকায়,
উজ্জ্বলি' সে বনপ্রান্ত দেবকান্ত রূপে—
বসিয়া বৈদেহীকান্ত, কৌমুদী বরণা
জানকী, কাঞ্চন কান্তি, অদূরে, লক্ষ্মণ!
বিস্ময়ে চিন্তিলা নটী অন্তরে আপন,—
'আহা, কি সুন্দর মূর্ত্তি! রূপের বিভায়
উজ্জ্বলি' এ বনস্থলী! স্ফটিকে গঠিত
প্রাণবন্ত মূর্ত্তি যেন, প্রতিফলি,' মরি,
স্বচ্ছদেহে বিটপীর শ্যাম মাধুরিমা
উচ্ছলিছে শ্যাম শোভা তরুরাজি মাঝে
মনোরম! ত্রিভুবন করিনু ভ্রমণ,
যথেচ্ছাচারিণী আমি ভ্রাতার প্রশ্রয়ে,

প্রিয়জন অন্বেষণে; বৃথা কিন্তু, হায়,
এহেন সুন্দর মূর্ত্তি মর্ত্ত্যে ধরাধামে
না লক্ষ্যিনু চক্ষে মোর! লইতেছে মনে,
একান্তে, নিশ্চিন্তে বসি' নিঃশেষি' ভাণ্ডার,
ও কান্ত রূপমাধুরী গড়িয়াছে বুঝি
বিধাতা! দেবেন্দ্রধনু-নিন্দী ভুরূতলে,
মরিরে, উৎপল-কান্তি শান্ত আঁখি দু'টি,
বিতংস—কামিনী-মনো-বনবিহগীরে
বাঁধিতে! রমনী হেন কে আছে ধরায়—
নিষ্ঠুরা অভিসারিকা—না চাহে যে বালা
মরিতে—পরি' ও ফাঁসী আপনার করে
তুলিয়া? জাগা'য়ে মনে বাসনা দুর্ব্বার
কহে আশা কুহকিনী মৃদুস্বনে—'কর
প্রণয়-পিযূষ ভিক্ষা লুটি' পদতলে,
সরমে চরণতলে দলিয়া!' সে কহে
গুঞ্জরি',—হৃদি-নিকুঞ্জে এ বিহঙ্গরাজে
নিবিড় প্রেম-নিগড়ে বাঁধি,' করিবারে
ধন্য এ রাক্ষসী জন্ম! কিন্তু, কেবা ওই—
নবজলধর কোলে সৌদামিনী যেন—
বসি' অঙ্গে অঙ্গ ঢালি' বিদ্যুৎ-বরণা
রূপসী? কৌমুদী-রাশি ছানিয়া যেন কে
গড়িলা এ নারীরত্ন! কহিছে কল্পনা—
রতিসহ রতিকান্ত বৈজয়ন্ত ছাড়ি'
করিছে একান্তে বাস!' 'চিন্তা কিবা তায়?'

বিচারিলা সূর্পণখা দর্পে আপনার,—
'পাতিব মোহিনী মায়া, মায়াবিনী আমি
কামরূপা, ভুলাইতে ও মনোমোহনে;
এতদিনে ভাগ্যগুণে মিলাইলা বিধি
এরতন, সযতনে বাঁধিব আঁচলে
বাঞ্ছিত এ রত্ন আমি—যে রত্ন আশায়
বহি এ হৃদয় ক্ষেত্রে এ চিত্ত দুর্ব্বার,
সর্ব্বাঙ্গে দুর্ব্বার-তর এ ভরা যৌবন!'

যেমতি ঘন-কদম্ব দেখিয়া অম্বরে
শিখিনী নাচে বিপিনে, নাচিল তেমন(ই)
বিলাস-বাসনা, বক্ষে, রক্ষঃ-কামিনীর
নিরখি' বৈদেহিকান্ত নবজলধরে!
ধরিলা মোহিনীমূর্ত্তি মুহূর্ত্তেকে নটী
মায়াবলে, মোহিবারে বিশ্ব বিমোহনে—
কি ছার, হে হৃষিকেশ, ধরি' মূর্ত্তি যেই
ভুলাইলে বিরূপাক্ষে সমুদ্র মন্থনে!
কুহরিল পিকবর বুঝিবা আবার
মঞ্জুল নিকুঞ্জবনে, কুঞ্জ-বিহারিণী
পাপিয়া, স্বর-সপ্তকে প্লাবি' বনস্থলী,
গাহিল রোদনচ্ছন্দে বিরহ সঙ্গীত!
হাসিল স্তবকাসনে পুষ্প অগণন
সোহাগে; পরাগ, গন্ধ, পরিমল তা'র
বহিল সুগন্ধবহ; মঞ্জরীর কাণে

কহিল প্রেমের কথা গুঞ্জরি' ভ্রমর
মধুরে, প্রিয়-বিরহ-বিধুরার প্রাণে
হানিল কুসুমশর করিয়া সন্ধান
পুষ্পধন্বা—মৃগমর্ম্মে নিষাদ যেমন !
(হায়রে, কে সহে, কহ, হে অদেহ, তব
তীক্ষ্ণ ফুলশর বিশ্বে ?) উচ্ছ্বাসে রূপসী
চলিল, তুলিয়া ফুল, ছিঁড়ি' কিশলয়
নখরে, মধুরছন্দে, গজনিন্দীগতি।
উচ্ছলিল রূপরাশি; দ্বিগুণিল বন-
মাধুরী, মরিরে, তা'র সুরভিত দেহ-
গৌরবে; অবনমিত হইল লজ্জায়
চরণ অলক্তরাগে মর্ত্ত্য জগতের
সুষমা ! মৃদু দোলনে নাচিল হৃদয়—
অনঙ্গের রঙ্গমঞ্চ—চঞ্চলে যেমন
বসুন্ধরাধর যবে কাঁপে বসুন্ধরা—
গতিচ্ছন্দ অনুবন্ধে; শিহরিল, মরি,
অলকার মৃদুচুম্বে নিতম্ব সুঠাম !
দুলিল কুন্তল জাল—অনম্বরে যথা
দুলে নব কাদম্বিনী মন্দ মৃদুবায়
শরদে, শারদ-শশী আবরি' ; মরিরে,
সুবিন্যস্ত চূর্ণালক বদন পঙ্কজে
আস্ফালিল সমীরণ—প্রস্ফুট কমলে
কাঁদিল ভ্রমরী যেন লুটি' বার বার !
মরাল নিন্দিত ছন্দে আইলা রাক্ষসী

ক্রমশঃ—যথায় বসি' বিস্মিত রাঘব
আছিলেন একাগ্রে সে মোহিনীর প্রতি
চাহিয়া। ক্ষণেক রহি,' নেত্র পথ দিয়া
সর্ব্বপ্রাণমনে করি' রূপ-সুরা পান
রূপোন্মত্তা, উঠা'য়ে লুণ্ঠিত চেলাঞ্চল,
তর্জ্জনীর প্রান্তে করি' গণ্ড নিপীড়িত
কহিলা মধুরে, হাসি'—সুবঙ্কিম ঠামে,
লীলায়িত চক্ষে করি' কটাক্ষ নিক্ষেপ,—
"কে আপনি, যোগীবর! এ নব যৌবনে
বনবাসী? হেরি সঙ্গে রমণী সঙ্গিনী;
সন্ন্যাস, রমণী সঙ্গে কেমনে সম্ভব?
কহ, মহাশয়, যদি গৃহবাসী তুমি,
পর্ণগৃহে কেন বাস? এ নির্জ্জন বনে
কেন বা এ সঙ্গোপন? বল, কোন্ দুখে
ঢাকিয়াছ চীরবাসে এ তনু সুন্দর?
কেন শিরে জটাভার এ ফুল্ল যৌবনে
তোমার—এ অক্ষমালা গজমুক্তা ফেলি'?
সবিতৃ-মণ্ডল ছাড়ি' দেব অংশুমালী
কভু কি ধূলায় পড়ি' যান গড়াগড়ি
ভূতলে? এ কৌতূহল বাড়িতেছে মনে,
কি বিরাগে পদ্মরাগ লুণ্ঠিত ধূলায়—
কামিনীর কণ্ঠভূষা? কহ, কি লাগিয়া,
হৈম বরাসন যোগ্য এ বপু তোমার
মৃগচর্ম্মাসনে? বল, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,

দেব যক্ষ, কোন্ কুল সমুজ্জ্বল আজি
তোমার উদ্ভবে ? বুঝি অনুভবে, তুমি
মানব-কুল-সম্ভব ! সত্য যদি, কহ,
পবিত্রিলা কোন্ কুল, জন্ম লভি' তা'য়
নরবর ? কৌতূহলী জানিতে বারতা—
পার্শ্বেতব কেবা ওই বিদ্যুৎ বরণা
রমণী, ও হেমসম-কান্তি সুপুরুষ
তোমার(ই) সমমূরতি ?" কহিলেন হাসি'
প্রভুরাম,—"অনুমান সত্য তব, শুভে;
ক্ষুদ্র নর মাত্র আমি, নাহি দেবাসুর !
ক্ষুদ্র এক জনপদ অযোধ্যা নগরী—
আর্য্যাবর্ত্তে, হে সুন্দরি, সূর্য্যকুলোদ্ভব
আছিলেন পতি তা'র রঘুবংশ চূড়া
দশরথ, পিতা মম, বিখ্যাত জগৎ !
আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর, রাম নাম মম
অখ্যাত ; সত্য রক্ষার্থে আসিয়াছি বনে,
বরাননে, সিংহাসন দিয়া প্রিয়ানুজে—
অবহিত গুরু বাক্যে ; সুলক্ষণা এই
বিদেহ-রাজ দুহিতা বনিতা আমার—
সীতা নাম ; (ও) হেম কান্তি, অনুজ, লক্ষ্মণ
আখ্যাত ; কিন্তু রূপসি, জন্মিছে সংশয়,
কেবা তুমি— এ বিজন বনে একাকিনী
ভয়হীনা—ভ্রম, যথা কুসুম-ভূষণা
বনরাণী ? সন্নিধানে আছে কি নগর ?

সুরপুরী ছাড়ি' কিম্বা আসিলা কৌতুকে,
অপ্সরা কিন্নরী কোন ভ্রমণের ছলে ?
কাহার বনিতা তুমি ? কোন্ প্রাণে, কহ,
ছাড়ি' দিলা কান্ত তব কান্তার ভ্রমণে
একাকিনী বনিতায় ? কি সাহসে তুমি
এ ঘোর গহনারণ্যে—শ্বাপদ নিবাস,
ততোধিক, দুষ্ট জন অধ্যুষিত এই
বনমাঝে, ভ্রমিতেছ বিনা সুরক্ষক ?
রূপবতী অবলার যোগ্য ইহা নয় !
সে কারণ জানিবারে পরিচয় তব
সর্ব্বরূপে, কৌতূহল জন্মিল আমার !"

আ, ১৭ ! অসীদ্দশরথো নাম রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ।
তস্যাহমগ্রজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ॥ ১৩
ভ্রাতায়ং লক্ষ্মণো নাম যবীয়ান্ মামনুব্রতঃ।
ইয়ং ভার্য্যাচ বৈদেহী মম সীতেতি বিশ্রুতা ॥ ১৪
নিয়োগাত্তু নরেন্দ্রস্য পিতুর্মাতুশ্চ যন্ত্রিতঃ।
ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীচ বনং বস্তুমিহাগতঃ ॥ ১৫
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছামি কস্য ত্বং কাসি কস্যবা।
ত্বং হি তাবন্মনোজ্ঞাঙ্গী কিন্নরী প্রতিভাসি মে ॥ ১৬
ইহ বা কিং নিমিত্তং ত্বং আগতা ব্রূহি তত্ত্বতঃ।
অযুক্তং বিজনারণ্যে ভ্রমণং তব সুন্দরি ॥ ১৭

মন্ত্রমুগ্ধা নিশাচরী শুনিয়া শ্রবণে
সে বাণী—ফণিনী শুনি' যথা বেণুরব-

উত্তরিলা মৃদুহাস্যে আন্দোলিয়া শিরঃ,
কম্বুগ্রীবা, কর্ণভূষা করি' আন্দোলিত,—
"চলোর্ম্মি-চঞ্চল নীল অম্বুধি মেখলা,
রত্ন-সমুজ্জ্বলা লঙ্কা, হে নর সুন্দর,
অদূর সাগর পারে শোভে—শোভাময়ী!
বসেন সম্রাট সেথা—রক্ষঃকুলরবি—
ভুবন বিজয়ী মম অগ্রজ রাবণ
দেব-বৈরী; কুম্ভকর্ণ, অমিত বিক্রম,
মহীধর তুল্য দেহ, নিত্য নিদ্রালস;
তৃতীয়, মানব-ধর্ম্ম রত বিভীষণ!
আছে সঙ্গী বন মাঝে, সহ সৈন্য বল
প্রখর বিক্রম খর, দূষণ ভীষণ—
মাতৃস্বসা-পুত্র মম! অনুজা সবার
এ দাসী, নিকসা সতী জননী আমার!
সূর্পণখা নাম মম রাখিলেন পিতা
বিশ্বশ্রুত বিশ্বশ্রবা। ভাগ্য বঞ্চনায়
অকালে মরিলে পতি, সোদর আদরে
যথেচ্ছাচারিণী আমি, ভ্রমি সর্ব্বস্থান
প্রিয়জন অন্বেষণে—রূপপণ্য বহি'
সর্ব্বদেহে, হৃদে বহি' বাসনা দুর্ব্বার!
দেখহ, যাইছে চলি' এ ভরা যৌবন
আমার এ দেহনদে খরতর ধারে
বহিয়া! দেখহ, যথা অজাগলে স্তন
বিফল, এ ভারবহ যৌবন আমার

বৃথায় ! বিজন বনে ফুটে ফুল, বুঝি,
শুকাতে বিরলে; হায়, বৃথায় মরুত
মরুতে বহে কেবল(ই) দহিতে পথিকে !
বৃথায় বারিধি হৃদে হাসে সুধানিধি—
কুম্ভীর হাঙ্গর নক্রে বাড়াতে উল্লাস !
হৃদিহীন বিধির এ নিত্য অবিচার,
সরসীর স্বচ্ছ জলে তুচ্ছ জলকাক্
করে কেলি কুতূহলে, কাঁদে চাতকিনী
বিদারি' মধুর কণ্ঠ বিন্দু বারি তরে !
সেই অবিচারে এই জনকনন্দিনী—
বিরূপা কুৎসিতা, তবু, যাদুমন্ত্রে যেন
বাঁধিয়াছে হৃদে তা'র নীলকান্ত হার !
কিন্তু, কবে রাজহংস—পদ্মবন বাসী—
নিবসে পল্বল জলে—শৈবাল নিবাস ?
বসে কি হে শিলীমুখ শাল্মলী শাখায়,
ফুল্ল শতদলে ছাড়ি' ? বল, কোন্ গুণে
বাঁধিলা এ গুণহীনা বৈদেহী তোমায় ?
বসন্তের চির-সখা পিককুলেশ্বর
সদা কুঞ্জবন প্রিয় ! মঞ্জু কুঞ্জবন
সম এ হৃদয়ে—চির বসন্ত নিলয়—
রচিয়াছি সিংহাসন উচ্চচূড়ে আমি
যত্নে, মধুসখা তুমি, তোমার(ই) লাগিয়া !
দেখ, পাঠাইলা বিধি জলনিধি কূলে
আমারে, তৃষিতা আমি; এ পিপাসিতায়

বারিবিন্দু দানে, সিন্ধু, ক'রো না বঞ্চন্!
দেখ, বিধি-বিড়ম্বিতা শারদ বল্লরী—
অকালে আশ্রয়হীনা—লুটি' ভূশয্যায়
মাগিছে আশ্রয় তব, হে রসালরাজ,
বেষ্টিতে চির-বেষ্টনে তোমারে, নিরাশ
না কর এ আশান্বিতা উপযাচিকায়!"

আ, ১৭। সাব্রবীদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসী মদনাতুরা।
শ্রূয়তাং রাম তত্ত্বার্থং বক্ষ্যামি বচনং মম॥ ১৮
অহং সূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।
অরণ্যং বিচরামীদং স্বেচ্ছয়া স্বৈরচারিণী॥ ১৯
রাবণো নাম মে ভ্রাতা লঙ্কায়াংবসতে বীরঃ।
নিত্য নিদ্রালসোধীরঃ কুম্ভকর্ণোমহাবলঃ॥ ২০
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ।
সংখ্যে প্রখ্যাতবীর্যৌচ ভ্রাতরৌ খরদূষণৌ॥ ২১
তানহং সমতিক্রান্তা রাম ত্বাং পূর্ব্বদর্শনাৎ।
সমুপেতাস্মি ভাবেন ভর্ত্তারং পুরুষোত্তমম্॥ ২২
অহং প্রভাব সম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী।
চিরায় ভব মে ভর্ত্তা সীতয়া কিংকরিষ্যসি॥ ২৩
বিকৃতা চ বিরূপা চ ন সেয়ং সদৃশী তব।
অহমেবানুরূপাতে ভার্য্যারূপেণ পশ্য মাম্॥ ২৪

শুনি' হেন প্রেমভিক্ষা রমণীর মুখে
আর্য্যবীর, মহাশ্চর্য্যে কহিলেন হাসি'
উত্তরে,—"অসত্য নহে, রক্ষোরাজানুজে,
বাক্য তব ; বামাকুল-ফুল-কমলিনী

তুমি! কিন্তু, দেখ ভাবি', বিদেহ নন্দিনী
হইবে সপত্নী তব, আমারে বরিলে
পতিরূপে! কে না জানে, দাম্পত-কাননে
সপত্নী কণ্টক-তরু? জ্বলিয়া জ্বালায়,
পশিলেন রসাতলে হিমাদ্রি-তনয়া
জাহ্নবী, ত্যজিয়া দেবী হর-শিরাসন!
কে, কহ, কণ্টক-তরু করে আলিঙ্গন
সাধিয়া, পরে বা গলে শুকশিম্বী মালা
জ্বালাময়? ত্যজ আশা, নিকষা তনয়ে,
আমার; বৈদেহী-নাথ বিদিত জগতে
আমি! যাহ, ইচ্ছ যদি পতি পুনর্ব্বার,
তা'র ঠাঁই, কান্তা বিনা বিরহ কাতর
যে জন; পরিবে গলে অতি যত্নে সেই
এ ফুল—ললনা-কুল-শিরঃ-সুশোভিনি!"
শুনি' হেন প্রত্যাখ্যান রাঘবের মুখে
মায়াবিনী, গেল তথা, যথায় সুধীর
লক্ষ্মণ আছিলা বসি' অদূর অন্তরে
একান্তে, কার্ম্মুক প্রান্তে স্থাপিয়া চিবুক—
গলিত কাঞ্চন দ্যুতি—অধীরা যেমতি,
হেরি' চন্দ্ররশ্মি দূরে নেত্র-সোহাগিনী
চকোরী! কহিলা রক্ষী লক্ষ্মণে সম্ভাষি'—
নিকুঞ্জ নিলয়ে যথা কুঞ্জ-বিহারিণী
পিকপ্রিয়া, সম্ভাষিয়া পিক-কুলেশ্বরে,—
"মিল আঁখি ধ্যানমগ্ন নবীন সন্ন্যাসি!

দেখ চাহি', করে খেলা ও দেহ-সরসে
লাবণ্য লহরী মালা যৌবন বেলায় !
কি(হে) বিরাগে, হে রমণী-মানস-মোহন !
কোন্ দুখে, কহ শুনি, বল্কল বসনে
ঢাকিয়াছ বপুখানি ? সাজে কি তোমারে
এ জটা বাকল, ছি ছি, কহ তা' দাসীরে,
সুন্দর ? যে চন্দ্রকান্ত সাজে রাজশিরে,
মহীর তিমির-গর্ভে কিবা শোভা তা'র ?
ফুটে কি হে কোকনদ হিমাদ্রি শিখরে—
তুষার রাশির মাঝে, মরু বালুকায় ?"
"জানি এ দণ্ডকবন মায়াবী-নিবাস !"
কহিলা কাঞ্চন-কান্তি, স্কন্দবীর সম
লক্ষ্মণ,—"কি ছলে হেথা গতি, মায়াবিনি,
তোমার ?" কহিলা মৃদুহাস্যে নিশাচরী,—
"নহি মায়াবিনী আমি, দেখ নিরখিয়া
লক্ষ্মণ ! রাক্ষস-কুল-শিরশ্চূড়ামণি
দশানন,—অনুমানি, শুনিলা সকল—
জিনিয়া ত্রিদিবেশ্বরে বিশ্বজয়ী যেই,
বাঁধি' আনি' সুরনাথে ভেটিলা চরণে
কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব পুত্রবর যাঁ'র
ইন্দ্রজিৎ, সহোদরা এ দাসী তাঁহার,
নাম সূর্পণখা !" পুনঃ কহিলা রাক্ষসী,—
"বড় ভাল রক্ষোনাথ বাসেন দাসীরে,
মনুজ, অনুজা বলি' ; জগতে দুর্লভ

বিলাসের বস্তু যত, পূর্ণ সে সকলে
দাসীর মন্দির ! কিন্তু, অভাগিনী আমি ;
আঁধার সে গৃহ তেঁই সে ধন বিহনে—
কামিনীর মনোবাঞ্ছা যুক্তা সদা যা'য় !
অসংখ্য তারকাপুঞ্জ যদি ঝল্‌মলে
আকাশে, তিমির তা'র তবু কি বিনাশে
সুধাকর কান্তি বিনা ? কে শান্তে তাহারে—
মলিনা নলিনী যবে সবিতা বিরহে ?
কিন্তু ভাগ্য বলে যদি জ্বলে গৃহে মোর
পুরুষ কৌস্তুভ-মণি কখন আবার,
বিনাশিবে তমোরাশি, হবে আলোময়—
কুসুম কুন্তলা যথা বসন্ত আগমে
ধরণী—আগার মম, কহিনু তোমায়—
তোমার(ই) সে যোগ্য বাস ভূতলে অতুল !"
"শুনহ !" লক্ষ্মণে পুনঃ কহিলা রাক্ষসী,—
"স্বর্ণ সৌধ করম্বিতা লঙ্কা মনোরমা
ধরে যে হৃদয়ে সৌধ উচ্চ—পয়োধর
সুন্দরীর বক্ষে যেন—হইবে আবাস
তোমার, মানব-মণি ! দাসী শত শত,
অপ্সরা জিনিয়া কান্তি, র'বে আজ্ঞাকারী
সতত ; নিয়ত র'ব সুখে—জড়াইয়া
ব্রততি যেমতি সাধে সর্জ্জ তরুরাজে
নির্জ্জনে ; মনের মত সাজাব কৌতুকে
বরাঙ্গ—বিবিধ বাস, নানা আভরণ,

কুঙ্কুম চন্দন চূয়া গন্ধ, ফুলহারে!
ছায়াসম র'ব সঙ্গে; কভু দুই জনে
সারস সারসী সহ মানস সরসে
সন্তরিব পদ্মবনে, কভু বা উঠিয়া
ভূধরের তুঙ্গ চূড়ে বিহারিব সুখে
নির্জ্জনে; নিকুঞ্জবনে কোকিলার সহ
রসাল মঞ্জরী মাঝে র'ব লুকাইয়া;
যথা যাব, রবে সঙ্গে দিবানিশা তুমি—
এ সুখ দাসীর ভাগ্যে দিবে কি সে বিধি
নিষ্ঠুর? হে গুণমণি! তমোময় প্রাণে
আমার, জ্বালিবে না কি এ প্রেম-প্রদীপ?

যথা—যবে কুসুমেষু কৈলাস সদনে
পশিয়া প্রাগল্‌ভ্যে, করি' অব্যর্থ সন্ধান,
পঞ্চশর পঞ্চাননে বিঁধিল কৌতুকে
ভাঙ্গিতে হরের ধ্যান ফল পঞ্চে তা'র
দেবেন্দ্রের সুনির্ব্বন্ধে,—চাহিলেন রোষে-
প্রজ্জ্বলিত ধূর্জ্জটি সে মদনের পানে
ত্রিনেত্রে, চাহিয়া বীর সুমিত্রা নন্দন
তেমন(ই) সুতীব্র চক্ষে রাক্ষসীর প্রতি,
কহিলা বজ্র-গাম্ভীর্য্যে,—"বিফল ছলনা
তোমার এ মায়াবিনি! হেন দুরাচার
কে আছে রঘুর কুলে, ভুলি' ছলনায়
বিস্মরিবে আত্ম-কুল-গৌরব সে, তা'র

শ্রেয়ঃ পন্থা ধর্ম্মনীতি ? মাতৃ সম হেরি
পরস্ত্রী, এ প্রতিজ্ঞা আমার, নিশাচরি !
ক্ষত্র যে, সে, প্রতিজ্ঞা না লঙ্ঘে কদাচন !
তথাপি, অনার্য্যা তুমি, চাহ যদি পুনঃ
পত্যন্তর, স্থানান্তরে কর অন্বেষণ ;
পাইবে কঠোর শাস্তি তিষ্ঠিলে হেথায় !"
"নবীন নীরদ কোলে সৌদামিনী ঝলা
রমে আঁখি, হৃদি তা'র কুলীশ নিবাস !
বসে দুরাচার সর্প, রে নিকুঞ্জ-শোভা
কুসুম, কেশরে তোর !" এতেক কহিয়া
রাক্ষসী, চলিলা পুনঃ রঘুনাথ ঠাঁই—
মরুভূমে, মরীচিকা ছলিলে যেমন
তৃষ্ণার্ত্ত পথিকে, হায়, গড়ি' রম্য সরঃ
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে, ধায় দিকে দিকে
হতাশা ! নিকষা-সুতা কহিলা রাঘবে,—
"কন্দর আবাস ছাড়ি,' নরবংশপতি,
বাহিরিয়া স্রোতঃস্বতী বারিধির নীরে
মিশে যদি, ফিরি' কি সে যায় পুনর্ব্বার
তড়াগে পল্বলে ? তব রূপ-সিন্ধু-জলে
ডুবিল যে মনঃ, বল, ফিরাব কেমনে
সে মনে ? মদনাগুনে তপ্ত যেই মনঃ,
হে রাঘব, রৌদ্র তপ্ত তুষারের সম
সে মনঃ ; দেখিলা না কি, সন্তাপ তরলা
ভূধর-শিরোবাসিনী হিমশিলা যবে

পড়ে ঢলি' স্রোতোধারে ছাড়ি' তুঙ্গ বাস,
ফেলে দূরে বাধা যত সম্মুখে সে, তা'র ;
তেমন(ই) বধিয়া সত্ত্ব সম প্রেমিকায়,
ঘুচাইব পথ বাধা !" কহিয়া এতেক,
উৎক্ষিপ্ত হৃদয়াবেগে ঘূর্ণবায়ু সম
আক্রোশে, সে ভয়ঙ্করী হইলা ধাবিতা
আক্রমিতে বৈদেহীরে। আগত শঙ্কায়
হইলেন সঙ্কুচিতা দেবী অকস্মাৎ—
রসাল বিটপী ছায়ে বন-নিবাসিনী
লজ্জাবতী-লতা যথা মত্তবায়ু বেগে
মুদিতা ! লক্ষ্মণে ডাকি' কহিলেন নাথ,—
"যদ্যপি অপরিহার্য্য সৃষ্টি সুরক্ষায়
অয়স্কান্ত দীপ্তি সম রমণীর রূপ,
তথাপি, পণ্যের সম ব্যবহার তা'র,
ঘটায় চরমানর্থ এ ভবে লক্ষ্মণ !
সেহেতু, এ রূপবতী বারবণিতারে
করহ বিরূপা সদ্য এ মম আজ্ঞায় !"

অগ্রজের আজ্ঞা মাত্র ধরি' রাক্ষসীরে
লক্ষ্মণ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ করি' নিষ্কোষিত,
ছেদিলেন নাসাকর্ণ লজ্জা বিহীনার।

অ, ১৮। ক্রূরৈরনার্য্যৈঃ সৌমিত্রে প্রশ্রয়স্ত কথঞ্চন
ন কার্য্যঃ, পশ্য বৈদেহীং কথঞ্চিৎ সৌম্য জীবতীম্। ১৯
ইমাং স্বরূপামসতীমতিমত্তাং নিশাচরীং

রাক্ষসীং পুরুষব্যাঘ্র বিরূপয়িতুমর্হসি। ২০
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তস্যাঃ ক্রুদ্ধোরামস্য পশ্যতঃ
উদ্ধৃত্যখড়্গংচিচ্ছেদ কর্ণনাসে মহাবলঃ॥ ২১

চিৎকারে পূরিয়া দিক্ ধাইলা রাক্ষসী
উর্দ্ধশ্বাসে—যন্ত্রণায় স্খলিত চরণ;
রুধিরাপ্লুত সর্ব্বাঙ্গ; লুণ্ঠিল ধূলায়
ঘোরারণ্যে সঙ্গহীনা, সংজ্ঞাহীনা প্রায়
এক্ষণে; ক্ষণেক পরে লভি' সংজ্ঞা পুনঃ
উঠিলা—বিকলা, হায়, ক্ষোভে অভিমানে,
মানিনী—আহতা কাল-ফণিনী যেমন
চক্রগ্রীবা বক্র করি' ফেলে দীর্ঘশ্বাস!
নিদাঘ প্রদোষে যথা দুষ্ট বায়ু, বলে
ছিঁড়িয়া মঞ্জরী-ফুল-পত্র আভরণ,
ফেলে দূরে মাধবীরে—বনসুশোভিনী—
বিপর্য্যস্ত তেমন(ই) সুবস্ত্র অলঙ্কার,
বিরূপ রূপমাধুরী, কুঞ্চ কেশজাল
রুধির কর্দ্দমে লিপ্ত; ক্লান্ত বেদনায়—
সদ্যছিন্ন নাসাকর্ণে, কিন্তু ততোধিক
হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ব্যথায়! উঠি' নটী
নেহারিল চতুর্দ্দিক আরক্ত নয়নে
বারেক, বজ্রাগ্নি যেন নেত্রমণি ভেদি'
ঝলকিল লক্‌লকি' বিশ্বনাশী জিহ্বা
দগ্ধিবারে অরাতিরে—ঝলকিল যথা
মহেশের রোষানল মদনে দহিতে!

নিষ্পেষি' দশনে দন্ত কহিলা ভীষণা
সূর্পণখা,—"শুন রবি, গগন মণ্ডল
বিহারী ! শুন শশাঙ্ক, গ্রহ, তারা, যা'রা
ভ্রম নিত্য নভস্তল ! শুন সমীরণ !
দণ্ডক নিবাসী, শুন, তরু গুল্ম লতা !
শুন, পশু পক্ষী কীট—ভূচর খেচর
কিম্বা অম্বুরাশি বাসী ! শুন অশরীরী—
অলক্ষ্যিতে অন্তরীক্ষ নিবাসী যতেক
দৈত্য দেব ! শুন, শুন প্রতিজ্ঞা আমার
সর্ব্বে,—বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বী নির্দ্দয় মানব,
যে জ্বালা—যে দিগ্ধ-জ্বালা দিলা মর্ম্মে মোর,
শতাধিক দাবদাহে দাহিব তাহারে
অহরহঃ ! আজি হ'তে ত্যজি' সর্ব্ব সাধ,
আহার, বিহার, নিদ্রা, হতাশ-প্রেমিকা
সূর্পণখা বিধানিবে প্রতিবিধানিতে
এ ঘোর লাঞ্ছনা, লাঞ্ছি' নিষ্ঠুর রাঘবে !
দেখাবে সে, শুধু নহে সুধার আকর
রত্নাকর,—প্রেমাকর রমণী হৃদয় !
বিশ্বনাশী হলাহল(ও) উপজিলা তা'য় !"
"রহ, রহ একদিন রাঘব-ঘরণি !"
কহিলা রাক্ষসী মনঃ-কল্পিতা সীতায়
সম্বোধিয়া, —"আদরিণী শত আদরের
রাঘবের তুমি—রহ পতির আদরে !
ভুঞ্জ একদিন আর পতি-সুখ-সাধ

অবাধে ; পোহাবে তব সে সুখ-বাসর
নিশান্তে ! নিশ্চিন্তে যথা যত্নে বাঁধি' নীড়
সঙ্গোপনে, রহে সুখে কপোতী কপোত,
আছ সুখস্বপ্ন ঘোরে নিশ্চিন্তে তেমন
আপন সুখ-সদনে ; সে সদন তোর
দহিবে রোষ-অনলে হতাশা রাক্ষসী
নিশান্তে ! কণ্টকী-লতা তুই লো আমার
সুখ পথে, না ভুলিব দিয়াছ যে জ্বালা
এ মর্ম্মে ; জানিও মনে, অশান্তা অশিরা
সূর্পণখা, প্রতিহিংসা তীক্ষ্ণ অসি ঘায়
ছেদি' আশা-তরু তোর, পাসরিবে জ্বালা—
এ বিষম বিষ-জ্বালা—যদি এ সম্ভব !"
এত বলি,' গেল চলি' রোষে নিশাচরী
খর দূষণের অগ্রে, ব্যগ্র পদক্ষেপ—
রক্ষঃকুলভাগ্য-শিরে দুগ্রর্হ যেমন

আ, ১৮। সা বিক্ষরন্তী রুধিরং বহুধা ঘোরদর্শনা
প্রগৃহ্য বাহূ গর্জ্জন্তী প্রবিবেশ মহাবনম্ ॥ ২৪
ততস্তু সা রাক্ষসসঙ্ঘ সংবৃতম্
খরং জনস্থানগতং বিরূপিতা
উপেত্য তং ভ্রাতরমুগ্রতেজসম্
পপাত ভূমৌ গগনাদ্ যথা শনিঃ ॥ ২৫

* * * *

খর দূষণের নিকট সূর্পণখার আগমন ও অনুযোগ।

পঞ্চবটী বনমাঝে, পুষ্প-বাটিকায়
বেষ্টিত মর্ম্মর হর্ম্ম্য—নাট্যশালা সম
নানা কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভ, বাতায়ন,
গৃহসজ্জা ; নানা বর্ণ-বিভব কেতন
চৌদিকে, সুচিত্রাবলী—নেত্রমনোরম !
ঝুলিছে, ঝলসি' চক্ষুঃ বিতানে ঝালর
মুক্তাময়—রক্ত পীত হরিৎ শ্যামল।
বসি' চন্দ্রাতপ তলে, উচ্চ বেদিকায়
সাড়ম্বে দূষণ খর—দম্ভ অবতার
রক্ষোরাজ প্রতিনিধি—রাজযোগ্য বেশ,
বিভোর প্রমোদে—বারবিলাসিনী সহ
শতেক ; চমকে সুরা-উজল নয়নে
বিজলী—ঝলসি' দিঠি, গোপি' তা'র মাঝে
মদন, মদির-মুগ্ধে দগ্ধে ফুলশর
পাবকে। স্ফটিকাধারে জ্বলিতেছে দীপ—
উজ্জ্বলিয়া চতুর্দ্দিক, হৈম ধূপাধারে
সর্জ্জরস—জ্বলি' নিজে, তোষে আর জনে
ধার্ম্মিক, সুগন্ধামোদে মত্ত করি' দিক্।
নানাবর্ণ ফুলমালা দুলে চারি ভিতে—
শ্বেত রক্ত নীল পীত—গন্ধ সুমধুর ;
হৈমন্তিক মন্দ বায়ু, অঙ্গে মাখি' সেই

ফুল পরিমল গন্ধ, মহানন্দে বহে
বারাঙ্গনা কণ্ঠগীতি মধুর,—যেমতি
অপ্সরাস্বরলহরী বৈজয়ন্তে, যবে
উর্ব্বশী চার্ব্বাঙ্গী, সঙ্গে সঙ্গিনী যতেক,
মধুর স্বর-সপ্তকে তোষে সুরেশ্বরে!
নাচিছে নর্ত্তকীগণ, বদন প্রভায়
দীপ্তিহীনা দীপাবলী—তারাকারা, মরি,
তারকার দীপ্তি যথা পূর্ণ শশী করে!
আইল এহেন কালে ঘূর্ণ বায়ু সম
প্রচণ্ডা খণ্ডনায়িকা—নৃমুণ্ডমালিনী
চণ্ডীসম রৌদ্রমূর্ত্তি। দেখি', সবিস্ময়ে
জিজ্ঞাসিল রক্ষঃখর লক্ষ্যি' অনুজায়,—
"অকস্মাৎ কি কারণে, কহ সূর্পণখা,
উন্মাদিনী বেশে আসি' দিলে দরশন
এ ঘোর নিশীথে একা? কোথায় ভগিনি,
সহচরী চেড়ী যত, কিঙ্করী তোমার?
এ কি এ? রুধির ধারা কিহেতু বহিছে
সর্ব্বাঙ্গে; এ নাসাকর্ণ ছিন্ন কি কারণ?
কেন বা বিস্রস্ত বেশ, ধূলায় ধূসর
সর্ব্বাঙ্গ, বিষাদঘনে আচ্ছন্ন বদন?
বিজলীর ঝলা কেন নয়নের কোণে
ঝলসিছে? কহ ত্বরা, না সহে বেয়াজ—
অস্থির এ চিত্ত, হেরি' মূর্ত্তি এ তোমার!"

"কি ক'ব রাক্ষসবীর!" উত্তরিলা খেদে
সূর্পণখা,—"কহিতে না সরে বাক্য মোর!
তীব্র শিরোবেদনায় অনাহারী আমি
আছিলাম পঞ্চদিন, বিধি বঞ্চনায়,
সুকোমল নরমাংসে পারণার সাধে
গেনু পঞ্চবটীবন; দেখিনু তথায়
কুক্ষণে, মানুষী এক সর্ব্ব সুলক্ষণা
ভ্রমিছে সে বন মাঝে, সঙ্গে দুই নর—
সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে—ধরি' ধনুর্ব্বাণ—
পঞ্চাস্ত্র; কাতরা আমি ক্ষুৎ-পিপাসায়,
মাগিনু সে মানবীরে পারণার লাগি'
মিষ্টবাক্যে অশিষ্ট সে মানবের ঠাঁই।
সদ্য-ছিন্ন নাসাকর্ণ তপ্ত-লোহ-ধার
প্রকাশিছে স্পষ্ট, তাহে ফলিল যে ফল,—
নারীর ইঙ্গিতে সঙ্গী নর দুই জন
করিলা এ দশা মম! কি ক'ব অধিক?
কুক্ষণে রাক্ষসপতি দণ্ডক রক্ষায়
নিয়োজিলা তোমা, তেঁই এ গতি আমার!
সত্য যদি, মমপ্রতি স্নেহ তব, ভ্রাতঃ,
বিদ্যমান, সদ্য সেই মানবীরে বধি'—
সংগ্রামে নিহত করি' মানব দোহারে,
তপ্ত নররক্তে কর তৃপ্তা অনুজায়!

আঃ, ১৯। তরুণী রূপসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা
দৃষ্টা তত্র ময়া নারী তয়োর্মধ্যে সুমধ্যমা॥ ১৭

তাভ্যামুভাভ্যাং সম্ভূয় প্রমদামধিকৃত্য তাম্ ।
ইমামবস্থাংনীতাহং যথানাথাসতী তথা ॥ ১৮
তস্যাশ্চানৃজুবৃত্তায়াস্তয়োশ্চ হতয়োরহম্ ।
সফেনংপাতুমিচ্ছামি রুধিরং রণমূর্দ্ধণি ॥ ১৯
এষ মে প্রথমঃ কামঃ কৃতস্তত্র ত্বয়া ভবেৎ ।
তস্যাস্তয়োশ্চ রুধিরং পিবেয়মহমাহবে ॥ ২০

* * *

কুলটার বাক্যে রুষ্ট খরের প্রেরিত
চতুর্দ্দশ রক্ষোবীরে নিপাতিত দেখি'
মুহূর্ত্তেকে রাঘবের তীক্ষ্ণ শর ঘায়,
আইলা রাক্ষসী দ্রুতে ফিরি' পুনর্ব্বার
খরদূষণের অগ্রে—ঝটিকার বেগে—
বজ্রবাহী মেঘ সম গর্জ্জি' ঘোররোলে
ধরি' ঘোরতর মূর্ত্তি ! কহিলা রাক্ষসী
আক্রোশে খরদূষণে করি' তিরস্কার
রূঢ়বাক্যে,—"রক্ষোরাজ প্রতিনিধি রূপে
রহি' এ দণ্ডকবনে, আছ তোমা দোঁহে
নিত্য ভোগসুখে মগ্ন ! না বুঝিনু আমি
অগ্রে,—বীর্য্য অভিমানী, বাক্য মাত্র সার
তোমা দোঁহে, তেঁই, সদ্য বৈরনির্য্যাতন
বাসনায় অসিলাম তোমা দোঁহা ঠাঁই !
কিন্তু হায়, বৃথায় সে হইলা সকল ।
কি ক'ব, সে আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসী মানব—

রাঘব লক্ষ্মণ নাম, প্রখ্যাত বিক্রম,
শত্রু এবে, ভাবি' হেন অরিরে দুর্ব্বল,
প্রেরিলা যে চতুর্দ্দশ নিশাচর বীর,
রাঘবের অস্ত্রাঘাতে মরিলা সকল—
মুহূর্ত্তেকে, আইলাম সেই বার্ত্তা বহি'
তোমা অগ্রে—করিবারে প্রাণ বিসর্জ্জন—
যদ্যপি না সদ্য করি' অরিরে বিনাশ,
দেহ শান্তি অশান্ত এ অন্তরে আমার!"

"বৃথা এ গঞ্জনা, ভগ্নি, দেহ তুমি মোরে
অকারণে!" উত্তরিলা রক্ষোরাজানুজ
খর,—"এ দূষণে দূষ বিনা অপরাধে!
বিধির নির্ব্বন্ধে, কহ, দোষী কোন্ জন?
রাক্ষসে ধর্ষিতে স্পর্দ্ধা আসি' অধিকারে,
মানবে সম্ভবে কবে? লয় মনে মোর,
রক্ষোবৈরি বাসবের মায়া এ সকল;
ধিক্ তারে, হীনমতি নির্লজ্জ বাসব!
নহিলে ভুলিত কি সে এত অল্প দিনে
মেঘনাদ করে, মূঢ়, লাঞ্ছনা সে, তা'র?
ত্যজ খেদ, অভিমান, ভগিনী আমার;
মিটাইব অরাতির রক্তে তব সাধ
অবিলম্বে! দেব কিম্বা দানব যদ্যপি,
অথবা মায়াবী নর, যে হয় সে জন—
গরুড়ের নীড়াগত সর্প সম তা'রা

ভুঞ্জিবে অগৌণে নিজ কার্য্য প্রতিফল !”
হুঙ্কারিল খর বীর, রুষিলা দূষণ,
রণিল তূণীরে শর, চর্ম্ম-কোষ মাঝে
ঝঞ্ঝনিল করবাল ; গরজিল সেনা—
ঝটিকা আরম্ভে যথা গর্জ্জে জলনিধি—
সিঞ্জিনী আকর্ষি' রোষে, নিষ্কোষি' কৃপাণ
দূরে গেল নৃত্য গীত গায়িকা নর্ত্তকী
মুহূর্ত্তে—জলদাগমে শশাঙ্ক-সঙ্গিনী
তারাদল অন্তরালে লুকায় যেমন।
সহসা পূরিলা দেশ ঘোর কোলাহলে,
রথের ঘর্ঘর শব্দে, অস্ত্র ঝঞ্ঝনায়।
উত্তরিলা প্রতিধ্বনি পর্ব্বতে কান্তারে—
জাগি' সে ভৈরব রবে সে ঘোর নিশায় !
ত্যজি' স্তব্ধ-নিঃশব্দতা ক্ষুব্ধা তমস্বিনী
প্রেরিল দিগন্তে বার্ত্তা ; ভূকম্পনে যথা
কাঁপিল দণ্ডকারণ্য সৈন্য পদভরে ;
মর্ম্মড়িল রাঘবের আরণ্য কুটীর।

*   *   *   *

খর দূষণ বধ।

প্রভাতে, অতি প্রত্যূষে, রবি-বংশ-রবি
জাগিলেন ব্যাঘ্র-মন্দ্রে—মন্দ-বেণু-স্বনে
ভাঙ্গিত যে সুখ নিদ্রা. সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী

অযোধ্যার রাজগৃহে, ভাঙ্গিল সে আজি
ঘোরারণ্য দণ্ডকের পর্ণশালে, শুনি,'
অদূরে শার্দ্দূল মন্দ্র, কেশরী হুঙ্কার।

উন্মীলিত করি' নেত্র, পদ্ম-পত্র-আঁখি
দেখিলেন—পার্শ্বভাগে মুক্ত ভূশয্যায়
শায়িতা রাজ-নন্দিনী—অমলিন মুখ-
মাধুরী,—আদরে যেন, (রত্ন প্রসবিনি,
গো বসুধে, ধরিবে কি আর কোন কালে
সীতাহেন রত্ন হৃদে ?) ধরিলা হৃদয়ে
মাতা, পতিগৃহ-ব্যথা-ব্যথিতা সুতায়।
মার্জ্জি' নেত্রপদ্ম যুগ করপদ্ম যুগে,
কহিলেন বৈদেহীরে মুগ্ধ দাশরথি
সুমধুর মন্দ ভাষে—কুঞ্জ-নিবাসিনী
মঞ্জরীর কাণে যথা কহে গুঞ্জরিয়া
ভ্রমর মধুবাসরে,—"বিগতা যামিনী;
মিল চক্ষু, ইক্ষ্বাকুর-কুল-লক্ষ্মি, তুমি
উঠ ছাড়ি' ধরাশয্যা—জগতের হিত-
সাধনে এ সাধ্য, দেবি, তব সাধনার!
শুনহ, আশ্রম-অন্তে হিন্তাল শাখায়
বসি' বনবিহঙ্গিনী গাহিছে সঙ্গীত—
জাগাইতে তোমারে; আশ্রম-দ্বারে আসি'
তব প্রিয় বনচর—ময়ূরী ময়ূর
কুরঙ্গ, মাতঙ্গ-শিশু, মৃগ, কৃষ্ণসার

আছে চাহি' দ্বারপানে—তব দরশন
আশয়ে, ছাড়িয়া ক্রীড়া, খাদ্য আহরণ—
মাগে তব করতল-পরশ-বিলাস !
দেখহ; প্রাচীর দ্বার করি' উদ্‌ঘাটিত
রক্তিম সহস্রকরে, দেব দিনকর—
আদিদেব, দেবি, তব শ্বশুর কুলের—
মাগিছেন সমাগ্রহে তব জাগরণ
অবিলম্বে ! উঠি' এবে, ত্যজি' অবসাদ,
কর ধন্য স্পর্শেতব বিশ্ব চরাচর !"
চমকি,' লজ্জায় দেবী, মুছি' দু'নয়ন,
করিলেন প্রণিপাত প্রভুর চরণে,
ব্যস্ততায়, গলে বেড়ি' ক্ষৌম-চেলাঞ্চল—
প্রভাতের আদ্যকৃত্য স্বীয় তপস্যার—
ধরাধর পদনতা ধরিত্রী যেমন
জীবধাত্রী ! হেনকালে সৈন্য-কোলাহল
শুনিয়া, অব্যগ্রে নাথ হইয়া বাহির,
কহিলেন প্রিয়ানুজে,—"অদূরে, লক্ষ্মণ,
শুন সৈন্য-কোলাহল, তূর্য্য ভেরী নাদ !
অবশ্যই আসে, সেই রাক্ষসীর সাথী
রাক্ষস অগণ্য করি' আচ্ছন্ন কানন !
বাধিবে তুমুল যুদ্ধ, করি অনুমান,
অগৌণে ! রণিছে মম তূণীরে মার্গণ,
স্পন্দিছে দক্ষিণ বাহু, কোষে করবাল !
যাহ তুমি বৈদেহীরে লইয়া সত্বর

দূরারণ্যে প্রচ্ছন্ন পর্ব্বত-গুহাশ্রয়ে
লক্ষ্মণ, কোমল-প্রাণা নারীর নয়নে
রণক্ষেত্র অতিমাত্র বিভীষিকাময় !
যোগ্য নহে জানকীর যুদ্ধ সন্দর্শন !”

* * *

অগ্রসর ক্রমে রোল্। কহিলেন নাথ
দিব্য দিয়া অনিচ্ছুক অনুজে আবার,—
“আতঙ্ক-মূর্চ্ছিতা, হের, এ বৈদেহী, প্রিয়,
রণোদ্যম কোলাহলে; ত্বরান্বিত পদে
লহ এই বৈদেহীরে দূরান্তরে তুমি
অবিলম্বে ! ইক্ষ্বাকুর কুলে জন্ম তব
লক্ষ্মণ, সক্ষম তুমি লক্ষ অরি সহ
সংগ্রামে, অজ্ঞাত নহে তব বাহুবল
আমার, সমরক্ষেত্রে বিক্রম তোমার !
তথাপি, এ বৃথাগ্রহ করি’ পরিহার,
পালহ এ আজ্ঞা মম একাগ্রে; কারণ,
অগস্ত্যের সন্নিধানে দত্তবাক্ আমি,
ইচ্ছুক—প্রতিজ্ঞা মম করিতে পালন—
স্বহস্তে এ রক্ষোদলে করিয়া নির্ম্মূল !”
“ত্রৈগুণ্যময় জগতে,” কহিলেন নাথ,—
“তমোগুণ ধ্বংস হেতু, সত্য এ, লক্ষ্মণ !
তপোবন ত্রাসসম এ রাক্ষস দল
মত্ত তমোগুণাধিক্যে মোহ-মদিরায়,
লিপ্ত সদা পাপাচার ! বিশেষে যথায়

রমণী স্বৈরচারিণী, কিম্বা যথা হয়
স্ত্রীবাক্যে পরিচালিত পুরুষ, তথায়
ধ্বংস হয় দুর্ণিবার বিনা কালক্ষয়ে !
এক্ষণে, পাপ-নিরত রাক্ষস, যদিও
দৃশ্যতঃ প্রবল, তবু, কার্য্যকালে তা'র,
প্রেতগ্রস্থ শবতুল্য সে বল, লক্ষ্মণ !
সেহেতু, ত্যজি' এ চিত্ত অদম্যতা তব
প্রিয়তম, কর মম নির্দ্দেশ পালন—
সত্বরে এ জানকীরে করিয়া অন্তর !"

* * *

গেল চলি' জানকীরে লইয়া লক্ষ্মণ
দূরান্তর গুহাশ্রয়ে ধরি' ধনুর্ব্বাণ,
অনিচ্ছায়—চালকের সঙ্কেতে যেমন
অঙ্কুশ-তাড়িত মদমত্ত গজরাজ !

রাক্ষসাংনর্দ্দিতাং ঘোষঃ শ্রূয়তেঽয়ং মহাধ্বনিঃ
আহতানাঞ্চ ভেরীণাং রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্ম্মভিঃ ॥ ১০
তস্মাৎ গৃহীত্বা বৈদেহীং শরপাণির্দ্ধনুর্দ্ধরঃ।
গুহামাশ্রয়শৈলস্য দুর্গাংপাদপসঙ্কুলান্ ॥ ১১
প্রতিকূলিতুমিচ্ছামি নহি বাক্যমিদং ত্বয়া
শাপিতো মমপাদাভ্যাং গম্যতাংবৎস মা চিরম্ ॥ ১২
ত্বংহিশূরশ্চ বলবান্ হন্যাএতান্নসংশয়ঃ।
স্বয়ংনিহন্তুমিচ্ছামি সর্ব্বানেব নিশাচরান্ ॥ ১৩
এবমুক্তস্তুরামেণ লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
শরানাদায়চাপঞ্চ গুহাং দুর্গাংসমাশ্রয়ৎ ॥ ১৪

লক্ষ্মণ যাইলে চলি,’ পরি’ যুদ্ধ-সাজ-
তূণ বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ, অব্যগ্র রাঘব
হইলেন অগ্রসর টঙ্কারি’ ধনুক,
মদমত্ত গজগতি—শঙ্কর যেমতি
একাকী ত্রিশূলপাণি, মহারুদ্রবেশে
ধ্বংসিতে দক্ষের যজ্ঞ! কিম্বা একেশ্বর-
যেমতি, ত্রিপুরেশ্বরে দলি’ পদতলে
মহেশ-মহিষী শিবা মহিষ-মর্দ্দিনী
সমর্দ্দে দুর্দ্দম শুম্ভে নিশুম্ভে নাশিতে—
ব্যথিতা ধরিত্রী যবে দৈত্য পদ ভরে।
দেখিলা স্তম্ভিত নেত্রে বিশ্ব-চরাচর—
প্রলয়-বজ্রাগ্নি তুল্য দুর্দ্দর্শ সে রূপ—
অকল্পনীয় মানসে—নহে বর্ণনার!

আবিষ্টং তেজসা রামং সংগ্রাম শিরসি স্থিতম্।
দৃষ্টা সর্ব্বানি ভূতানি ভয়াদ্বিব্যথিরে তদা॥ ২৫
রূপমপ্রতিমং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ॥ ২৮
দুষ্প্রেক্ষ্যশ্চাভবৎ ক্রুদ্ধো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্।
তংদৃষ্টা তেজসাবিষ্টং প্রাব্যথন্ বনদেবতা॥ ৩৩
তস্য রুষ্টস্য রূপন্তু রামস্য দদৃশে তদা।
দক্ষস্যেব ক্রতুং হন্তুং উদ্যতস্য পিনাকিনঃ। ৩৪

অগৌণে, অতি-মানুষী শক্তি বলে নাথ
করিলেন ছিন্নভিন্ন রাক্ষস কটক;

হইল,—আহত হত পতিত রাক্ষস
সৈন্যদেহে, ছিন্ন হস্ত চরণ মস্তকে
সমাকীর্ণ রণস্থল; নিরখিল, রহি'
দূরান্তরে সূর্পণখা,—অসংখ্য রাক্ষস,
নানা প্রহরণ পাণি, করে আস্ফালন
সিন্ধু জলোচ্ছ্বাস সম; সম্মুখে তাহার
নিঃসঙ্গ—চলোর্ম্মি-ভঙ্গ উপেক্ষি' হেলায়
অচল মৈনাক সম, অটল মানব—
দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি এবে—আগ্নেয় ভূধর
যেমতি মুহূর্ত্তে করে দগ্ধ চতুর্দ্দিক
উগারি' অনল রাশি,—বর্ষি' কালানল
সদৃশ দিব্যাস্ত্র-জাল, দহিল নিঃশেষে
ক্রমশঃ রাক্ষস যত—সৈন্য সেনাপতি
সহ খর, ভীমকর্ম্মা ত্রিশিরা দূষণ!

দেখি' এ ভীষণ দৃশ্য মহাচর্য্যময়—
এক নর হস্তে হত রাক্ষস কটক
পলকে, প্রমাদগণি,' করি' আর্ত্তনাদ,
ধাইলা লঙ্কাভিমুখে রাক্ষসী আবার,
শুনাইতে লঙ্কেশ্বরে এ বার্ত্তা দারুণ।

আ, ৩২। ততঃ শূর্পণখা দৃষ্ট্বা সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
হতান্যেকেন রামেণ রাক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্॥ ১
দূষণঞ্চ খরঞ্চৈব হতং ত্রিশিরসং রণে।
দৃষ্ট্বাপুনর্মহানাদান্ননাদ জলদোপমম্॥ ২

সা দৃষ্ট্বা কর্ম্ম রামস্য কৃতমন্যৈঃ সুদুষ্করম্।
*জগাম পরমোদ্বিগ্না লঙ্কাং রাবণ পালিতাম॥ ৩

* * * *

রাবণ সূর্পণখা সংবাদ

মাধবের শ্যাম-বক্ষে স্যমন্তক যথা—
সর্ব্বরত্নোত্তম রত্ন—রাজে রত্নময়ী
লঙ্কা বারিনিধি হৃদে; মহাহ্লাদে তেঁই
উঠে অম্বুনিধি বক্ষঃ উচ্ছ্বসি' উছলি'!
এহেন লঙ্কার রাজা রক্ষঃ কুলোদ্ভব
দশানন, কহে লোক, তুষি' চতুর্ম্মুখে,
দানবীয় সাধনায় সিদ্ধিলব্ধ বলে
লুণ্ঠিলা অমরাবতী; সে দৈবী সম্পদে
যত্নে সাজাইলা রক্ষঃ নানা রত্ন দিয়া
লঙ্কা—প্রিয়াপুরী তা'র। এ হেন সম্পদ-

---

*রামায়ণের মূল বলিয়া যাহা উল্লিখিত, অর্থাৎ, বাল্মীকির নিকট নারদের কথিত যে আখ্যান, যাহা রামায়ণের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, তাহাতে ইহা দেখা যায়, যথা :—

আ, ১। বনে তস্মিন্নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্।
রাক্ষসান্নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ॥ ৪৫
অর্থাৎ, দণ্ডকারণ্যে অবস্থান কালে তাঁহার হস্তে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছিল।

পূর্ণ স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে, রত্ন-বেদিকায়
বসিয়া রাক্ষসকুল-রাজেন্দ্র রাবণ
সদম্ভে; সে দম্ভাড়ম্ব, সে দৃশ্য-গৌরব,
অমর্ত্ত্য বিভব সর্ব্ব, সভাগৃহ শোভা
বর্ণিতে, অপর্ণাসুতে! অক্ষম, মা, তুমি
অনন্ত অর্ণ-সম্ভারে; কি কহিব আমি—
মূঢ়মতি ক্ষুদ্রনর? সে হর্ম্ম্য সুন্দর,
অভ্রভেদী, কারুপূর্ণ, নানাবর্ণময়
মর্ম্মর শিলা নির্ম্মিত স্তম্ভ হীরা-চূড়
অগণ্য—মণি মাণিক্য প্রবাল খচিত
চন্দ্রাতপ ধরি' শিরে, শোভে—যেইরূপ
হিম-অদ্রি চূড়াচয় ধরি' শিরোদেশে
শারদীয়া নৈশাকাশ পূর্ণিমা নিশায়—
অবর্ণনীয় সে বাক্যে! এ হেন সভায়,
উচ্চ মঞ্চে সিংহাসন করিয়া উজ্জ্বল,
বসি' নিশাচর নাথ—দেহ গরিমায়
ইন্দ্র তুল্য! মহামূল্য রত্ন অগণন
মুকুটে, ভূষণে, বেশে—দুর্লভ জগতে—
ঝলে দর্শকের চক্ষুঃ, বিদ্যুৎ-বিভায়
চমকি'। সম্মুখ ভাগে, বসি' শৃঙ্খলায়
সারি দিয়া পাত্র মিত্র মন্ত্রী সভাসদ্
নত-শিরঃ—রাজ আজ্ঞা ব্যগ্র-প্রতীক্ষায়।
যোদ্ধৃবেশী, দ্বারদেশে ফিরে দ্বৌবারিক—
শিরে উচ্চ শিরস্ত্রাণ, করে দীর্ঘ শূল,

ভীমকায়, রক্তচক্ষুঃ, দর্শনে ভীষণ !
উড়িছে বায়ুতরঙ্গে নানা ভঙ্গিমায়
উচ্চ সভাসৌধচূড়ে পতাকা রঙ্গীন্,
সশব্দে; গম্ভীরমন্ত্রে, নির্দ্ধারিতে কাল,
প্রহরে প্রহরে উঠে ধ্বনি' ঘণ্টানাদ।
বহে বাসন্তিক্ বায়ু—অঙ্গে মাখি' তা'র
ফুল-পরিমল-গন্ধ; গাহে মধু-সখা
কোকিল—চির-বসন্ত-সেবিতা লঙ্কায়।
সুরকুলনিধি ইন্দ্রে নির্জ্জি' ভুজবলে,
বাঁধি' আনি' দিল পুত্র—রথী মেঘনাদ—
পিতার চরণ মূলে—পিতৃভক্ত, করি'
বন্দী দেবরথীবৃন্দে সেবিতে রাবণে—
ছিলা এ প্রবাদ বাক্য বিখ্যাত ভুবন—
রাবণের দম্ভে, বলে, উদ্যমে অপার !
গাহিছে স্তাবকবৃন্দ রাজকীর্ত্তি গাথা
সুছন্দে, বাজিছে দ্বারমঞ্চে নহবৎ,
বীণা বেণু করতাল ! হেনকালে তথা
উপস্থিলা সূর্পণখা—রক্ষোরাজানুজা
কুলটা—বিকটা এবে অঙ্গহীনতায়—
বহি' ঘোর দুঃসংবাদ, ছায়াচ্ছন্ন মুখে,
বিষাদ-ভরা হৃদয়ে। আসি' মায়াবিনী
প্রণমিলে রাজপদে, কহিলেন তা'রে
কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব, দেবকুলত্রাস
বিস্ময়ে,—"এ কি এ দেখি ভগিনী আমার

সূর্পণখে ! হেন দশা কে করিলা তব ?
আবার কি শচীকান্ত, উমাকান্তে পূজি'
প্রগল্‌ভী, লভিলা বল লঙ্কা আক্রমণে ?
এখনও বীরশূন্যা নহে লঙ্কা মোর—
বীরধাত্রী ! এখনও জীবিত রাবণ—
বিশ্বজয়ী দশস্কন্ধ, রথী ইন্দ্রজিৎ !"

"বৃথা ভৎর্স সহস্রাক্ষে, রক্ষোনাথ, তুমি !'
উত্তরিলা সূর্পণখা খেদে নিঃশ্বাসিয়া,—
"আকুল অমরকুল, তব নাম স্মরি'
আতঙ্কে অমরপুরে ! তব অগ্রে আমি
বাসি লাজ কহিবারে,—অধিকারে তব
আসিয়াছে দুই নর পঞ্চবটীবনে
সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে; জানিয়াছি শেষে,
সরযূর তীরবাসী আছিলা দোঁহায়—
রাম লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে—'
নির্ব্বাসিত ক্ষত্র তা'রা, ভণ্ড যোগী, ল'য়ে
সঙ্গে ভ্রষ্ট-তারাকারা সুরূপা সঙ্গিনী—
সীতা নাম সে নারীর জানিয়াছি, রাজা
জনকের আত্মজা সে ! সে নারীর(ই) হেতু
করিলা এ দশামম, হে বাসবজয়ি !
দণ্ডকে সে ভণ্ড নর !" কহিয়া এতেক,
আরম্ভিলা গম্ভীরে নিঃশ্বাসি' পুনর্ব্বার,—
"কহিতে না সরে বাক্য, সহস্রাক্ষ-অরি,

আর যে করিলা কর্ম্ম দুর্ম্মতি মানব,
তব অগ্রে; না জানি যে, কহিব কেমনে
আমি, তুমি ধৈর্য্যধরি' করিবে শ্রবণ !"
এত কহি,' মৌনভাবে রহিলা রাক্ষসী
ক্ষণেক; অবাক-মুখে চাহিলা রাবণ
সবিস্ময়ে—পারিষদ অমাত্য যতেক;
আরম্ভিলা সূর্পণখা,— "ভাগ্য দোষে মোর,
চতুর্দ্দশ সহস্রেক রক্ষঃসেনা সহ
বধিল খর দূষণে ভিখারী মানব
ঘোর যুদ্ধে, একাকী সে, রাম আখ্যা যা'র !"

আ, ৩৩। চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রাক্ষসাং ভীম কর্ম্মণাম্।
হতান্যেকেন রামেণ খরশ্চ সহ দূষণঃ ॥ ১২

এত বলি' সূর্পণখা হইলা নীরব।

আগ্নেয় মহাস্ত্র যথা গর্জ্জি' ঘোররবে
উগারে বজ্রাগ্নি, কেহ পরশিলে তাহে
অনল, কহিলা গর্জ্জি' তেমতি রাবণ,—
"কি(ই) কহিলি সূর্পণখে ! ভিখারী মানব
বধিলা খর দূষণে সহ সৈন্য বল,
একাকী ? এ বাক্যে তোর কে করে প্রত্যয়·
একমাত্র নর, পশি' মম অধিকারে
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস করি' বধ
মুহূর্ত্তেকে, অরাক্ষস করিলা দণ্ডক ?
কহ সত্য সূর্পণখা, কি হেতু তোমার

ঘটিলা এ বিসম্বাদ মানবের সাথ,
বিস্তারি' সে তথ্য তুমি! কি লাগি' সে, কহ,
দলি' কালসর্প-ফণা, সামান্য মানব,
উন্মুক্ত করিল নিজ মরণের পথ!"
"কহিতে ফাটিছে বুক!" কহিলা কুলটা
নিঃশ্বাসি,'—হে বিশ্বজয়ী রক্ষঃ-কুল-চূড়া,
যে লাগি' হইলা বাদ ভিখারীর সাথে
আমার,—দণ্ডকারণ্যে করিতে ভ্রমণ,
দেখিনু কুটীর এক একান্তে, তথায়
বসিয়া আশ্রম প্রান্তে হেমকান্ত-বপু
ললনা,—তুলনা তা'র মিলেনা ধরায়—
চপলা, অচলা যেন, আছে দেহ খানি
বেড়িয়া! বসিয়া ধনী উজ্জ্বলি' বরণে
কানন! দেখি,' তখন(ই) ভাবিলাম মনে—
ভ্রাতৃজায়া রূপে আমি লভিবারে সেই
রক্ষোরাজ-বক্ষো-নভো-যোগ্য চন্দ্রমায়!
যাইয়া, কহিনু তা'ই, 'কহ সুবদনে,
কি হেতু এ বনমাঝে বসি' একাকিনী
বিষণ্ণা—একটি যেন স্থল কমলিনী
দগ্ধ মরুভূমি মাঝে, একমাত্র তারা
প্রভাত গগনোপান্তে? সাজে কি তোমারে,
ছি ছি, এ বিজন বাস, এ পর্ণ কুটীর,
এ দৈন্য—সুন্দরী কুল শিরোমণি তুমি—
মর্ত্ত্যে সুরবালা সম? এ তব যৌবন—

ফুল্ল পারিজাত তুল্য দেবেন্দ্র সম্পদ—
সাজে কি এ বন মাঝে—বন-নন্দন
শোভিনি ? চল লো ত্বরা সে কাননে তুমি
মম সঙ্গে হেমাঙ্গিনি, এ হেম-বল্লরী
সাজে যে নন্দন মাঝে ; সিন্ধু-পরপার
সে আনন্দময় ধাম ?' কহিয়া এতেক,
দেখাইনু লঙ্কা তা'রে সঙ্কেতে রাজন্ ।
এহেন সময়ে, হায়, কহিতে শিহরি
শঙ্কায়, হে লঙ্কানাথ, এখন(ও), দেখিনু—
ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি, চীর জটাধারী
দুইনর, শস্ত্রপাণি, হইলা বাহির—
কৃতান্তের দূত সম ভেদিয়া কান্তার
অকস্মাৎ ? বজ্রপাত গর্জ্জনে গরজি,'
চাহি' রোষ-রক্ত নেত্রে, দন্ত কড়মড়ি',
কহিলা জনেক অন্যে,—"দণ্ডিয়া, লক্ষ্মণ,
দূর কর রাক্ষসীরে !' শুনি' বাক্য তা'র,
ধরিলা আমারে এক কুৎসিৎ মানব—
লক্ষ্মণ, এ আখ্যা যা'র ! কম্পান্বিতা আমি
আতঙ্কে, দূষণে, খরে, তব নাম ধরি'
কত যে ডাকিনু কাঁদি'—করিতে উদ্ধার
সে বিপদে, পদেধরি' কত যে সাধিনু
লক্ষ্মণে, এক্ষণে আমি কহিতে অক্ষম !
কিন্তু বৃথা ! নীচকুলে জন্ম যে জনার,
কুৎসিৎ যে, হৃদি তা'র বজ্র সুকঠোর

বর্ম্ম সম, সে কি কভু গলে আঁখি জলে ?
শেষে, ছেদি' নাসাকর্ণ খেদাইলা মোরে
লক্ষ্মণ ; কত যে গালি, কত যে ধিক্কার
দিলা তব নাম করি', কি ক'ব এখন ?
আসিলাম কতক্ষণে খরের নিকটে,
দূষণের সন্নিধানে, কহিলাম কাঁদি'
সকল(ই)। আক্রোশে জ্বলি', দেখি' দশা মম
স্বচক্ষে, দূষণ খর হইলা ধাবিত—
দণ্ডিতে সে ভণ্ড নরে দণ্ডকের মাঝে
চতুর্দ্দশ সহস্রেক রক্ষঃ-সেনা সাথ—
সুসজ্জিত যুদ্ধ সাজে : কি বলিব, হায়,
জ্বালিলা যে যুদ্ধানল উদ্ধত মানব
একাকী, সে ভিক্ষুবেশী, রাম আখ্যা যা'র,
দহিল সে যুদ্ধানলে, দণ্ডার্দ্ধে, রাজন্,
অগ্রজ দূষণ খর—ভাগ্য দোষে মোর—
অসংখ্য রাক্ষস, ছিল দণ্ডকে যতেক !
বাঁচিলাম আমি, শুধু বহিবারে এই
নিদারুণ দুঃসংবাদ !" কহিয়া এতেক,
সশব্দে কাঁদিলা নষ্টা নিঃশব্দ সভায়
উচ্ছ্বসি' ; অজস্রে ঝরি', অশ্রুধারা সহ
ছিন্ন অঙ্গে রক্তধারা সিক্তিলা বসন।

স্বভাব-ভীষণা যথা অমা-নিশীথিনী
ধরে ভীমতম মূর্ত্তি ঘন আবরিলে

অনন্তর, আচম্বিতে শুনি' দুঃসম্বাদ,
ধরিলা সে ভীম কান্তি শচীকান্ত অরি।
"বুঝিলাম, এতদিনে বাম মম প্রতি
পৌরুষ!" কহিলা বাহুবলেন্দ্র রাবণ
ঘোরনাদে—"এতদিনে বিমুখ আমারে
চতুর্ম্মুখ, তপস্যায় তৃপ্ত করি' যাঁ'রে
লভিনু অমরবর! নহে, কি প্রকারে—
বীর্য্যদম্ভে, অরিন্দম ত্রিদিবেন্দ্রশূর
লুণ্ঠিত-মুকুট যা'র হৈম পাদমূলে
সভয়ে, এ অপমান সম্ভাবিল তা'র
স্বল্পায়ুঃ মানব করে—জটাধারী এক
সরযূর তীরবাসী—নিজ অধিকারে?
সাজ সেনাপতি! ল'য়ে চতুরঙ্গদল
যাইব সে ভণ্ডযোগী মানবে দণ্ডিতে
অবিলম্বে! অসম্বৃত প্রতিবিধিৎসায়—
মরণের মৃত্যু আমি, স্রষ্টার প্রলয়,
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশনে দহনে সক্ষম,
সক্ষম সংসার ধ্বংসে—তুচ্ছ সে মানব!"

স্থূর্পণখাবচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধঃ সংরক্ত-লোচনঃ
অব্রবীদ্রাবণোবাক্যং নির্দ্দহন্নিব তেজসা। ৩
যেন ভীমং জনস্থানং হতং মম গতাসুনা,
গমিষ্যামি মহারণ্যং হন্তুং তং আততায়িনম্। ৪
ন হি মে বিপ্রিয়ংকৃত্বা শক্যং মঘবতা সুখম্
প্রাপ্তুং বৈশ্রবণেনাপি যমেন বা ন বিষ্ণুনা; ৫

কালস্যচাপ্যহং কালো দহেয়মপি পাবকম্
মৃত্যুং মরণ ধর্ম্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে ! ৬

মুক্ত করি' নেত্রবারি, গুপ্ত দুরাশায়
কহিলা নিকষাত্মজা অগ্রজে আবার,—
"কে না জানে, হে রাজেন্দ্র, বিখ্যাত এ ভবে
তব বীর্য্য পরাক্রম ? শুষ্ক তৃণ যথা
পাবকে, পলকে দগ্ধ হইবে সে নর
তব রোষে; কিন্তু সেই মদন-মোহিনী
রতি জিনি' কান্তি যা'র, যে সীতার লাগি'
ঘটিয়াছে সর্ব্বানর্থ, প্রার্থনা আমার,
নষ্টমতি রাঘবের হৃদয়-উদ্যানে
প্রস্ফুটিত পুষ্পসম, আঁধার কুটীরে
প্রদীপ-শিখা-রূপিণী প্রণয়িনী, সেই
জানকীরে হরি' আনি' ছলি' ছলনায়,
বসাইয়া বামে, কর আশ্বস্ত আমায়—
নির্য্যাতিতা অনুজার সিদ্ধ মনঃ সাধ—
সর্ব্বরূপে যোগ্যা সেই জানকী তোমার !
করি' বৈর-নির্য্যাতন অব্যাজে, রাজন্,
কর খরদূষণের প্রেত সন্তর্পণ—
জনস্থানে অরিহস্তে নিহত যে আর !"

আ ৩৪। নৈবদেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী
তথারূপা ময়ানারী দৃষ্টপূর্ব্বা মহীতলে। ১৭
ভার্য্যার্থে তু তবানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্
বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণেন মহাভুজ ॥ ২০

রাক্ষসাং ভীমবীর্য্যাণাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
নিহতানি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তেনৈকেন পদাতিনা॥ ২১
তস্যাপহর ভার্য্যাং ত্বং তং প্রমথ্য মহাবনে।
তবানুরূপা ভার্য্যা সা ত্বঞ্চ তস্যাঃ পতির্বরঃ॥ ১৯
নিশম্যরামেণ শরৈরজিহ্মগৈ
র্হতান্ জনস্থান গতান্ নিশাচরান্
খরঞ্চ দৃষ্ট্বা নিহতঞ্চ দূষণং
ত্বমাত্মকৃত্যং প্রতিপত্তুমর্হসি॥ ২৫

সভাভঙ্গ ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিল গম্ভীরে
উচ্চ সভাসৌধচূড়ে। ডাকিল ফুকারি'
অগ্রদূত,—'অন্তঃপুরে চলিলেন এবে
ত্রিদিবেন্দ্র-জয়ী রাজ-রাজেন্দ্র রাবণ!'

আন্ধারি' ধরণী যথা সন্ধ্যা সমাগমে
যা'ন চলি' অংশুমালী অস্তাচল গৃহে,
দিবাকার্য্য করি' শেষ, হৈম যবনিকা
ঠেলিয়া, আঁধারি' সভা পশিলেন আসি'
তেমতি রাক্ষসনাথ বিরাম কক্ষায়।
কিন্তু, রতিকান্ত যা'রে, হে শান্তি দায়িনী
নিদ্রে, বিঁধে পঞ্চশরে, কিম্বা হৃদে যা'র
জ্বলে প্রতিহিংসানল, দাও কি তাহারে
শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান? যাপিলেন নিশা,
সহি' সূচীবেধ জ্বালা, ফুলশয্যাশায়ী
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার, পালঙ্ক শয্যায়।

* * * *

উৎপতঙ্গ বহ্নিমুখে

জননীর বক্ষে দুঃখে ফেলি' নেত্রনীর,
যায় চলি' পতিগৃহে দুহিতা যেমন,
গিয়াছে শ্যামবরণা নিশা সেইরূপ
শিশির আসারে করি' সিক্ত ধরাবুক।
আগত প্রভাত দেখি,' রক্ষঃ-কুলনাথ
ত্যজিয়া বিনিদ্র শয্যা, ছাড়ি' সর্ব্বকায
হইলেন বহির্গত—যথা, রাজাজ্ঞায়
আছিল সারথিবর সাজা'য়ে পুষ্পক—
বিমান-বিহারী রথ—বিশ্বে একেশ্বর—
ভ্রাতৃহিংসা নিদর্শন রক্ষোরাবণের!
বৈমাত্রেয় ধনেশ্বরে নির্জ্জি' ভুজবলে
আনিল যা' কাড়ি' রক্ষঃ দম্ভে আপনার,
সেই সে বিশিষ্ট রথ করি' সুসজ্জিত,
আছিল সারথি রাজ-আজ্ঞা প্রতীক্ষায়
যুড়ি' কর; উঠি' সেই বিমানে রাক্ষস,
গেল চলি'—বহ্নিমুখে পতঙ্গ যেমন
স্বল্পায়ুঃ! ধাইল রথ মনোরথ গতি
শূন্যপথে—পাছে করি' পল্লী লোকালয়,
পর্ব্বত প্রান্তর নদী কানন কান্তার
মুহূর্ত্তে, মথিত করি' শব্দে চতুর্দ্দিক;
শুভ্রমেঘ, নীলাকাশ, স্বর্ণ রবিকর
করি' চূর্ণ, বিদলিত—জলনিধি হৃদে

যাদঃপতি, বলে, যথা দলি' জলরাশি,
উর্ম্মিদল, ঘূর্ণপাক, তরঙ্গ দুর্ম্মদ
সদম্ভে—গন্তব্য মুখে চলিল রাবণ।

* * *

রাবণ মারীচ সংবাদ

বিজন প্রান্তরে, এক বটবৃক্ষ মূলে
আছিলা ধ্যাননিমগ্ন মারীচ রাক্ষস
শার্দ্দূলত্বক আসনে—যোগাসনে যেন
শশাঙ্ক-শেখর শূলী কৈলাস শিখরে—
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বিভূতি ভূষিত
সর্ব্বাঙ্গ, ত্রিপুণ্ড্র ভালে, গলে অক্ষ-হার ;
উচ্চ চূড়াকারে শিরে পিঙ্গলবরণ
জটাজুট, করপুট যুক্ত নাভি মূলে,
নিমীলিত নেত্রদ্বয়। উতরিল হেন
বিজনে, বিদ্যুৎগতি পুষ্পকে রাবণ—
রথ শব্দে নিঃশব্দতা করি' চূরমার !
নিমীলিত নেত্র মেলি', ত্যজি' যোগাসন
মারীচ, রাক্ষস, এবে রক্ষোঋষি বেশে—
করযোড়ে লঙ্কেশ্বরে সম্ভাষি' সম্ভ্রমে,
কহিলা,—"কি ভাগ্যফলে, রক্ষঃকুলনিধি,
পাইলা এ দাস আজি এ বিজনবাসে
পূজিতে ও পদযুগ কহ তা' দাসেরে

মহেষ্বাস ? কহ নাথ, লঙ্কার কুশল !
ভাল তো আছেন, কহ, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী
মন্দোদরী, মেঘনাদ ইন্দ্রপুরজয়ী ?
শারদিন্দু নিভাননা প্রমীলা সুন্দরী
পুত্রবধূ, আর যত পুরকুলাঙ্গনা
অতুলনা ভবতলে ? আছে তো কুশলে
রাক্ষস-কুল-মাতঙ্গ কুম্ভকর্ণ, সুধী
বিভীষণ ? জনে জনে কত ক'ব আর—
লঙ্কাবাসী প্রজাবৃন্দ আত্মীয় বান্ধব ?"
প্রত্যুত্তরে মারীচেরে কহিলা রাবণ,—
"অমঙ্গল রহে কি হে, চতুর্ম্মুখ বরে
অমর যে মর্ত্ত্যধামে, মারীচ, তাহার ?
শুন দিয়া মনঃ এবে, আইনু যে লাগি'
একাকী এ দূরান্তর বিজন প্রান্তরে
ত্যজি' লঙ্কা, বর্ষীয়ান্, তব সন্নিধানে !
জান, পঞ্চবটীবন গোদাবরী তীরে,
মম রাজ্যে সে অটবী ; ছিল তথা, খর,
অনুজ দূষণ সঙ্গে সে বন রক্ষায় ;
ছিলা ভগ্নী সূর্পণখা। আসিল তথায়
সহসা, অযোধ্যাবাসী নর দুই জন
ছদ্মবেশে—দশরথ রাজার তনয়
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাম, শুনিলাম আমি,
নির্ব্বাসিত ক্ষত্র তা'রা স্বভাবে কুটিল,
ভণ্ডযোগী, সঙ্গে ল'য়ে সুরূপা সঙ্গিনী।

আসিয়া দণ্ডকবনে ভণ্ড সে মানব
দম্ভে অস্বীকার করি' মম অধিকার,
সূর্পণখা ভগিনীর করিলা লাঞ্ছনা—
ছেদি' নাসাকর্ণ তা'র! বধিয়াছে খর-
দূষণে; দণ্ডকারণ্যে আছিল যতেক
রক্ষঃসেনা, বধি' সবে ভিক্ষুবেশী নর
ভণ্ডযোগী, অরাক্ষস করিলা দণ্ডক!
প্রতিহিংসানল-দগ্ধ অন্তর আমার
অনুক্ষণ সে কারণ! আইলাম তেঁই
তব সন্নিধানে বৃদ্ধ; বাসনা আমার,
তবসঙ্গে সঙ্গোপনে প্রবেশি' দণ্ডকে,
ছলি' সে নির্ব্বোধ রামে, লক্ষ্মণ বর্ব্বরে,
হরিব রমণী-রত্ন— সীতা নাম যা'র—
ক্বচিৎ ভেকের শিরে মুকুতার মত
দৈবাধীনে কুক্ষিগতা ভিক্ষু রাঘবের—
বৈরবুদ্ধি সাধনায়, কি কব অধিক?
চল ত্বরা প্রাজ্ঞবর, যোগ্য জন তুমি—
বাঁধিতে রাক্ষস নাথে কৃত উপকারে!"

আ, ৩৬। চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রাক্ষসামুগ্রতেজসাম্
নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈর্মানুষেণ পদাতিনা॥ ৮
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণশ্চ নিপাতিতঃ।
হত্বাত্রিশিরসঞ্চাপি নির্ভয়াদণ্ডকাঃ কৃতাঃ॥ ৯
যেন বৈরং বিনারণ্যে সত্ত্বমাস্থায় কেবলম্।
কর্ণনাসাপহারেণ ভগিনী মে বিরূপিতা॥ ১০

তস্য ভার্যাং জনস্থানাৎ সীতাং সুরসুতোপমাম্।
আনয়িষ্যামি বিক্রম্য সহায়স্তত্র মে ভব॥ ১১
এতদর্থমহং প্রাপ্তস্তং সমীপং নিশাচর।
তৎসহায়ো ভব ত্বং মে সমর্থো হ্যসি রাক্ষস॥ ১২

শুনি' রাবণের বাক্য আতঙ্কে মারীচ
হইলা বিশুষ্ক-মুখ; উত্তরিল, ডরে
পুনঃপুন অবলেহি' সৃক্কণী জিহ্বায়,
রাবণে,—"সংসার মোহে দিয়া জলাঞ্জলি,
হে লঙ্কেশ, ছাড়ি' দেশ আসিনু নির্জ্জনে
পরমার্থ চিন্তাহেতু জীবন সন্ধ্যায়—
কৃতান্ত-নিলয়-পথ-পান্থ এবে আমি,
প্রক্ষালিতে পাপ যত গত জীবনের!
রাজা তুমি রক্ষোনাথ, কি অভাব তব?
আছে আজ্ঞাধীন লক্ষ রাক্ষস তোমার
লঙ্কায়—প্রতারণায় কেহ নহে ঊন;
দেহ ক্ষমা, কহি তেঁই, এ দাসে, রাজন্,
এ কায-গুরু সাধনে!" হেন প্রত্যাখ্যান
শুনিয়া, ফুৎকার দীপ্ত পাবকের মত
হইলা কোপন বুদ্ধি, রোষে, দশানন—
হত আত্ম-অভিমান; জ্বলিল নয়নে
বহ্নি-জ্বালা, উচ্ছ্বসিত ভুরূ-ভঙ্গিমায়;
রণিল তূণীরে শর, কোষে করবাল।
হইল কম্পিত ডরে মারীচ রাক্ষস—
তটিনীর তটপ্রান্তে বেতস যেমতি

খরস্রোতে—থরথরি'। যুড়ি' করতল
নিবেদিলা মিষ্ট বাক্যে রাবণে মারীচ,—
"নাহি হও রুষ্ট, তাত, প্রস্তাবে আমার—
চির হিতকাঙ্ক্ষী তব! দেখিলা কি, কভু
বিমুখ এ দাস তব আদেশ পালনে
লঙ্কানাথ? আতঙ্কিত হইনু বড়ই
আজি এ প্রস্তাবে তব! সামান্য মানব
নহে সেই ভিক্ষুবেশী রাঘব লক্ষ্মণ!
দেখিনু, বালক যবে, বিক্রম দোঁহার;
শুন বিবরণ তা'র—সিদ্ধাশ্রমে যবে
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ শতেক তাপস
সঙ্গে ঋষি বিশ্বামিত্র, করিনু তখন
যৌবনোন্মাদনামত্ত ক্রূরচিত্ত আমি
যজ্ঞনষ্ট বারংবার—হরি' যজ্ঞ হবিঃ,
যাজ্ঞিক সম্ভার যত, কলুষিত করি'
রক্ত মাংসে যজ্ঞবেদী—সঙ্গে অনুচর
শতেক রাক্ষস। শেষে, বিশ্বামিত্র ঋষি
আনিল রাম লক্ষ্মণে যজ্ঞ সুরক্ষায়
যজ্ঞশালে। যথাকালে উপনীত আমি
দেখিনু বালক দোঁহে—তেজোগর্ব্বে যেন
উদ্দীপ্ত, হোমাগ্নিসম, করে ধনুর্ব্বাণ,
তথাপি অপূর্ণ-দেহ; ভ্রান্ত ধারণায়
হইলাম অগ্রসর যজ্ঞবেদী মুখে
তাচ্ছিল্যে, বালক মাত্র ভাবিয়া দোঁহায়,

সহসঙ্গী; কি কহিব? নেত্র মনোরম
মেদুর ঘন-কদম্ব-অম্বরে যেমন —
বর্ষি' বজ্র, গর্জ্জি' ঘোর, চূর্ণে গিরি শিরঃ,
তেমতি বজ্র-ভৈরবে টঙ্কারি' ধনুক,
বর্ষিলা অগণ্য শর পলকে, নবীন-
কিশলয়-কান্ত রাম, লক্ষ্মণ কিশোর!
যেমতি করকাবৃষ্টি নষ্টে তৃণবন
মুহূর্ত্তে, করিলা হত তেমতি বালক
যুগলে, সে শত মম সহচর সহ
সহোদর সুবাহুরে! ক্ষণ পরে এক
বজ্রসম দীপ্তশর গর্জ্জি' ঘোররবে
পড়িয়া এ বক্ষে মোর, অন্তরীক্ষ পথে
বহি' মোরে ফেলাইলা সাগরের জলে—
মকর কুম্ভীরে পূর্ণ, তরঙ্গে ভীষণ!
বাঁচিলাম অবশেষে; বহু ক্লেশে আমি
আইলাম গৃহে ফিরি—লয়ে বক্ষে এক
আঘাতের ক্ষত চিহ্ন, আজ(ও) বিদ্যমান!
যদ্যপি সৌভাগ্যবশে লভিনু জীবন
সেইক্ষেত্রে, বৈরবুদ্ধি না করিনু ত্যাগ
রাঘবের উদ্দেশে; সেহেতু, পুনর্ব্বার,
আইলে দণ্ডীরবেশে দণ্ডকে রাঘব
দীর্ঘ দিনান্তরে, তা'রে ভাবিয়া দুর্ব্বল,
করিলাম আক্রমণ পূর্ব্ব বৈরিতায়,
সহ দুই সঙ্গী আমি ধরি' ছদ্মবেশ!

কিন্তু ভস্মাবৃত যথা বৈশ্বানর, তা'র
না ত্যজে দাহিকা, চাহি' দেখিনু সভয়ে,
সেইরূপ ক্ষণমাত্রে ভিক্ষুরূপী নর
হইলা দুর্দ্দর্শনীয় টঙ্কারি' ধনুক!
পলাইতে মহাত্রাসে, দৈববশে এক
গর্ত্তে পড়ি', সে ক্ষেত্রেও লভিনু জীবন
আমি, মম সঙ্গীগণ হারাইল প্রাণ!
হইনু নির্ব্বেদগ্রস্থ; তদবধি আমি
'রকারাদ্য' শব্দে করি শঙ্কা; সে কারণ
আইনু সংসার ছাড়ি' এ দূর প্রান্তরে
করিবারে শান্তিময় জীবন যাপন!"
"রাক্ষসকুল-ভরসা তুমি, দশানন!"
কহিলা রাক্ষসনাথে পুনশ্চ মারীচ,—
"তুমি রক্ষোনভোরবি! এ তব কল্যাণ,
কর্ব্বুর-কুল-মর্য্যাদা! সে কল্যাণ লাগি'
করিতেছি এ নির্ব্বন্ধ, বন্ধুত্ব আমি
পৌলস্তেয়, নিরস্তিতে, রাখি' বাক্য মোর,
এ ঘোর উদ্যোগে! জানি ভালমতে আমি—
অতি অকল্যাণকর এ সীতা হরণ
কল্পনা, রাক্ষসনাথ, বহুদর্শিতায়!
দেখ ভাবি,' আত্মদোষে লভিলা আপদ
সূর্পণখা, হত খর সে দোষে—দূষণ;
নহে কোন দোষে দোষী সীতা তব ঠাঁই;
সেহেতু, এ ঘোর কার্য্য—সীতা নির্য্যাতন—

রক্ষঃ-কুল-বৃক্ষ-শিরে বজ্র সমতুল
ঘটিবে অবশ্য, মম বিশ্বাস, রাজন্ !"

আঃ, ৩৬। তস্য রামকথাংশ্রুত্বা মারীচস্য মহাত্মনঃ।
শুষ্কংসমভবদ্বক্ত্রং পরিত্রস্তো বভূব চ॥ ২২
ওষ্ঠৌ পরিলিহন্‌শুষ্কৌ নেত্রৈরণিমিষৈরিব।
মৃতভূত ইবার্ত্তস্তু রাবণং সমুদৈক্ষত॥ ২৩
স রাবণং ত্রস্তবিষণ্ণ চেতা
মহাবনে রাম-পরাক্রমজ্ঞঃ।
কৃতাঞ্জলিস্তত্ত্বমুবাচবাক্যং
হিতঞ্চতস্মৈ হিতমাত্মনঞ্চ॥ ২৪

আঃ, ৩৭। রামস্য হি মহাতেজা মহাসত্ত্বো মহাবলঃ।
অপি রাক্ষসলোকস্য ভবেদন্তকরোঽপি হি॥ ২৩
যদি স্থূর্পণখাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ।
অতিবৃত্তো হতঃপূর্ব্বং রামেণাক্লিষ্ট কর্ম্মণা। ২৪
অত্রব্রূহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ।
কিন্তদ্বা সীতায়ার্দোষং যদর্থং ত্বং রুষান্বিতঃ॥ ২৫
ইদংবচোবন্ধুহিতার্থিনা ময়া
যথোচ্যমানং যদিনাভিপৎস্যসে।
সবান্ধবস্ত্যক্ষ্যসি জীবিতংরণে
হতোঽদ্যরামেণ শরৈরজিহ্মগৈঃ॥ ২৬

আঃ, ৩৮। নিবার্য্যমাণঃ সুহৃদা ময়া ভৃশং
প্রসহ্য সীতাং যদি ধর্ষয়িষ্যসি।
গমিষ্যসি ক্ষীণবলঃ সবান্ধবো-
যমক্ষয়ং রাম শরাস্তজীবিতঃ॥ ৩৩

প্রদীপ-নির্ব্বাণ-গন্ধ, অরুন্ধতী তারা,
না করে আঘ্রাণ, লক্ষ্য গতায়ুঃ যে জন—

না শুনে সুহৃদ্ বাক্য। হতভাগ্য বলে
চালিত, আত্মাভিমানী যে জন, সে হয়
রুষ্ট ইষ্ট উপদেশে; রোষাবেশে তেঁই,
কহিলা রাক্ষসনাথ,—"উপদেশ লাগি'
না আইনু তব ঠাঁই, নির্ব্বুদ্ধি মারীচ!
বৃদ্ধ তুমি, সহিলাম শুদ্ধ সে কারণ
এ তব উদ্ধতস্পর্দ্ধা! বার্দ্ধক্য-বিকল
চিত্ত তব, মৃত্যু ভয়ে নিত্য বেপমান,
দেহ তেঁই নীতিশিক্ষা লঙ্কেশে, রাক্ষস!
হীনকুলে জন্ম তব, নহে, কোন্ মুখে,
বাখানিছ বীর্য্যখ্যাতি ভিক্ষু মানবের,
আমি—ত্রিভুবনত্রাস, ত্রিদিব বিজয়ী,
অমর ব্রহ্মার বরে—আমার সম্মুখে,
নির্লজ্জ? বিশেষে, যবে অভ্যাগত তব
আবাসে? না মাগি যুক্তি, হিত উপদেশ,
প্রগল্‌ভ, এ তব ঠাঁই; চাহি কার্য্য তব—
মম আজ্ঞা বাধ্যতায়; অন্যথায়, তব
রুধিরে কৃপাণ মম হইবে রঞ্জিত
অগৌণে; বুঝিয়া কর কার্য্য সুনির্ণয়!
সত্য যদি রামরোষে জীবন সংশয়
তোমার, এ মম রোষে মৃত্যু সুনিশ্চিত—
সুনিশ্চিত যেমতি এ সঙ্কল্প আমার—
আততায়ী রাঘবের বনিতা হরণ,
তুচ্ছকরি' সুরাসুর—বাধা বিপর্য্যয়!"

আ, ৪০। আসাদ্য তং জীবিতসংশয়ন্তে
মৃত্যুর্ধ্রুবো হ্যদ্য ময়া বিরুধ্য।
এতদ্ যথাবৎ পরিগৃহ্য বুদ্ধ্যা
যদত্র পথ্যং কুরু তং তথা ত্বম্॥ ২৬
এবং মে নিশ্চিতা বুদ্ধি র্হৃদি মারীচ বিদ্যতে।
ন ব্যাবর্ত্তয়িতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ॥ ৭

জীবনে হতাশ এবে মারীচ রাক্ষস
বিচারিল,—'এত দিনে, বুঝিনু নিশ্চিত,
উন্মুক্ত কৃতান্ত-গৃহ-শরণি, সম্মুখে
আমার! রাবণ কিম্বা রাঘবের করে
এ রাক্ষসজন্ম মম অবসিবে আজি
অবশ্য—প্রপঞ্চ পঞ্চে রক্ষোদেহ মোর!
তথাপি, রাঘব শত্রু, মিত্র দশানন;
সে কারণ, শত্রু হস্তে মৃত্যু শ্রেয়স্তর!'
এত ভাবি', দশাননে কহিলা মারীচ,—
"না শঙ্কি মরণে আমি, লঙ্কানাথ, শুধু,
শঙ্কি,' অকল্যাণ তব করিয়া কল্পনা—
অবিলম্বে বিলম্বে বা এ মম পশ্চাৎ,
করিনু মিত্র-কর্ত্তব্যে তোমারে বারণ!
পরন্তু, তব নির্ব্বন্ধ নারি এড়াইতে
এক্ষণে; কহ রাজেন্দ্র, বিস্তারি' আমায়—
কি প্রকারে কার্য্যতব করিব সাধন!"
হাসিয়া রাক্ষসনাথ, দিয়া আলিঙ্গন,
কহিলা,—"উতরি,' সখে, পঞ্চবটীবনে,

ধরি' স্বর্ণ-মৃগ-মূর্ত্তি কর বিচরণ
জানকীর দৃষ্টিপথে, অবশ্যই হবে
মৃগলোভে বিপ্রলব্ধা বুদ্ধিহীনা নারী—
বিশেষতঃ, স্বতঃই সে কৌতূহলময়ী
স্বভাবে রমণী দল—তব ছলনায়।
এইরূপে লহ দূরে রাঘব লক্ষ্মণে
শূন্য করি' বনাশ্রম—কি কব অধিক—
মায়াবীর শ্রেষ্ঠ তুমি, তোমারে মারীচ?
যাহ যথা ইচ্ছা, সাধি' এ কার্য্য আমার!
পশ্চাৎ, স্বকার্য্য আমি সাধিব, যখন
নির্জ্জন সে বনাশ্রমে র'বে একাকিনী
বিরলে রঘু-রমণী আনত শঙ্কায়!"

* * * *

উড়িল পুষ্পক রথ, চক্রাকারে ঘুরি',
অম্বরে—যেমতি উড়ে বেগে খগপতি
বিস্তারি' বিশাল পক্ষ—গর্জ্জি', ঘোর রোলে
শব্দিত করি' দিগন্ত, কানন প্রান্তর।
কান্তার ভূধর কত করি' অতিক্রম
মুহূর্ত্তে, আইল রথ অরণ্যে, যথায়
পঞ্চবটীবন-সখী, স্বচ্ছ জলময়ী,
মৃদুল-কল-নাদিনী গোদাবরী নদী
বিস্তারিতা দণ্ডকের শ্যাম বক্ষে, যেন
শ্বেত বনফুল মালা বনমালী গলে

গোকুলে। কুলায়ে যথা কুহরে কপোত,
কূজনে সুস্বনে ঘন-বন-বিহঙ্গিনী
বসিয়া শাখী-শিখরে, শিখী, তলে তা'র
নাচে চিত্র-পুচ্ছ মেলি'—প্রিয়ারে মোহিতে
নব প্রেমানন্দে মাতি,' সুছন্দে যথায়
গুঞ্জরে মুকুলে অলি, কমলে ভ্রমর
মধুপানে আত্মহারা ; কলস্বরা, মরি,
তটিনীর স্বচ্ছ নীর উচ্ছলি' যথায়
তট-নবদুর্ব্বাদলে করে আলিঙ্গন
সঙ্গোপনে ; সীতা যথা—নারীকুলেশ্বরী,
স্বামীর ভুজ-বিক্রমে সুবিশ্বস্তমনঃ,
আছিলেন বিশ্বহিতে রতা তপস্যায়—
পতির অনুগামিতা নিশ্চিন্তে, যথায়
বিস্তারিয়া দিলা শান্তি চেলপ্রান্ত তা'র
একান্তে, আনিলা বহি' পুষ্পক তথায়
ক্ষণমাত্রে পৃষ্ঠোপরি দুষ্ট নিশাচর
দোঁহারে—কুগ্রহ যথা শান্ত নভস্তলে
বহি' শত দুর্নিমিত্ত—দুর্ভিক্ষ মরক !
আসি' হেথা, নিরখিল রাক্ষস যুগল-
কদলী পাদপে ঘন-আবরিত, প্রভু-
রাঘবের পর্ণশালা। কহিলা রাবণ
উতরি' বনান্তরালে, মারীচে,—"বান্ধব,
দেখহ অদূরে ওই রাঘবের গৃহ—
কদলী তরু বেষ্টিত। না করি' বেয়াজ,
করহ যথা-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন !"

আ, ৪২। সমেত্য দণ্ডকারণ্যং রাঘবস্যাশ্রমং ততঃ।
দদর্শ সহ মারীচো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥ ১২
অবতীর্য্য রথাত্তস্মাত্ততঃ কাঞ্চনভূষণাৎ।
হস্তে গৃহীত্বা মারীচং রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৩
এতদ্রামাশ্রমপদং দৃশ্যতে কদলীবৃতম্।
ক্রিয়তাং তৎ সখে শীঘ্রং যদর্থং বয়মাগতাঃ॥ ১৪

*মায়া-মৃগ।

মুহূর্ত্তে কুরঙ্গ মূর্ত্তি ধরিলা মায়াবী
মারীচ— অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সর্ব্ব অবয়ব—
চরণ বদন শৃঙ্গ, বর্ণ মনোরম;
নৃত্যশীল পদক্ষেপে। আশ্রম নিকটে
আসিয়া মায়া কুরঙ্গ, নানা ভঙ্গিমায়—
কদলী কাননে, কভু কর্ণিকার তলে
শুইয়া, বসিয়া, নাচি,' করি' বিচরণ—
কখন(ও) অতি নিকটে, দূরে পরক্ষণে
তড়িৎ সম চাঞ্চল্যে, হইলা সক্ষম

*মারীচের কুরঙ্গ রূপ ধারণ একটি অবৈজ্ঞানিক আখ্যান। বাল্মীকির প্রতি নারদের যে উক্তি রামায়ণের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, তাহাতে আছে,—তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ। অর্থাৎ, সেই মায়াবীর দ্বারা রাজপুত্র দ্বয়কে দূরে অপসারিত করিয়া; এই মাত্র।

অবশেষে বৈদেহীর দৃষ্টি আকর্ষণে

একাকিনী উপবিষ্টা পুষ্প-বাটিকায়
জানকী, দেখি' সে মৃগ অপূর্ব্ব-দর্শন,
হইলেন বিমোহিতা রূপৈশ্বর্য্যে তা'র—
হায় রে, এ বিশ্ব যা'র মায়া মুগ্ধ, সেই
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী আজি রাক্ষসী মায়ায় !
দেখি' মৃগ, মুগ্ধ নেত্রে, অতি ব্যগ্রতায়—
পাছে হয় অন্তর্হিত, এ শঙ্কায় দেবী—
করিলেন উচ্চৈঃস্বরে প্রভুরে আহ্বান
অধৈর্য্যে,—"হে আর্য্যপুত্র, আইস ত্বরায়
লইয়া অনুজে ! দেখ, মহাশ্চর্য্য এক
আইলা কুরঙ্গ বনে !" সে আহ্বানে নাথ
আইলেন দ্রুতগতি, আইলা লক্ষ্মণ।
নির্দ্দেশি' রাজ-নন্দিনী চম্পক-নিন্দিত
অঙ্গুলে কুরঙ্গবরে, কহিলেন অতি
সমাগ্রহে,—"দেখ চাহি,' দেখ রঘুনাথ,
কোথা হ'তে আইলা এ কুরঙ্গ সুন্দর—
ইন্দ্রধনু জিনি' বর্ণ নয়ন রঞ্জন !
দেখ, অঙ্গ সঞ্চালনে, কুরঙ্গের দেহে
ভাতিছে বিবিধ বর্ণে রবি করলেখা—
কভু নীল, পীত কভু, লোহিত শ্যামল,
কভু সুধা ধবলিত ! লয় মনে মোর,
নন্দন কানন মাঝে পারিজাত তলে

ভ্রমে এ কুরঙ্গ-রাজ রঙ্গে অমরায়,
আইলা এ মর্ত্ত্যে নামি' ভ্রমণের ছলে ;
নহিলে, অমর্ত্ত্য মূর্ত্তি লভিল কেমনে
এ কুরঙ্গ ? চিত্ত মম করিল হরণ
আজি এ কুরঙ্গ-দেহ-সৌন্দর্য্য রাঘব !
সত্য, এ বৃথা নির্ব্বন্ধ, রূপ জন্য লোভ,
স্বার্থচিন্তা, উপযুক্ত নহে যোষিতার,
তথাপি, নারি দমিতে নারীচিত্তে মোর
এ মৃগ-লাভ-বাসনা ! মানস আমার,
যত্নে পালি' এ কুরঙ্গে, সঙ্গে যাব ল'য়ে
অযোধ্যায়, গত যবে বনবাস কাল,
জীবিতে যদ্যপি হয় করায়ত্ব মোর !
হইবেন অত্যাশ্চর্য্য পুরাঙ্গনাগণ
দেখি' এ মৃগ-সৌন্দর্য্য—শত্রুঘ্ন ভরত !
অথবা মৃত যদ্যপি লভি মৃগদেহ,
বিচিত্র আসন চর্ম্মে করিয়া নির্ম্মাণ
স্বহস্তে, তৃণ আস্তরে করি' বিস্তারিত,
বসিবারে তবপার্শ্বে করিনু মানস !"
কহিলা লক্ষ্মণ,—"কিন্তু এ মম বিশ্বাস,
রাক্ষসের মায়া ইহা, মৃগ ইহা নয়—
অসংখ্য রাক্ষস পূর্ণ এ দণ্ডক বন !
বিশেষতঃ, জ্ঞাত আমি, মারীচ রাক্ষস
মায়ামৃগ-রূপে ছলি' মৃগয়ার্থী কত
রাজপুত্রে অতর্কিতে করিয়াছে বধ !

অবশ্য রাক্ষস-মায়া এই বনচর ;
অন্যথা, এ অপ্রাকৃত বর্ণ বিচিত্রতা
কেমনে এ মৃগদেহে হইলা সম্ভব ?”

আ, ৪৩। অস্য মায়াবিদো মায়া মৃগরূপমিদং কৃতম্।
ভানুমৎ পুরুষব্যাঘ্র গন্ধর্ব্বপুরসন্নিভম্ ॥ ৭
মৃগোহ্যেবম্বিধো রত্নবিচিত্রো নাস্তি রাঘব।
জগত্যাং জগতীনাথ মায়ৈষা হি ন সংশয়ঃ ॥ ৮

কহিলেন রঘুনাথ,—“অপ্রাকৃত রূপ-
বিশিষ্ট এ চতুষ্পদ সত্যই লক্ষ্মণ !
তথাপি, যদ্যপি সীতা---অনাগ্রহবতী
সতত সর্ব্ব বিষয়ে—করিলেন মনঃ
লভিবারে এ কুরঙ্গে, কর্ত্তব্য আমার
করিতে সে বাঞ্ছা পূর্ণ ! পক্ষান্তরে যদি
হয় মারীচের মায়া এ মৃগ সুন্দর,
তত্রাপি, কর্ত্তব্য মম বধি’ এ রাক্ষসে,
নিঃশঙ্কিতে বনস্থলী ! শুনিয়াছি, পাপী
মারীচ, মায়া প্রভাবে মুগ্ধ করি’ কত
মৃগয়ার্থী রাজপুত্রে করিয়াছে বধ,
বধিয়াছে বনবাসী অগণ্য তাপস;
সেহেতুও হন্তু মম অবশ্য পামর !
সীতার রক্ষায় তুমি রহ সাবধানে
লক্ষ্মণ, এ বনাশ্রমে সশস্ত্র, যাবৎ
নহি প্রত্যাগত আমি আয়ত্বি’ এ মৃগে,
কিম্বা বধি,’ নিশাচর যদ্যপি এ হয় !”

আঃ, ৪৩। যদিবায়ং তথা যন্মাং ভবেদ্বদসি লক্ষ্মণ।
মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি কর্ত্তব্যোঽস্য বধোময়া॥ ৩৮
এতেন হি নৃশংসেন মারীচেনাকৃতাত্মনা।
বনে বিচরতাপূর্ব্বং হিংসিতামুনিপুঙ্গবাঃ॥ ৩৯
উত্থায় বহবোঽনেন মৃগয়ায়াং জনাধিপাঃ।
নিহতাঃ পরমেষ্বাসাস্তস্মাদ্বধ্যস্তয়ংমৃগঃ॥ ৪০
ইহ ত্বং ভব সন্নদ্ধো যন্ত্রিতো রক্ষ মৈথিলীম্।
অস্যামায়ত্তমস্মাকং যৎ কৃত্যং রঘুনন্দন॥ ৪৬
অহমেনং হনিষ্যামি গ্রহীষ্যামাথবা মৃগম্।
যাবদ্গচ্ছামি সৌমিত্রে মৃগমানয়িতুং দ্রুতম্॥ ৪৭

ধরি' খড়্গ শরাসন, পৃষ্ঠে বাঁধি' তূণ,
হইলেন বহির্গত একাগ্র রাঘব
এত বলি'; লক্ষ্য করি,' ধাইল রাক্ষস—
মৃগরূপী, তীরগতি অগ্রভাগে তাঁ'র
বিদ্যুৎসম চমকি,' উজ্জ্বলি' কানন
রূপৈশ্বর্য্যে। ধাইলেন দ্রুতপদে নাথ
মৃগরাজ ক্ষিপ্রতায় মৃগের পশ্চাৎ।

* * * *

ধাইল কুরঙ্গ দ্রুতে, ধাইলেন প্রভু
পশ্চাতে; পশ্চাতে ফেলি' কানন কান্তার,
শৈল-শিরঃ, নির্ঝরিণী লঙ্ঘি' অতিক্রমি'
কতই, আয়ত্ত তবু নহিল শ্বাপদ।
শ্রমজল স্নাত নাথ, ক্লান্ত কলেবর,
শ্রান্তিহেতু ঘনশ্বাস, তবু অবিশ্রাম
ধাইল মায়াকুরঙ্গ নানা ভঙ্গিমায়—

অদৃশ্য বা দৃশ্য কভু, তীরসম গতি
কখন, কখন ধীরে, কভু ধরাতলে
লুটিয়া, গতাসু যেন, উঠি' পুনর্ব্বার
লম্ফদিয়া বন মধ্যে করি' অন্তর্দ্ধান,
আবার, অদূরান্তরে দিয়া দরশন
অকস্মাৎ—প্রলোভিত করি' রঘুবরে
লইবারে দূরান্তর। চিন্তিলেন নাথ,—
'সত্য লক্ষ্মণের বাক্য; মৃগ ইহা নয়—
রাক্ষসের মায়া মাত্র!' চিন্তিয়া এতেক,
বজ্রসম ব্রহ্মাস্ত্র যুড়িয়া শরাসনে
করিলেন রোষে নাথ রাক্ষসে আঘাত
ক্ষিপ্র-হস্তে, লক্ষ্য পথে লভি' আরবার।

শরাঘাতে ভিন্ন মর্ম্ম মারীচ এক্ষণে
চিন্তিলা,—'বিলম্ব নাহি প্রাণান্তে আমার:
পরন্তু, রাঘবানুজ রহিলে আশ্রমে,
নহিবে সীতা হরণে সক্ষম রাবণ
কোনক্রমে—বিক্রমে লক্ষ্মণ নহে হীন!
সেহেতু, লক্ষ্মণে হেথা আনি' কোন
করিব কর্ত্তব্য শেষ জীবনের সাথ!'
এত ভাবি,' তার-স্বরে করিলা চিৎকার-
ত্যক্ত মৃগমূর্ত্তি এবে, ধরি' পূর্ব্বরূপ—
কামরূপী, উন্মথিত করি' চতুর্দ্দিক,
রাঘবের কণ্ঠস্বর করি' অনুকার,

পুনঃ পুন,—"এস ত্বরা লক্ষ্মণ ! আমার
যায় প্রাণ—বনমাঝে ভেটিনু সঙ্কট
রাক্ষসের আক্রমণে !! কোথায় জানকি,
পাঠাও লক্ষ্মণে সম্ভ উদ্ধারে আমার !!!"
দেখিলেন মহাশ্চর্য্যে আর্য্য রঘুনাথ—
উন্মূল শাল্মলী সম রক্তসিক্ত এক
রাক্ষস বিপুলদেহ পড়ি' ধরাতলে
লুণ্ঠিয়া—বিদীর্ণ মর্ম্ম ব্রহ্ম-অস্ত্র ঘায়,
গতপ্রাণ। ভাবিলেন দেখি' রঘুনাথ,—
'সত্য এ মারীচ আজি হত মম শরে ;
সত্য লক্ষ্মণের বাক্য ! কিন্তু এ রাক্ষস
মমস্বর অনুকারি' করিলা চিৎকার—
তার স্বরে —জানকী লক্ষ্মণে স্মরি' স্মরি'
না জানি যে, রাক্ষসের কপট আক্ষেপ
শুনি, এবে, কি করিবে জানকী লক্ষ্মণ !'
ক্ষুণ্ণমনে, ভাবি' হেন কার্য্য-পরিণাম,
উঠিলেন শিহরিয়া আতঙ্কে রাঘব।

আঃ. ৪৪। তংদৃষ্ট্বাপতিতং ভূমৌরাক্ষসংভীম দর্শনম্।
রামোরুধিরাসিক্তাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
জগাম মনসা সীতাং লক্ষ্মণস্থ বচঃস্মরন্॥ ২১
মারীচস্তু মায়ৈষা পূর্ব্বোক্তা লক্ষ্মণেন তু।
তত্তথাহ্যভবচ্চাগু মারীচোহয়ং ময়াহতঃ॥ ২২
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেব মাক্রুশ্য তু মহাস্বনম্।
মমার রাক্ষসঃ সোহয়ং শ্রুত্বা সীতা কথংভবেৎ॥ ২৩

লক্ষ্মণশ্চ মহাবাহুঃ কামবস্থাং গমিষ্যতি ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা রামো রোমাঞ্চিতোঽভবৎ ॥
তত্ররামং ভয়ংতীব্রমাবিবেশ বিষাদজম্ ।
রাক্ষসং মৃগরূপং তং হত্বা শ্রুত্বা চ তৎস্বনম্ ॥ ২৫

ভাগ্য-চক্র

গেল বহি' কত বেলা, না আইলা ফিরি'
শ্রীরাম কুরঙ্গ ধরি'। হইলেন ক্রমে
বৈদেহী উদ্বিগ্নমনা। এহেন সময়,
রাম-কণ্ঠস্বরসম মারীচের রব
প্রবেশিল কর্ণরন্ধ্রে। কহিলেন দেবী
লক্ষ্মণে ব্যাকুল কণ্ঠে,—"শুন বীরমণি,
কে ডাকে করুণস্বরে তব নাম ধরি'
গহনে! দক্ষিণ চক্ষুঃ স্পন্দিছে আমার,
কাঁপিছে সঘনে বক্ষঃ! দেখ সুলক্ষণ,
পড়িলেন সঙ্কটে বা অগ্রজ তোমার
দূর বনে!" নিবেদিলা দেবীরে লক্ষ্মণ,—
"ত্যজ বৃথা শঙ্কা, দেবি, আসিবেন ফিরি'
সত্বরে, আয়ত্ব করি' কুরঙ্গে রাঘব
আশ্রমে; রঘুনন্দনে জানি ভাল আমি—
অজেয় সে মমাগ্রজ এ সংসার মাঝে
রঘুনাথ; বিপদ না রাঘবে সম্ভব!
রাক্ষসের মায়া ওই দীন আর্ত্তনাদ

রাজপুত্রি, নহে প্রভু রাঘবের স্বর;
অগণ্য রাক্ষস হত রাঘবের করে
দণ্ডকে, রাক্ষস পূর্ণ তথাপি দণ্ডক
এখনও— রাক্ষসের বৈরী রঘুনাথ !”
আবার আসিল সেই করুণ আহ্বান
‘জানকি, লক্ষ্মণ !’ বলি;’ হায়রে, আবার—
আবার কাতর কণ্ঠে কহিলেন দেবী
লক্ষ্মণে,—“শুনহ ওই আসিল আবার
স্পষ্ট তাঁর(ই) কণ্ঠস্বর—অতীব করুণ—
‘জানকি ! লক্ষ্মণ !’ বলি’ ! শুন, বনমাঝে,
ডাকিছেন প্রভু মোরে, তোমারে লক্ষ্মণ—
অবশ্য বিপন্ন আজি অরণ্যে রাঘব !
নারি রহিবারে ঘরে অচেষ্টায় আমি—
সহিতে ও দীনকণ্ঠ তব অগ্রজের;
যাও শীঘ্র ! করে ধরি, বাঁচাও লক্ষ্মণ
বিপন্ন অগ্রজে নিজ, বিপন্না আমায় !!”

দেখিলেন রামানুজ চাহি’ বারংবার
স্তব্ধ বনরাজি পানে—নাহি রঘুনাথ
দৃষ্টি পথে ; আছে, শিরে ধরি’ চক্রবাল,
ভীম মহীরুহ-ব্যূহ রোধি’ দৃষ্টিপথ—
একান্ত স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে ; মন্দ বায়ু বেগে
আন্দোলি’ পল্লব—করপল্লব যেমন—
বনস্পতি নিবারণ করিতেছে তাঁ’য়
ছাড়িতে কুটীর-দ্বার। কহিলা লক্ষ্মণ,—

"তব অগ্রে, রাজপুত্রি, আজ্ঞা মোর প্রতি
দিয়াছেন রঘুনাথ—তোমার রক্ষায়
রহিবারে আশ্রমে ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ,
যাবৎ না রঘুনাথ আইসেন ফিরি' ;
অক্ষম সে আজ্ঞা আমি করিতে লঙ্ঘন!
ভৃত্য সম নিত্য তব পালিনু আদেশ,
মৈথিলি, তথাপি, আজি অসমর্থ আমি,
তোমারে বিজন বনে রাখি' একাকিনী,
ছাড়িতে আশ্রম দ্বার —বৃথা কল্পনার
আশ্রয়ে ; ও আর্ত্তনাদ, প্রার্থনা কাতর,
নহে আর্য্য রাঘবের, সূর্য্যকুলেশ্বরি,
রাক্ষসের মায়া ইহা, কহি পুনর্ব্বার!"
স্বভাবে মৃদু-স্বভাবা নাগিনী যেমন
হইলে নিরুদ্ধ-গতি, উঠে গরজিয়া,
কিম্বা রুদ্ধগতি, যথা, ক্ষীণা নির্ঝরিণী
উচ্ছলি' উল্লঙ্ঘে বাঁধ, গর্জ্জি' সেইরূপ,
কহিলেন ধৈর্য্যহীনা সূর্য্য কুলেশ্বরী—
স্বভাবে মৃদু ভাষিণী—উচ্ছ্বাসে আবার
আশঙ্কা-উন্মত্ততায়, অতি অসংযত
বচনে নিজ দেবরে করি' সম্বোধন—
পাসরি' স্নেহসম্বন্ধ, পূর্ব্ব ব্যবহার—
সাধিবারে নিজ কার্য্য অনিবার্য্য বিধি,
হায়রে, বসিয়া বুঝি জিহ্বাগ্রে, নিষ্ঠুর—
"ভ্রাতৃ ভক্ত বলি' তুমি বিদিত জগতে
সৌমিত্রি, এ কি এ দেহ পরিচয় তা'র(ই)

নির্দ্দয় ? অগ্রজ তব পড়িয়া সঙ্কটে
ডাকিছেন রক্ষা হেতু সকাতরে, তবু,
আজ্ঞা পালনের ছলে বিলম্বি,' কপটি,
দেখাইছ ভ্রাতৃ ভক্তি ? কে জানিত আগে—
ভ্রাতৃরূপী শত্রু তুমি, ধরি' ছদ্মবেশ
বরিলা অরণ্যবাস স্বার্থ-সাধনায় !
ভরত লইলা রাজ্য, তুমি ভার্য্যা তা'র
লইবারে বনবাসে করিলা কি মনঃ
অকৃতজ্ঞ ? নহে, কেন, মম রক্ষা-ছলে
উপেক্ষিছ মম বাক্য নির্ব্বোধ ? আলোক
নিবিলে, জান না, ছায়া নিবে তার(ই) সাথ ?
যার রূপ দেহ নাশে, অবিশ্বাসি ! তুমি ?
কহ, তবে কার্য্য কিবা এ মোর রক্ষায়—
রাঘবের অবসানে অবসান যা'র ?"

আ, ৪৫ । ন জগাম তথোক্তস্ত ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্ ।
তমুবাচ ততস্তত্র ক্ষুভিতা জনকত্মজা ॥ ৪
সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ ।
যস্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে ॥ ৫
ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে ।
লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্ ॥ ৬
ব্যসনংতে প্রিয়ংমন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তি তে ।
তেন তিষ্ঠসি বিশ্রব্ধং তমপশ্যন্মহাদ্যুতিম্ ॥ ৭
কিং হি সংশয়মাপন্নে তস্মিন্নিহ ময়া ভবেৎ ।
কর্ত্তব্যমিহ তিষ্ঠন্ত্যা যৎপ্রধানস্তমাগতঃ ॥ ৮

এত বলি' কহিলেন,—"কে বলিবে, কেন
পবিত্র জঠরে, মাতা সুমিত্রা তাঁহার
ধরিলেন (এ) শিলাখণ্ড ! রহ ভণ্ড তুমি
আগলি' এ গৃহ দ্বার, যাই আমি এবে
ধনুঃ করে, দেখি মোরে কে স্মরে কোথায় !!"
এত বলি' ধরিলেন উন্মাদের মত,
নিয়তি-পরিচালিতা সংজ্ঞাহীনা দেবী
লক্ষ্মণের ধনুঃশর। বৈশ্বানর সম
তেজস্বী রাঘবানুজ কৃতাঞ্জলিপুটে
কহিলা দেবীরে তীব্র মনোবেদনায়,—
"জননী স্বরূপা তুমি জনক নন্দিনি !
গুরু তুমি, রূঢ়বাক্য তেঁই সহি আমি,
নারি দিতে প্রত্যুত্তর; কিন্তু তীর সম
বিঁধে কাণে তব সর্ব্ব দুর্ব্বাক্য কঠোর—
চঞ্চল নারী-স্বধর্ম্মে কহিলে যা' তুমি
অবিশ্বাসি' মমবাক্য ! কি কব অধিক ?
রাখুন বন-দেবতা কুশলে তোমায়;
চলিলাম রাঘবের সন্নিধানে আমি—
তোমারে এ বনমাঝে ছাড়ি' একাকিনী—
তোমার(ই) আদেশ আজি: দুর্ণিমিত্ত দেখি'
চৌদিকে, এ চিত্ত মম আনত শঙ্কায়
একান্ত, নাজানি, যবে প্রত্যাগত আমি
হইব রাঘব সঙ্গে আশ্রমে আবার,
পাইব বা না পাইব তব সন্দর্শন !"

এত বলি', কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার
প্রণমি' দেবীর অগ্রে, গেলা চলি' বীর
সৌমিত্রি, হতাশ নেত্রে চাহি' বারংবার,
রাঘবের সন্নিধানে, বিষণ্ণ মানস।

আ, ৪৫। ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং সীতয়া লোমহর্ষণম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৬
উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম।
বাক্যমপ্রতিরূপন্তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি॥ ২৭
গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তুবরাননে।
রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ॥ ৩২
নিমত্তানি হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তিমে।
অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্যেয়ং পুনরাগতঃ॥ ৩৩
ততস্তু সীতামভিবাদ্য লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিদভিপ্রণম্য।
চাবেক্ষ্যমাণো বহুশঃ স মৈথিলীম্
জগাম রামস্য সমীপমাত্মবান্॥ ৩৯

* * *

রহি' গৃহ অন্তরালে তস্কর যেমন
আবরি' আঁধারে দেহ, ঘোর নিশাকালে
অলক্ষ্যে, প্রতীক্ষি' রহে অবসর কাল—
অপহৃতে গৃহস্থের আজন্ম সঞ্চিত
ধনাদি যথা-সর্ব্বস্ব, অলক্ষ্যে তেমন
রহিয়া তস্করবৃত্ত দুর্বৃত্ত রাবণ
দেখিলা,—লক্ষ্মণ গেল ত্যজি' গৃহদ্বার

অরক্ষিতা বৈদেহীরে রাখি' একাকিনী
নিবিড়-ঘন গহনে—ঘন বন মাঝ !
দেখি' হেন, হৃষ্টমনে, নিশাচর নাথ
হইলা সচেষ্টমান কর্ম্মে আপনার
ক্ষিপ্রতায়। লক্ষ্যিলা সে, পুষ্পবাটিকায়
বেষ্টিত আশ্রমে বসি' মর্ত্ত্য-সুদুর্লভা
জানকী স্বর্ণবর্ণাঙ্গী। নয়নের পথে
পশি' সে রূপমাধুরী, অনল শিখায়
পতঙ্গসম ধাইল পাপচিত্ত তা'র—
হইবারে ভস্মীভূত বিধি বঞ্চনায়।

* * * *

অগ্নিচয়ন বা সীতা হরণ

বিদায় দিয়া লক্ষ্মণে, রাঘব-বাসনা
আছিলেন নির্জ্জন সে বন-বাটিকায়
বিষণ্ণা—নতবদনা নলিনী যেমন
কাঁদে ম্লান মুখে, যবে ভানুর পশ্চাৎ
হেমকান্ত রশ্মি তাঁ'র দিগন্তে মিলায়
দিনান্তে। এহেন কালে আইল তথায়
নবীন-সন্ন্যাসীবেশে রাক্ষস রাবণ—
মরীচিকা ঢাকা যথা স্বচ্ছ-বারি-রূপে,
ফুলরাশি মধ্যে ফণী, অথবা যেমন
পল্লবিত শাখা ঢাকা নিষাদ নিষ্ঠুর
নাশিতে নিশিত শরে বন-বিহগীরে

কুলায়ে ? আসিয়া পাপী গজমন্দ পদে,
উচ্চারি' সমুচ্চ কণ্ঠে বেদমন্ত্র-গীতি
কপটে, কহিলা,—"দেহ ভিক্ষা এ অতিথে,
গৃহকর্ত্রি ! দ্বারে আমি ভিক্ষার্থী তোমার;
কর তৃপ্ত এ ক্ষুধার্ত্তে !" উন্মীলিত করি'
নেত্রযুগ, দেখিলেন স্বপ্নোত্থিতা যেন,
বৈদেহী, অপূর্ব্বমূর্ত্তি—শিরে জটাভার,
নবীন-নীরদকান্তি, ভস্মবিলেপিত
সর্ব্বাঙ্গ, করঙ্গ দণ্ড কমণ্ডলু করে,
সিন্দুর-অর্দ্ধেন্দু ভালে, গলে অক্ষ মালা,
বক্ষে শুভ্র উপবীত, কক্ষে ভিক্ষা ঝুলি
দোদুল; রক্তিম বাস, রক্ত উত্তরীয়,
উজ্জ্বল, আরক্ত আঁখি; দেখিয়া, সম্ভ্রমে
প্রণমি,' সুভক্তি ভরে বিস্তারি' আসন,
রাখি' পাদ্য অর্ঘ্য, সিদ্ধখাদ্য—ফল মূল
সম্মুখে, সে আগন্তুকে বিপ্র বোধে দেবী
কহিলেন,—"পাদধৌত করি,' দ্বিজবর,
বসি' সুখে কুশাসনে, সিদ্ধ বনফলে
করহ পারণ। সদ্য নির্দ্বন্দ্ব মানস !"

আ, ৪৬। ইয়ং বৃষী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতাম্
ইদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি।
ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমম্
তদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম্॥ ৩৪

উত্তরিলা মৃদুহাস্যে, বিপ্রবেশী এবে,
দশানন,—"প্রয়োজন নাহি এ সকল

পাদ্য-অর্ঘ্য-ফলমূলে, ইন্দু-বিনিন্দিতে !
উৎকণ্ঠিত চিত্ত কবে তৃপ্ত ফলে মূলে
অশনে আসনে ? আগে তৃপ্ত কর, শুভে,
পরিচয়চ্ছলে তব বাক্য-সুধা দানে
এ হৃদি-ক্ষুধার্ত্তে—আর্ত্ত শ্রুতি-পিপাসায় !
বল, এ নির্জ্জন ঘন বিপিন মাঝারে
ল'য়ে এ অতুল্য রূপ, প্রফুল্ল যৌবন,
কে তুমি বিধু-বদনা ? ক্ষৌম পীতবাস
পরি,' পদ্মমালা গলে, পদ্মালয়া রমা
তুমি কি—সে হৃষিকেশ হৃদি বিহারিণী
কমলা ? তুমি কি বাণী—এ ভব মোহিনী
ভারতী ? অথবা শচী—দেবেন্দ্র বাঞ্ছিতা ?
কিম্বা অনঙ্গের সঙ্গে, অনঙ্গ মোহিনী,
কলহি,' আসিলা রোষে ত্যজি' গৃহবাস ?
কে রাখিল টাঙ্গি,' কহ, এ হর্ম্ম্য সম্পদ—
বিশ্ববিমোহন চিত্র, এ পর্ণশালায় ?
না দেখিনু ভবধামে তবতুল্য রূপ
কুত্রাপি—গন্ধর্ব্বী যক্ষী কিন্নরীর দেহে
অথবা নারী-সমাজে ! দেববালা তুমি
অবশ্যই; কিন্তু এই গহন কান্তারে
কেমনে নিঃশঙ্কমনে কর বিচরণ—
দেবতার অযোগ্য এ, শ্বাপদ নিবাস,
রাক্ষসের লীলাক্ষেত্র নিয়ত দণ্ডক ?
কে তুমি, কোথায় গৃহ, কেন একাকিনী

এঘোর দণ্ডকে বাস, বলি' এ সংবাদ,
কর অগ্রে চিত্তে মম সন্দেহ নিরাস!"

আ, ৪৬। রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে পীতকৌষেয় বাসিনি
কমলানাং শুভাংমালাং পদ্মিনীব চ বিভ্রতী? ১৫
হ্রীঃ শ্রীঃ কীৰ্ত্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরপ্সরা ব' শুভাননে
ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বা স্বৈরচারিণী? ১৬
নৈব দেবী নগন্ধৰ্ব্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী
নৈবং রূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্ব্বা মহীতলে॥ ২১
রূপমগ্রঞ্চ লোকেষু সৌকুমার্য্যং বয়শ্চতে
ইহ বাসশ্চ কান্তারে চিত্তমুন্মথয়ন্তি মে॥ ২২
প্রসাদাগ্রাণি রম্যাণি নগরোপবনানি চ
সম্পন্নানি সুগন্ধীনি যুক্তান্যাচরিতুং ত্বয়া॥ ২৪
মদান্বিতানাং ঘোরাণাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্
কথমেকা মহারণ্যে ন বিভেষি বরাননে? ২৯
কাসি কস্য কুতশ্চ ত্বাং কিন্নিমিত্তঞ্চ দণ্ডকান্
একা চরসি কল্যাণি ঘোরাণ্ রাক্ষস সেবিতান্? ৩০

ছদ্মবেশী নিশাচরে বিপ্র ভাবি' দেবী
কহিলেন, অন্যথায় ব্রহ্মশাপ ভয়ে,
উত্তরে,—"মিথিলাপতি রাজা জনকের
সুতা আমি, সীতা নাম মম, দ্বিজবর,
অযোধ্যার রঘুকুল-রাজবংশ-বধূ!
স্বামীমম, জ্যেষ্ঠ পুত্র আৰ্য্য রাঘবের,
অনুজ ভরতে দিয়া প্রাপ্তরাজ্য তাঁ'র,
পিতৃসত্য পালিবারে আইলেন বন—
অনুগত প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণের সাথ;

আমিও নারীস্বধর্ম্মে হইনু সঙ্গিনী
স্বামী পরিচর্য্যা হেতু—গহন কান্তারে
ত্যজিয়া রাজ-শুদ্ধান্ত—কি ক'ব অধিক ?
নহি একাকিনী বিপ্র বনমাঝে আমি—
সহজ-দুর্ব্বলা নারী—ভর্ত্তবলাশ্রয়ে
রক্ষিতা—সে লক্ষ্মণের বাহুবলে আর !"
এত কহি,' কহিলেন দেবী পুনর্ব্বার,—
"উপেক্ষি' স্বকুলরীতি, হে অতিথি, তব
অনুরোধে, পরিচয় কহিনু আমার—
তব তুষ্টিহেতু; এবে বসি' কুশাসনে
লভুন বিশ্রাম প্রভু; আসিবেন ফিরি'
অগৌণে অনুজ সঙ্গে রঘুবীর, যিনি
গৃহকর্ত্তা—মৃগয়ার্থে গত বনান্তর—
লয়ে খাদ্য নানাবিধ; আনন্দ পরম
লভিবেন—দুষ্প্রাপ্য এ দণ্ডকের বনে
অতিথি—এ অতিথির করিয়া সৎকার !
কিন্তু এ দুর্গম বনে নির্ব্বাধ ভ্রমণ
অস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের কেমনে সম্ভব,
জন্মিলা এ কৌতূহল(ও) অন্তরে আমার !"
এতবলি,' নীরবিলা নারীকুলেশ্বরী—
সপ্তস্বরা বীণা, মরি, সপ্তমে যেমন
আলাপি' দীপকরাগ—জ্বালি' দাবানল !
হায়রে, দহিলা মূঢ় নিশাচরনাথ
সে অনলে, দহে যথা পতঙ্গ নির্ব্বোধ,

জ্বলিলে অনল-শিখা দীপ-বর্ত্তিকায় !
উত্তরিলা দশস্কন্ধ,—“নহি সে ব্রাহ্মণ
অথবা অতিথি আমি, রাজ-ঋষি সুতে—
জানিলাম পরিচয়ে—নহি ক্ষুধাতুর !
বন্য ফল কন্দে মম নাহি প্রয়োজন;
বন্য ফলে তৃপ্ত কবে তাপতপ্ত প্রাণ
সুন্দরি ? এ তব রূপ, বিকচ যৌবন,
নিঃসঙ্গ বিজনবাস, দুঃখ দৈন্য ক্লেশ,
উন্মথিছে চিত্তমম ! অসহ্য আমার—
বিলাস-নিকুঞ্জ-শোভা মধু-মাধবীরে
দেখি’ এ কণ্টক বনে ! সাজে কি তোমারে,
ছি ছি, এ অরণ্যবাস, এ পর্ণকুটীর,
এ দৈন্য ? কহ সুন্দরি, নন্দনের ধন—
মন্দার কুসুম হার—দেবপুরন্দর
আকাঙ্ক্ষ্য যে, সে কি সাজে ভিখারীর গলে ?
রাজ্যভ্রষ্ট, নির্ব্বাসিত ভিক্ষুক রাঘব,
ক্ষুদ্রনর, হায়, সে কি তব যোগ্য বর
জানকি ? ছি(ই), ছি, ছি ! সে কি যোগ্যস্বামী তব—
ভুবন-মন-মোহিনী রূপেগুণে তুমি
অতুল্যা এ মহীতলে ? তবে কি কারণ
কহ, হে রমণী-রত্ন, সহ এ যাতনা
বৃথায় ? দেখ, ডাকিছে সাদরে তোমায়
সর্ব্বরত্নময়ী লঙ্কা—সিংহাসন যা’র
তবযোগ্য নিকেতন ! দেখ চাহি’ ওই
অদূর সাগর মধ্যে গিরিশিরঃ শোভী

পুরী—পুরবর্ত্ম যা'র প্রবাল গঠিত,
পুরগৃহ মুক্তাময়; সদলে যথায়
নিবাসে কুসুমাকর নিয়ত; যাহার
প্রতি নৈশাকাশ ধন্য পূর্ণশশী-করে;
অজ্ঞাত বার্দ্ধক্য জরা মরণ যথায়,
চল সে আকাঙ্ক্ষ্যপুরে তুমি, রাজা যা'র—
রাজ চক্রবর্ত্তী—মর্ত্ত্যে পুরন্দর সম
অজেয় ভুজ-বিক্রমে—ধরিবেন অতি
আদরে হৃদয়ে তাঁ'র তোমারে, যেমন
অভয়ারে মৃত্যুঞ্জয়!" কহিয়া এতেক,
কহিলা বিস্ময়মুগ্ধা বৈদেহীরে পুনঃ
অলক্ষ্যের লক্ষ্য রক্ষঃ,—"আকাঙ্ক্ষিতা তুমি
এ মোর, বরবর্ণিনি! শুন পরিচয়
আমার,—নহি ভিখারী; ভিখারী যদ্যপি,
রূপের ভিখারী আমি দুয়ারে তোমার;
হে বদান্যে, এ অতিথে তৃপ্ত কর তব
আতিথ্যে! দেখ চাহিয়া, রণে ত্রিভুবন-
বিজয়ী যে জন, আজি অতিথি হে তব
দুয়ারে, সে জন, পাতি' সসম্ভ্রমে তা'র
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গসম অভ্রভেদী শিরঃ
ও তব চরণোপান্তে, ধরিবারে ওই
অলক্ত-নিষিক্ত তব রাঙ্গা পা-দু'খানি!
প্রতীক্ষিতে উপেক্ষা না কর চন্দ্রাননে—
প্রখ্যাত রাক্ষসনাথ আমি দশানন—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস—সম্মুখে তোমার!!"

আ, ৪৭। যেন বিত্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ,
অহং স রাবণোনাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃ। ২৫
ত্বাংতু কাঞ্চনবর্ণাভাং দৃষ্ট্বা কৌষেয়বাসিনীম্,
রতিং স্বকেষু দারেষু নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতে! ২৬
বহ্বীনা মুত্তমাস্ত্রীণামাহৃতানামিতস্ততঃ,
সর্ব্বাসামেব ভদ্রংতে মমাগ্রমহিষী ভব! ২৭
লঙ্কানাম সমুদ্রস্যমধ্যে মম মহাপুরী
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তা নিবিষ্টা গিরিমূর্দ্ধনি, ২৮
তত্র সীতে ময়াসার্দ্ধং বনেষু বিচরিষ্যসি;
নচাস্য বনবাসস্য স্পৃহয়িষ্যসি ভামিনি! ২৯

উদ্যতফণা-ভুজঙ্গে দেখিলে সম্মুখে
অকস্মাৎ, পান্থ যথা উঠে আতঙ্কিয়া
শঙ্কায়; অথবা যবে স্বচ্ছন্দচারিণী
হরিণী, বনান্তরালে দেখে কালান্তক
সদৃশ, ব্যাদিতমুখ ক্ষুধিত-শার্দ্দূল,
উঠে যথা শিহরি' সে, সহসা তদ্রূপ
উঠিলেন শিহরিয়া জানকী শঙ্কায়—
শুনি' অতিথির মুখে স্বপ্নকল্পনার-
অতীত এ পরিচয়। হতাশে, বারেক
দেখিলেন চাহি' দেবী অটবীর পানে—
নিষ্পন্দ হরিৎ-সিন্ধু! নাহি রঘুনাথ
অথবা বীরকেশরী দেবর লক্ষ্মণ!

আঃ, ৪৬। ততঃ সুবেশং মৃগয়াগতং পতিং
প্রতীক্ষমাণা সহ লক্ষ্মণং তদা,

নিরীক্ষমাণা হরিতং দদর্শ তং
মহদ্বনং নৈব তু রামলক্ষ্মণৌ। ৩৬

এক্ষণে, হতাশাহত সুপ্ত আত্মবোধ
উঠিলা অন্তরে গর্জ্জি'। নমি' দেবতায়,
মনে মনে, গুরুজনে করি' নমস্কার,
কহিলেন উর্দ্ধফণা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনী
যেমতি, রাজনান্দনী নিকষা নন্দনে,—
"কি(ই) বলিলে ? নহ তুমি অতিথি ? ভিক্ষুক ?
আসিয়াছ ছদ্মবেশে ছলিবারে মোরে
রাক্ষসের রাজা তুমি দশস্কন্ধ নাম ?
স্বর্ণলঙ্কা রাজ্য তব ? নির্লজ্জ রাক্ষস !
আসিয়াছ যেই কর্ম্মে, অধার্ম্মিক তুমি,
সন্ন্যাসীর বেশে কেন আসিলে দুর্ম্মতি—
কলঙ্কিতে যজ্ঞসূত্র দণ্ড কমণ্ডলু
বিভূতি রুদ্রাক্ষ মালা ? রাজা যদি তুমি
এই কি এ রাজধর্ম্ম করিছ পালন—
পশিয়া পরের ঘরে ছদ্ম পরিচয়ে ?—
নিদ্রিত গৃহস্থে দেখি' তস্কর যেমন,
হরিতে যথাসর্ব্বস্ব সুপ্ত গৃহস্থের ?
পশে যথা ধূর্ত্তশিবা কেশরী গুহায়
সিংহ শিশু লোভে, যবে দূর বনান্তরে
যায় চলি' মৃগরাজ খাদ্য আহরণে,
তেমতি পর শুদ্ধান্তে গোপনে প্রবেশ,
একি এ বীরের ধর্ম্ম, বীরকুল-গ্লানি ?

সত্য যদি বীর, যদি বিশ্বজয়ী তুমি
দশস্কন্ধ, তস্করের মত কি কারণ
পশিলা এ পরগৃহে? আসিয়াছ যদি,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল, রক্ষঃ, পরি' রণসাজ,
খুলি' সদ্য ছদ্মবেশ; আসিবেন গৃহে
সত্বরে অনুজ সঙ্গে শূরেন্দ্র রাঘব
পরীক্ষিতে তব শক্তি! অন্যথা, যেমন
ধায় নতপুচ্ছ শুনি শুনি' বৃকরব,
পলাও ঝটিতি, পাপি, ছাড়ি' জনস্থান!"

উত্তরিলা শ্লেষবাক্যে রক্ষঃকুলনাথ
ভ্রূভঙ্গে,—"শুদ্ধান্তে রহি,' কুরঙ্গ নয়না,
না জান এ লঙ্কেশ্বরে, পরাক্রম তা'র,
মানব স্বামীর গর্ব্বে গর্ব্ব সে কারণ
প্রগল্‌ভে! নির্জ্জরগণে করিয়া নির্জ্জিত
ভুজবীর্য্যে, পুরন্দরে বন্দী করি' আমি
লুণ্ঠিনু অমরাবতী, সে দৈবী সম্পদে
সাজাইনু লঙ্কা মম; প্রমোদ ভবন
করিলাম পরিপূর্ণ হরি' বাহু বলে
অগণ্য সুন্দরীবৃন্দ; দ্বন্দ্বরণে করি'
পরাভূত বৈশ্রবণে—বৈমাত্রেয় আমার—
হরিনু পুষ্পক তা'র—ব্যোমগামীরথ—
অপূর্ব্ব, অ-পর বিশ্বে, ক্ষোভে ধনেশ্বর
কৈলাস শিখরে বাস করে সে কারণ
তদবধি। নিরবধি সেবে দেবকুল—

চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু পবন বরুণ
কৃতান্ত—আতঙ্কে মম, কিঙ্কর সমান !
ভেটিল মম নিকটে রত্ন যত তা'র
আছিল ভাণ্ডারে ডরে বহি' বারিনিধি
আপনি ! কম্পিত মম ত্রাসে চরাচর
সমগ্র—গন্ধর্ব্ব যক্ষ পিশাচ পন্নগ—
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ! ভ্রূভঙ্গে আমার
হিমকর বর্ষে রবি, মন্থরে পবন,
উজান বহে তটিনী ! বোধহীনা তুমি,
রমণি ! এ চিত্ত মম মুগ্ধ রূপে তব
একান্তই, ক্ষমি' তেঁই দুর্নীতি তোমার
কহি পুনঃ,—ত্যজি' মনঃ-কল্পনা যতেক—
একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত বুদ্ধি, ভ্রান্ত ধারণার,
হও মম অর্দ্ধাঙ্গিনী ! কি ক'ব অধিক—
আমি তব যোগ্যপতি, নহে সে রাঘব !
ক্ষীণদেহ, স্বল্পজীবি, ভিক্ষাবৃত্তি সার
যে রাঘব রাজ্যভ্রষ্ট, পর্ণগৃহ বাসী,
পদনখ যোগ্য কি সে রাঘব তোমার ?"
"স্থির চিত্তে, অনুত্তমে, দেখ চিন্তাকরি'
বারেক !" কহিলা পুনঃ মিষ্টভাষে পাপী
রাক্ষস,—"অদৃষ্টাকাশে ইষ্টগ্রহ তব
নয়ন-পথবর্ত্তিনী করিলা তোমারে
আমার; এ স্বর্ণযোগ না ত্যজ হেলায়
স্বর্ণাঙ্গি ! এ মোর সঙ্গে গিয়া সে লঙ্কার

রাজগৃহে—স্বর্গসম মর্ত্ত্য-ধরাধামে—
কর রত্নকরোজ্জ্বল স্বর্ণ-সিংহাসন
স্বরূপে উজ্জ্বলতর! বসি' বামে মোর,
পাসরহ ক্ষণমাত্রে ভিক্ষাবৃত্ত তব
স্বামীরে, এ পর্ণগৃহ, মানবী-সম্পদ!
না করহ প্রত্যাখ্যাত, পদ্মদলেক্ষণে,
প্রেমাকাঙ্ক্ষী রক্ষোনাথে উপেক্ষি' হেলায়!!"

বারংবার চাহি' দূর বনান্তর প্রতি
প্রত্যাশিত নেত্রে দেবী, কহিলেন পুনঃ
রাক্ষসে,—"অশুভক্ষণে বিশ্রবার কুলে
জন্মিলে, রাক্ষস, তুমি; কুক্ষণে হেথায়
আসিলে বন-ভ্রমণে; কুক্ষণে তোমার
জাগিল এ বাঞ্ছা মনে—অঞ্চলে আপন
বাঁধিতে অনলসম—রঘুবংশবধূ
ধ্বংসহেতু আপনার স-বংশে নির্ব্বোধ
অনার্য্য! নির্লজ্জ তুমি; নহে, কে কোথায়
স্বকৃত কুকার্য্য করে গৌরবে প্রকাশ;
অথবা, নিজ বীরত্ব ঘোষে নিজমুখে
বীরধর্ম্মী? কোন্ বীর আসে চৌরসম
হরিতে পর-যোষিতা—রক্ষণীয়া যেই
সদা বীরকুল-ধর্ম্মে—জনহীন ঘন-
অরণ্যে? জগদ্বরেণ্য সূর্য্যবংশ রবি
পতিমম, অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি রাঘবের—
সূর্য্যদেহে রশ্মিসম যুক্ত নিরন্তর—

পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ইহা আর্য্য রমণীর !
কে সক্ষম ভানুকর হরণে, রাক্ষস ?
উত্তুঙ্গ শাখা-আশ্রিত পারিজাত সম
নন্দন সম্পদ আমি, হতভাগ্য তুমি
বামন উদ্যত হস্ত, কি শক্তি তোমার
স্পর্শিতে আমারে মূঢ় ? হাস্যকর তব
ঔদ্ধত্য—শ্রীরাঘবের বৃথা নিন্দাবাদ !
ক্ষীণদ্যুতি খদ্যোতিকা উদ্যত যেমন
নিন্দিতে নভোর্দ্ধশোভী পূর্ণচন্দ্রমায়,
তেমতি রঘুনন্দনে নিন্দা এ তোমার
নিশাচর মন্দমতি ! বল্মীক্ যেমন
ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, স্পর্দ্ধে মন্দরে নিন্দিতে,
কিম্বা অম্বুনিধি-হৃদি-শুদ্ধ-নীলিমায়
নিন্দে আবর্জ্জনপূর্ণ পল্বল যেমন,
এতব রঘুনন্দনে নিন্দা সে প্রকার !
নিয়ত কুকর্ম্মরত, ধর্ম্মহীনতায়
অন্ধতমঃ সম তুমি, সত্ব-জ্যোতিঃ সম
শুভ্র পুণ্যকরোজ্জ্বল জগতে রাঘব·
নিত্য লোকহিতব্রত ! ঔদ্ধত্যে যতেক
বাক্যদম্ভ আড়ম্বর মমাগ্রে তোমার
ব্যর্থ সব(ই), খর্ব্ব তুমি সর্ব্ব তুলনায়—
বায়সে গরুড়ে, মদ্গু ময়ূরে যেমন,
দর্দ্দুর শার্দ্দূলে, রক্ষঃ, রাঘবের সাথ !
হিমগিরি সম উচ্চে, গাম্ভীর্য্যে আকাশ,
অম্বুধি গভীরতায় রঘুবংশ নাথ—

সহনে ধরণী সম, শৈত্যে হিমকর ;
কিন্তু কালান্তক তুল্য রুষিলে রাঘব—
যেমতি বসন্তানিল নিদাঘ সন্তাপে—
বিশ্ব জগতের প্রাণ—ধনুর্ব্বাণ করে !
যদ্যপি দুর্ব্বুদ্ধি বশে, দুঃসাহসী তুমি
রাঘবের ভার্য্যা হরি' লহ নিজঘর,
মক্ষিকা খাদিত ঘৃত দুর্জ্জর যেমন,
হইবে সে ধ্বংসহেতু স-বংশে তোমার—
রুদ্র-সম-দুর্দ্দম সে ক্রুদ্ধ রাঘবের
রোষ-বজ্রে—অব্যাজে, অনার্য্য নিশাচর !"
উচ্ছ্বসিত চিত্তাবেগে এত বলি', দেবী
হইলেন বেপমানা রোষে আশঙ্কায়—
প্রবল পবনে নব-কদলীর মত,
অথবা তটিনী-তট-বেতসা যেমন !

আ, ৪৭। রাবণেনৈবমুক্তা তু কুপিতা জনকাত্মজা
প্রত্যুবাচানবদ্যাঙ্গী তমনাদৃত্য রাক্ষসম্। ৩১
মহাগিরিমিবাকম্প্যাং মহেন্দ্র সদৃশং পতিম্
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামমনুব্রতা। ৩২
সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্নং ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলম্
সত্যসন্ধং মহাভাগমহং রামমনুব্রতা। ৩৩
ত্বং পুনর্জ্জম্বুকঃ সিংহীং মামেচ্ছসি সুদুর্লভাম্
নাহং শক্যা ত্বয়া স্পৃষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা। ৩৬
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছসি—
অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্ত্তুমিচ্ছসি ! ৪২
যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে,
যদন্তরং স্যন্দনিকা সমুদ্রয়োঃ,

স্বরাগ্র্য সৌবীরকয়োর্যদন্তরং
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ। ৪৪
যদন্তরং বায়স বৈনতেয়য়ো
র্যদন্তরং মদ্গু ময়ূরয়োরপি,
যদন্তরং হংসক গৃধ্রয়োর্বনে,
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ। ৪৬
তস্মিন্ সহস্রাক্ষ-সম-প্রভাবে
রামে স্থিতে কার্ম্মুক-বাণ-পাণৌ,
হৃতাপি তেঽহং ন জরাং গমিষ্যে
আজ্যং যথা মক্ষিকয়াবগীর্ণং! ৪৭
ইতি স্ম তদ্বাক্যমদুষ্টভাবা
সুদুষ্টমুক্ত্বা রজনীচরং তম্,
গাত্রপ্রকম্পাদ্ব্যথিতা বভূব
বাতোদ্ধতা সা কদলীব তন্বী। ৪৮

চিত্র-পুত্তলিকা সম নেত্র নির্ণিমেষ
আছিলা সে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমার আগে
ক্ষণেক রাক্ষসরাজ—প্রদীপ শিখারে
ভাবি' রম্য ক্রীড়নক বালক যেমন
করে হস্ত প্রসারিত, কিন্তু সন্তাপিলে
হস্ত, ক্ষুদ্র হস্ত দু'টি লুকাইয়া পিছে
অবোধ, অবাঙ্-মুখে দেখে সে শিখায়,
চাহিয়াছিল তেমতি নির্ব্বাক্ রাবণ
অনল-শিখা-রূপিণী জানকীর প্রতি—
অকল্পিত ব্যবহারে অপ্রতিভ সম,
ক্ষণমাত্র : ব্যর্থদেখি' সর্ব্বপ্রলোভন
এক্ষণে, ক্ষণেকে করি' আত্মসম্বরণ,

হইলা কৃতসঙ্কল্প—আয়ুহীন যথা
মণিলোভে ভুজঙ্গীরে করে আকর্ষণ
হরিবারে পশুবলে রঘু-বনিতায়,
মরণের প্রেরণায়-মুগ্ধ নিশাচর।

অা, ৪৬। আমন্ত্রমাণাপ্যতিরূঢ়ভামিণীম্
নরেন্দ্রপত্নীং প্রসমীক্ষ্য মৈথিলীম,
প্রসহ্য তস্যা হরণে দৃঢ়ং মনঃ
সমর্পয়ামাস বধায় রাবণঃ।

ত্যজি' সদ্য ছদ্মবেশ সহসা রাক্ষস
ধরিলা অত্যুগ্র মূর্ত্তি—দর্শনে ভীষণ—
সঙ্কল্পে ভীষণতর! দিয়া করতাল,
সন্ত্রাসি' দ্বিগুণতর ত্রস্তা-অবলায়
রোষরক্ত চক্ষুর্দ্বয়ে করি' নিরীক্ষণ
কহিলা বিদ্রূপে হাসি',—"শুন দুর্ব্বিনীতে,
অবলম্বি' অনম্বর, পারি সম্বরিতে
ধরাভার এ মম যুগল বাহুবলে;
শোষিতে গণ্ডুষে আমি সিন্ধু জল-রাশ!
পারি অবহেলে, মূঢ়ে, এড়ি' শরজাল
মার্ত্তণ্ডে শতেক খণ্ডে চূর্ণিবারে, পারি
শমনে শমন-ঘরে পাঠাইতে—ভুজ-
বিক্রমে! বিক্রম মম অজ্ঞাত তোমার
উন্মত্তে, সে হেতু বৃথা করহ প্রচার
পতির বীরত্ব গাথা এ মম সাক্ষাৎ!"

আ, ৪৯। এবং বিচিন্তমানস্য রাবণস্য শিখিপ্রভে
ক্রুদ্ধস্য হরিপর্য্যন্তে রক্তনেত্রে বভূবতুঃ।
সদ্যঃ সৌম্যং পরিত্যজ্য তীক্ষ্ণরূপং স রাবণঃ,
স্বংরূপং কালরূপাভং ভেজে বৈশ্রবণানুজঃ।
হস্তে হস্তং সমাহন্য গৃহীত্বা সুমহদ্বপুঃ,
স মৈথিলীং পুনর্ব্বাক্যং বভাষে রাক্ষসেশ্বরঃ।
নোন্মত্তয়া শ্রুতৌ মন্যে মম বীর্য্য পরাক্রমৌ
কামরূপেণ উন্মত্তে পশ্য মাং কামরূপিণম্!
উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যাস্ত মেদিনীমম্বরেস্থিতঃ
আপিবেয়ং সমুদ্রঞ্চ মৃত্যুং হন্যাংরণেস্থিতঃ
অর্কন্তু ছ্যাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিন্দ্যাং হি মহীতলম্
অঙ্গুল্যা ন সমোরামো যুদ্ধে মম স মানুষঃ।

"অথবা, বৃথা এ দম্ভ—বাক্ চতুরতা
সকল(ই)!" কহিলা পুনঃ বিদ্রূপে রাবণ
গম্ভীরে,—"রমণী ধর্ম্মে কৃত সহজাত
ছলনা; যেহেতু, রহে নক্রনাথ যথা
দূর বাপী-জল-তলে গোপি' আপনায়,
অন্তরের অন্তঃস্থলে রহে সে প্রকার
রমণীর চিত্তভাব নিত্য অপ্রকাশ!
কি ফল বিলম্বে, করি' বাক্য আড়ম্বর?
জগতে অতুলনীয় রূপরাশি তব
দেবতার(ও) লোভনীয়! স্বল্পায়ূঃ রাঘব,
নারী বাক্যে নির্ব্বাস যে, এ রূপ-সম্পদ
নহে সে ক্লীবের ভোগ্য! যোগ্য স্বামী 'আমি'
তোমার—আমারে তুমি ভজিবে নিশ্চয়!!"

এতেক কহিয়া রক্ষঃ, শ্রীরাম লক্ষ্মণ
বিবর্জ্জিত নির্জ্জন সে ঘোরারণ্য মাঝে—
শশী সূর্য্য বিরহিতা সন্ধ্যারে যেমন
গ্রাসে অমা-অন্ধকার—অতি ব্যগ্রতায়
আক্রমি' যোষিত-কুল-রাজ্ঞীরে পামর
উঠাইল রথ মধ্যে অঙ্কে ধরি'। মরি,
কাঁদিলেন সীমন্তিনী—শান্তিসুখময়
কুলায় হইতে যবে বালক নির্দ্দয়
হরি' লয় পক্ষীশিশু, কাঁদে সে যেমন
আক্ষেপি' চরণ পক্ষ—করি' হাহাকার
স্মরি' স্মরি' রামচন্দ্রে, দেবর লক্ষ্মণে !
কিন্তু হায়, বৃথায় সে ! করি' বজ্রনাদ,
আলোড়ি' অম্বরতল, উড়িল পুষ্পক
গর্ব্বে, করি' ভিখারীর সর্ব্বস্ব বহন !!

আ, ৪৯। ত্যজ্যতাং মানুষো ভাবো ময়ি ভাবঃপ্রণীয়তাম্।
মামাশ্রয় বরারোহে তবাহং সদৃশঃ পতিঃ। ১১
রাজ্যাৎচ্যুতমসিদ্ধার্থং রামং পরিমিতায়ুষম্
কৈর্গুণৈরনুরক্তাসি মূঢ়ে পণ্ডিত মানিনি? ১২
যঃ স্ত্রিয়োবচনাদ্রাজ্যং বিহায় সসুহৃজ্জনম্,
অস্মিন্ ব্যালানুচরিতে বনে বসতি দুর্ম্মতিঃ। ১৩
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং বাক্যং রাক্ষসঃ কামমোহিতঃ
জগ্রাহ রাবণঃ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব। ১৪
ততস্তাং পরুষৈর্বাক্যৈরভিতর্জ্জ্য মহাস্বনঃ
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং রথমারোহয়ত্তদা। ১৮
সা গৃহীতাতি চুক্রোশ রাবণেন যশস্বিনী,

রামেতি সীতা দুঃখার্ত্তা অনুস্মৃত্বা তু লক্ষ্মণং । ১৯
তামকামাং স কামার্ত্তঃ পন্নগেন্দ্রবধূমিব
বিচেষ্টমানামাদায় উৎপপাতাথ রাবণঃ । ২০

মুছিলেন সেই ক্ষণে রাক্ষসী-লঙ্কার
বিলাস মন্দিরে বসি' মন্দোদরী রাণী
সীমন্ত সিন্দূর অঙ্ক অজ্ঞাতে: শঙ্কায়
উঠিল কলুষ-ভার-কাতরা ধরণী
টলিয়া, বনদেবতা ত্যজিলা কানন !
হইলা নিঃশব্দ বন, পবন নিশ্চল,
নীরব শাখী-শিখরে বসি' বিহঙ্গম ;
স্পন্দহীন বনস্পতি ! ছাড়ি' শষ্প-গ্রাস
চাহিল সমূর্দ্ধ দৃষ্টি গোষ্ঠে পশুপাল,
কুরঙ্গ, লতা বিতানে : গর্ত্তে ভুজঙ্গম,
কেশরী গিরি-গহ্বরে উঠিল শিহরি' :
কাঁপিল পল্বল পঙ্কে আতঙ্কে শূকর,
বৃকবর খাদ্য ছাড়ি' তটিনী বেলায় :
লুকাইল হ্রদজলে ত্যজিয়া মৃণাল
মহাতঙ্কে গজরাজ ! বহিলা উজান
সভয়ে খরতটিনী গোদাবরী নদী !
দূর বনান্তর প্রান্তে নাচিল সঘনে
রাঘবের বামনেত্র ; আরক্ত লজ্জায়,
জলদ প্রচ্ছদে রবি আচ্ছাদিলা মুখ,—
বসুন্ধরা অন্ধকারে সান্দ্র কুয়াসার !!

আ, ৫২। নিশ্চলো মারুতস্তত্র নিষ্প্রভোভূদ্দিবাকরঃ,
প্রাদ্রবন্ত জনস্থানাৎ ভয়ার্ত্তাবনদেবতাঃ;
প্রধর্ষিতায়ং বৈদেহ্যাং বভূব সচরাচরম্
জগৎ সর্ব্বমমর্য্যাদং তমসান্ধেন সংবৃতম্ !!



দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

(আরণ্য কাণ্ডের অবশিষ্টাংশ তৃতীয়খণ্ডগত হইল)

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৮	রূপিনী	রূপিণী
৬।৭ যথাক্রমে	১৩।৮	সারথী	সারথি
৯	৪।১৫	ত্বরান্বিত	ত্বরাণ্বিত
১৫।৩১।৫৭।৬৬।১১০	যথাক্রমে ৭।২১।২৪।১।৪	শিক্ত	সিক্ত
৩৮।৫৬।১৪৩ যথাক্রমে	১৭।২।১৫	বৈরি	বৈরী
৩৯	১০	হুলনায়	ছলনায়
৪৪	৫	জাহ্নবীরে	জাহ্নবীরে
৬১	১২	অচ্ছিন্নি’	আচ্ছিন্নি’
৬৭	২০	দাশরথী	দাশরথি
৭৮	১৪	মহীপতেঃ	মহীপতে
,,	১৭	অখণ্ড	অখণ্ড্য
৯৬	১৫	অনুষ্টান	অনুষ্ঠান
১১৮	৮	কৃতাভিকে	কৃতাভিষেক
১২০	১০	পরাহ্ন	পরাহ্ণ
১২১	৯	রমনী	রমণী
১৪৭	৮	ত্বরান্বিত	ত্বরাণ্বিত
১৫২	১৩	শারদীয়া	শারদীয়
,,	২৩	দ্বোবারিক	দৌবারিক
১৭৪	১৯	যুগল-	যুগল,
১৮১	১৬	স্মরি’	স্মরি’ ;
১৯২	২৫	মূঢ়	মূঢ